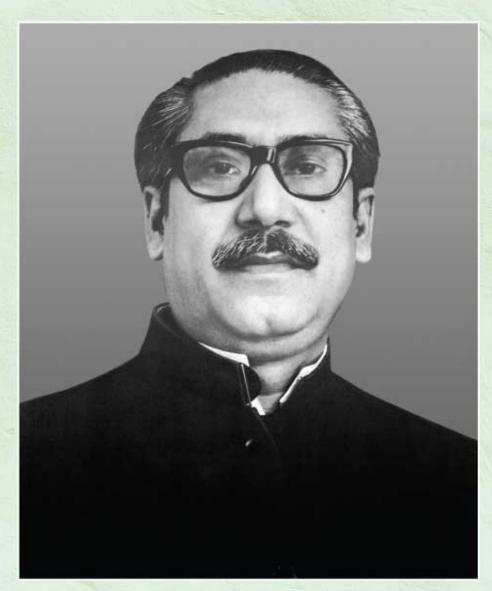




সশস্ত্র বাহিনী দিবস জার্নাল ২০১৮ ARMED FORCES DAY JOURNAL 2018



জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

## বাংলাদেশ মিলিটারি একাডেমি, কুমিল্লায় (১৯৭৫ সালে) জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

... বাংলাদেশের মালিক আজ বাংলাদেশের জনসাধারণ। সেজন্যই সম্ভব হয়েছে, আজ আমার নিজের মাটিতে একাডেমি করা। যখন, আমি আশা করি, ইন্শাআল্লাহ্ এমন দিন আসবে, এই একাডেমির নাম শুধু দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াই নয়, সমস্ত দুনিয়াতে সম্মান অর্জন করবে। ...

... ইন্শাআল্লাহ্ স্বাধীন দেশে রক্ত দিয়ে স্বাধীনতা এনেছি, এই স্বাধীনতা নিশ্চয়ই ইন্শাআল্লাহ্ থাকবে, কেউ ধ্বংস করতে পারবে না। তবে স্বাধীনতা বৃথা হয়ে যাবে যদি বাংলার দুঃখী মানুষের মুখে হাসি ফুটাতে না পার। সেইজন্য তোমাদের কাছে আমার আবেদন রইল-সৎ পথে থেকো। খোদা নিশ্চয় তোমাদের সাহায্য করবে। বিদায় নিচ্ছি। খোদা হাফেজ। জয় বাংলা...

### জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

১৯৭৫ সালের ১১ জানুয়ারি কুমিল্লায় অবস্থিত বাংলাদেশ মিলিটারি একাডেমি (বিএমএ)-তে প্রথম প্রশিক্ষণ সমাপনী কুচকাওয়াজ অনুষ্ঠানে ক্যাডেটদের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত ভাষণ থেকে উদ্ধৃত।



তংকালীন বাংলাদেশ মিলিটারি একাডেমি'র (কুমিস্তা) প্রধান ফটক উদ্বোধন করছেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান



তংকালীন বিএমএ তে (কুমিল্লা) প্রথম শার্ট কোর্সের পাসিং আউট প্যারেভ পরিদর্শন করছেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান





র**ট্রপতি** গণপ্রজাতত্ত্বী বাংলাদেশ বঙ্গভবন, ঢাকা।

> ০৭ অগ্রহায়ন ১৪২৫ ২১ নছেম্বর ২০১৮

বাণী

আজ সশস্ত্র বাহিনী দিবস। দিবসটি উপলক্ষে আমি বাংলাদেশ সেনা, নৌ ও বিমান বাহিনীর সকল সদস্যকে জানাই আন্তরিক ওতেছো ও অভিনন্দন।

বাংলাদেশের ইতিহাসে ২১ নতেশর একটি শ্বরণীয় দিন। মহান মৃতিযুদ্ধ চলাকালে ১৯৭১ সালের এই দিনে তিন বাহিনী সন্দিলিতভাবে পাকিগুলি হানাদার বাহিনীর উপর সর্বাত্ত্বক আক্রমণ পরিচালনা করে। তাদের সন্দিলিত আক্রমণে হানাদার বাহিনী দিশাহারা হরে পড়ে যা আমাদের বিজয় অর্জনকৈ তুরান্তিত করে। সশস্ত্র বাহিনী দিবসে আমি পরম শ্রন্ধার সাথে শ্বরণ করি সর্বকালের সর্বপ্রেষ্ঠ বাঙালি ভাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মৃত্তিবুর রহমানকে, যিনি দীর্ঘ সংগ্রাহের পাশালাশি শত জেল-জুপুম ও ত্যাপ-তিতিক্ষা সহ্য করে সময় জাতিকে বাঙালি জাতীয়তাবাদ ও শ্বাধীনতার মন্ত্রে উহুদ্ধ করেন এবং নানা চড়াই-উৎরাই পেরিয়ে ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ প্রথম প্রহরে শ্বাধীনতার ঘোষণা দেন। তারই নেতৃত্বে দীর্ঘ ন'মাস সশস্ত্র মৃতিযুক্তের মাধ্যমে ১৯৭১ সালের ১৬ ভিসেন্বর আমরা অর্জন করি চড়ান্ত বিজয়।

আজকের এই মহান দিনে আমি গভীর শ্রন্ধার সাথে "মরণ করি মুক্তিযুদ্ধে আধ্যেৎসর্গকারী বীরশ্রেষ্ঠ সিপাই মোডফা কামাল, বীরশ্রেষ্ঠ কান্টেন মহিউদ্দিন জাহাংগীর, বীরশ্রেষ্ঠ সিপাই হামিদুর রহমান, বীরশ্রেষ্ঠ মোড রুছল আমিন, ইআরএ-১, বীরশ্রেষ্ঠ ফুইট লেফটেন্যান্ট মতিউর রহমান, বীরশ্রেষ্ঠ ল্যান্স নারেক নূর মোহান্মদ শেখ, বীরশ্রেষ্ঠ ল্যান্স নারেক মুলী আখুর রউফকে।
এ দিনে আমি দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের জন্য শাহাদতবর্গকারী মুক্তিযোদ্ধাসহ সশস্ত্র বাহিনীর বীর শহীদদের আন্ত্রার
মাগঝিরাত কামনা করি এবং যুদ্ধাহত ও শহীদ পরিবারের সদস্যদের প্রতি জানাই গভীর সমবেদনা। মহান মুক্তিযুদ্ধে সশপ্র
বাহিনীর অবদান ও বীরত্বগাধা জাতি গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্ফরণ করে।

মহান মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে গড়ে ওঠা সশস্ত্র বাহিনী জাতির অহংকার ও গর্বের প্রতীক। সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যপণ দেশের খাণীনতা ও সার্বভৌমতু রক্ষার মহান দায়িতু পালনের পাশাপাশি যে-কোনো প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলা, বেসামারিক প্রশাসনকে সহযোগিতাসহ জাতিসঠনমূলক কর্মকাণ্ডে প্রশাসনীয় ভূমিকা পালন করে যাছেন। কেবল দেশেই নয়, সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যপণ জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে অংশ নিয়ে পেশাগত দক্ষতা, সর্বোচ্চ শৃক্ষালা, সততা ও নিষ্ঠার সাথে দায়িতু পালন করে বাহিবিশ্বে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি উজ্জল করে চলেছেন। এ দায়িতু পালনকালে অনেক সদস্য শাহাদতবরণ করেছেন। আমি তাঁদের আত্মার মাগফিরাত কামনা করি এবং শোকসভন্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জানাই।

সরকার সশস্ত্র বাহিনীর আধুনিকীকরণে ফোর্সেস পোল-২০৩০ প্রথয়ন করেছে। এ কর্মপরিকল্পনা সশস্ত্র বাহিনীকে আরও আধুনিক, নব্দ ও গতিশীল করবে। যে-কোনো বাহিনীর উন্নয়নের পূর্বশর্ত হলো নেতৃত্বের প্রতি গভীর আস্থা, পারস্পরিক বিশ্বাস, শুভাবোধ, পেশাগত দক্ষতা এবং সর্বোপরি শৃঞ্জলা। আমার দৃড় বিশ্বাস, সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যগণ নেতৃত্বের প্রতি পরিপূর্ণ অনুগত থেকে কঠোর অনুশীলন, শৃঞ্জলা, পেশাগত দক্ষতা, কর্তব্যনিষ্ঠা ও দেশপ্রেমের সমন্বয়ে তাঁদের পৌরব সমুন্নত রাখতে সর্বান্ত্রক প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখবেন।

আমি সশস্ত্র বাহিনীর উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি এবং বাহিনীসমূহের সকল সদস্য ও তাঁদের পরিবারবর্গের অব্যাহত সূথ, শান্তি ও সমৃদ্ধি কামনা করি।

খোলা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ আবদুগ হামিদ রাষ্ট্রপতি ও সশস্ত বাহিনীর সর্বাধিনায়ক





#### প্রধানমন্ত্রী গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার



৩৭ অগ্রহায়াল ১৪২৫ **22 मारबपट २०३**४



'সশস্ত্র বাহিনী দিবস ২০১৮' উপলক্ষে আমি সেনা, নৌ ও বিমান বাহিনীর সকল সদস্যকে আন্তরিক কলেছা ও অভিনন্দন জানাছি।

ঐতিহাসিক এই দিনে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধের সকল বীর শহীদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানাছি। মাকুড়মির জন্য জীবন উৎসর্গকারী সশস্ত্র সকল শহীদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করছি।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আহ্বানে সাড়া দিয়ে বাঙালি জাতি ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধে ঝাপিয়ে পড়ে। তাঁর দূরনশী, সাহসী এবং ঐক্রজালিক নেতৃত্বে বাঙালি জাতি পরাধীনতার শৃঞ্চল ভেঙ্গে ছিনিয়ে আনে স্বাধীনভার রক্তিম সূর্য।

আমাদের মহান স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাসে ২১শে নভেম্বর একটি বিশেষ গৌরবময় দিন। আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে পরিচালিত মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন ১৯৭১ সালের এই দিনে সেনা, নৌ ও বিমান বাহিনীর অকুতোভয় সদস্যরা সম্মিলিতভাবে দখলদার বাহিনীর বিরুদ্ধে পান্টা আক্রমণের সূচনা করেন। মুক্তিবাহিনী, বিভিন্ন আধাসামরিক বাহিনীর সদস্যপণ ও দেশপ্রেমিক জনতা এই সমন্বিত আক্রমণে একভাবদ্ধ হন। দখলদার বাহিনী আত্রসমর্পণে বাধ্য হয়। হানাদার পাকিস্তানি বাহিনীকে পরাজিত করে ১৬ই ডিসেম্বর আমরা চুড়ান্ত বিজয় অর্জন করি। মহান মুক্তিযুদ্ধে বাঙালি জাতির অগ্রযাত্রা ও বিজয়ের স্মারক হিসেবে প্রতি বছর ২১শে নভেম্বর 'সশস্ত্র বাহিনী দিবস' পালন করা হয়।

স্বাধীনতার পর জাতির পিতা একটি আধুনিক ও চৌকস সশস্ত্র বাহিনী গড়ে তোলার কাজ তরু করেন। সেনাবাহিনীর জন্য তিনি মিলিটারি একাডেমি, কমাইও আর্মত স্কুল ও প্রতিটি কোরের জন্য ট্রেনিং স্কুলসহ আরও অনেক সামরিক প্রতিষ্ঠান এবং ইউনিট গঠন করেন। তিনি চট্টগ্রামে বাংলাদেশ নৌবাহিনী ঘাঁটি ঈসা খান উদ্বোধন করেন। বঙ্গবন্ধুর ব্যক্তিগত উদ্যোগে তৎকালীন যুগোপ্রাভিয়া থেকে নৌবাহিনীর জন্য দু'টি জাহাজ সংগ্রহ করা হয়। বিমান বাহিনীর জন্য তিনি তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে সুপারসনিক মিগ-২১ জঙ্গি বিমানসহ হেলিকন্টার, পরিবহন বিমান ও র্যাভার সংগ্রহ করেন।

আমরা ২০০৯ সালে সরকার পরিচালনার দায়িত গ্রহণের পর থেকে সশস্ত বাহিনীর আধুনিকায়নে নিরলসভাবে কাজ করে যাছি। আমারা সেনা, নৌ এবং বিমান বাহিনীকে দেশে ও বিদেশে উত্ততত্তর প্রশিক্ষণ প্রদানসহ আধুনিক প্রযুক্তিসম্পন্ন সরস্কাম দিয়ে সক্ষিত করছি। জাতির পিতার নির্দেশে প্রণীত প্রতিরক্ষা নীতিমালার আলোকে ফোর্সেস গোল-২০৩০ প্রণয়ন করা হয়েছে। এর আওতায় তিন বাহিনীর পুনর্গঠন ও আধুনিকায়নের কার্যক্রমসমূহ পর্যায়ক্রমে বাগুবায়ন করা হচ্ছে।

পেশাগত দায়িতু পালনের পাশোপাশি সশস্ত্র বাহিনী দুর্যোগ মোকাবিলা, অবকাঠামো নির্মাণ, আর্তমানবতার সেবা, বেসামরিক প্রশাসনকে সহায়তা এবং বিভিন্ন জাতিগঠনমূলক কর্মকান্তে অংশগ্রহণ করছে। জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে নিষ্ঠার সঙ্গে দায়িতু পালন করে সশস্ত বাহিনীর সদস্যগণ আন্তর্জাতিক পরিমন্তলে দেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করছেন।

আমি আশা করি, সশস্ত্র বাহিনীর প্রতিটি সদস্য মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ধারণ করে দেশপ্রেম, পেশাদারিত ও নিষ্ঠার সঙ্গে দায়িত পালন করে দেশের সার্বস্টোমত রক্ষা করবেন।

আমি 'সশস্ত্ৰ বাহিনী দিবস ২০১৮' উপলক্ষে গৃছীত সকল কৰ্মসূচির সাৰ্বিক সাফল্য কামনা করছি।

क्षत्र वाश्यो, क्षत्र वलवकु বাংলাদেশ চিরজীবী হোক

an zwin শেখ হাসিনা



জাতীয় স্মৃতিসৌধ, সাভার (৩০ লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে অর্জিত বাংলাদেশের স্বাধীনতার মূর্ত প্রতীক)



শিখা অনির্বাণ, ঢাকা সেনানিবাস (মহান স্বাধীনতা যুদ্ধে সমস্ত্র বাহিনীর সদস্যদের আত্মত্যাগের প্রতীক)





সেনাবাহিনী সদর দপ্তর ঢাকা সেনানিবাস

একুশে নভেম্বর – মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় সমুজ্জল বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনী নিবস। এই দিনেই বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনী আনুষ্ঠানিকভাবে যাত্রা তরু করেছিল। এই দিবসটি সশস্ত্র বাহিনীর প্রত্যেকটি সদস্যের নিকট অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ও স্মরণীয়।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ যুজিবুর রহমানের ডাকে সাড়া দিয়ে সেনা, নৌ ও বিমান বাহিনীর অকুতোভয় বীর সেনানীরা মুক্তিকামী আপামর জনতার সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দেশমাকৃকাকে পরাধীনতার শৃঞ্জপ থেকে মুক্ত করার লক্ষ্যে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে সন্মিলিতভাবে অপ্রতিরোধ্য আক্রমণের সূচনা করেছিল। ফলে তুরান্থিত হয়েছিল আমানের কাজিকত চূড়ান্ত বিজয়। আজকের এই মহতী দিনে আমি সশস্ত্র বাহিনীর সকল সদস্যকে জানাচ্ছি আমার আন্তরিক কভেছো ও অভিনন্দন।

দীর্ঘ নয় মাসের রক্তক্ষয়ী সশস্ত্র সংখ্যামে মুক্তিযোজাদের সুমহান আব্যুত্যাগের মাধ্যমে বিশ্ব মানচিত্রে স্থাধীন দেশ হিসেবে স্থান করে নেয় বাংলাদেশ, অর্জিত হয় আমাদের লাল-সবুজে খচিত জাতীয় পতাকা। আজকের এই বিশেষ দিনে আমি সগ্রজ চিত্তে স্মরণ করছি মুক্তিযুদ্ধের সেইসব অকুতোভয় শহীলদেরকে, যাঁদের সুমহান আত্যত্যাগে অর্জিত হয়েছে আমাদের প্রাণিষ্টায় স্থাধীনতা। শ্রজা নিবেদন করছি তাঁদের প্রতি, যাঁরা স্থাধীনতা উত্তরকালে মাতৃভূমির অথভতা রক্ষায় সর্বোচ্চ ত্যাপ স্বীকার করেছেন। এই মহান দিনে আমি সকল শহীদের আত্মার মাণফেরাত কামনা করছি এবং তাঁদের শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি জানাছিছ গভীর সমবেদনা।

মহান মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে গড়ে ওঠা বাংলাদেশ সেনাবাহিনী আজ একটি সুদক্ষ, সুশৃজ্ঞল ও সুসংগঠিত বাহিনীরূপে আত্মপ্রকাশ করেছে। আমাদের অকুতোভয় বীর সেনানীরা জাতীয় দুর্মোণ মোকাবেলায় এবং বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠা কার্যক্রেমে নিজেদের আন্তরিকতা, কর্তব্যনিষ্ঠা ও উন্নত পেশাগত দক্ষতার মাধ্যমে শীয় দায়িত্ব পালন করে অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক পরিমন্তলে বিশেষভাবে প্রশাসিক হয়েছে। আগামীতেও মাতৃভূমির অথভতা রক্ষা তথা জাতীয় যে কোন প্রয়োজনে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী সর্বোচ্চ ত্যাগ স্থীতারে সদা প্রস্তুত থাকবে।

বর্তমান সরকারের আমলে অতি অল্প সময়ের মধ্যে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে তিনটি পদাতিক ভিতিশনসহ একাধিক ব্রিণেড ও ইউনিট প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। এছাড়াও সেনাবাহিনীতে অত্যাধূনিক অন্ত ও সরজামানি সংযোজিত হয়েছে। ফলে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর সাংগঠনিক কাঠামো বৃদ্ধির পাশাপাশি আভিযানিক সক্ষমতাও বহুলাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে। বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর এই অভূতপূর্ব উন্নয়ন মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সনিজ্ঞা ও আন্তরিকতার বহিঃপ্রকাশ। গ্রন্থনা আমি বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর সকল সনস্যের পক্ষ থেকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে আন্তরিক ধনবোদ জ্ঞাপন করছি।

এই মহান দিবস উপলক্ষে সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ প্রতিবারের ন্যায় এবারও একটি স্মরণিকা প্রকাশ করতে যাছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। আমি এ মহতী উদ্যোগকৈ স্বাগত জানাই একং এই প্রকাশনার সাথে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সংখ্রিই সকলকে জানাই আন্তরিক ক্ষতেছা ও অভিনন্দন। আমি বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর উত্তরোত্তর উন্নতি ও সাফল্য কামনা করছি। পরম করণাময় আপ্রাহতায়ালা আমানের সহায় হউন। আমিন।

> আজিজ আহমেন জেনারেল সেনাবাহিনী প্রধান





নৌবাহিনী সদর দপ্তর বনানী, ঢাকা-১২১৩

একুশে নভেদর সশস্ত্র বাহিনীর ইতিহাসে একটি গৌরবোজ্বল ও তাৎপর্যপূর্ণ নিন। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ডাকে সাড়া দিয়ে ১৯৭১ সালের এই নিমে আমানের সেনা, নৌ ও বিমান বাহিনীর অকুতোভয় বীর সেনানীরা দেশের আপামর জনতার সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে জল, স্থল ও আকাশ পথে অপ্রতিরোধ্য আক্রমশের সূচনা করেছিল। যার ফলপ্রতিতে তুরাদিত হয় আমানের চূড়ান্ত বিজয় এবং বিশ্ব মানচিত্রে স্বাধীন দেশ হিসেবে স্থান করে দেয় আমানের প্রাণপ্রিয় মাতৃত্বমি বাংলাদেশ।

১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধে লাখো শহীদের আত্মোৎসর্গের বিনিমন্তে আমরা অর্জন করেছি স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশ। আজকের এই মহান দিনে, আমি সম্ভাচিতে স্থান্য করাছি মুক্তিযুদ্ধের সেইসব অকুতোভয় শহীদদের, যানের সুমহান আত্মতাণে অর্জিত হয়েছিল আমাদের গর্বিত স্বাধীনতা। বিশেষ এই দিনটিতে আমি সকল শহীদের আন্ত্যার মাগান্তেরাত কামনা করছি এবং তাঁদের শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্ণের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করছি।

বান্তালি জাতির স্থপতি বঙ্গবন্ধুর অসামান্য প্রজা, সুনিপুণ দুরনর্শিতা এবং আর্ত্যাপের বিনিময়ে তাঁর নিজ হাতে গড়া বাংলাদেশ বর্তমান মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রত্যক্ষ নিকনির্দেশনায় উন্নয়নের অথযান্ত্রায় এগিয়ে চলেছে। উন্নয়নের এই যাত্রা সারাবিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে নৌবাহিনীকে একটি কার্যকর ও পেশাদার বাহিনী হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে বর্তমান সরকার বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন। এরই অংশ হিসেবে নৌবাহিনীতে সংযোজিত হয়েছে সাবমেরিন, উল্লেখযোগ্য সংখ্যক যুজজাহাজ, হেলিকন্টার, মেরিটাইম পেট্রোল এয়ারক্রাফ্ট ও আধুনিক সামরিক সরপ্তাম। নৌবাহিনীর অবকাঠামো উন্নয়নে এসেছে বুগান্তকারী পরিবর্তন। এ সকল উন্নয়নকে কাছে লাগিয়ে আমাদের নৌ সদস্যরা দেশের বিশাল সমুদ্র এলাকার সার্বভৌমতু রক্ষা, সমুদ্র সম্পানর হেফাজত, চোরাচালান রোধ, উপকূলীয় এলাকার জীববৈচিত্র সংরক্ষণসহ সমুদ্র এলাকার নিচিন্ত নিজত করতে সার্বজণিকভাবে দায়িত্ব পালন করে চলেছে। যুক্তকালীন প্রস্তুতির পাশাপাশি দেশী-বিদেশী বাণিজ্যিক জাহাজসমূহকে সমুদ্রে নিরাপদ যাত্রায়াত নিন্চিত করার মাধ্যমে দেশের অর্থনীতিকে গতিশীল রাখায় বিশেষ অবদান রাখছে নৌবাহিনী। এছাড়াও, জাতীয় যে কোন দুর্যোগ মোকাবেলায় এবং বিশ্বশান্তি প্রতিত্তা নৌ সনস্যগণ আন্তরিকতা, কর্তব্যনিষ্ঠা ও পেশাণত দক্ষতার সাথে দায়িত্ব পালন করে অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে তথা স্থাকারে সদা প্রস্তুতির মাত্রত্বির সংবিত্যি হাল আন্তর্কাতিক মাত্রত্বির তথা স্বাক্তর সদা প্রস্তুত থাকবে।

মহান এ দিবসের তাংপর্য তুলে ধরতে সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ 'সশস্ত্র বাহিনী দিবস-২০১৮ জার্নাল' প্রকাশ করতে যাছে জেনে আমি অভ্যন্ত আনন্দিত। আমি মহাতী এ উদ্যোগকৈ স্বাগত জানাছিছ এবং এর সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে জানাই আন্তরিক অভিনন্দন। আমাদের নতুন প্রজন্মক স্বাধীনভার চেতনায় উদ্বুজ করতে এই প্রকাশনা বিশেষ ভূমিকা রাখবে বলে আমার নৃত্ব বিশ্বাস। পরিশেষে, আমি নৌবাহিনী তথা সশস্ত্র বাহিনীর উত্তরোক্তর উন্নতি ও সর্বাধীন সাফল্য কামনা করছি। সর্বশক্তিমান অভ্যাহ ভায়ালা আমাদের সকলের সহায় হোন।

নিজামউদ্দিন আহমেদ এডমিরাল নৌবাহিনী প্রধান





বিমান বাহিনী সদর দপ্তর ঢাকা সেনানিবাস

. ....

বাণী

একুশে নভেমর সমস্ত্র বাহিনী দিবস। মুভিযুদ্ধে বাঙালি জাতির অগ্রয়াত্রা ও বিজয়ের স্মারক এবং মহান মুভিযুদ্ধের ইতিহাসে ঐক্য আর ত্যাগের মহিমায় সমুজ্জ্বল একটি দিন। ১৯৭১ সালের মহান মুভিযুদ্ধে ২১ নভেমর যুক্ত করেছিল এক ভিন্ন মাত্রা। সর্বকালের সর্বপ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবদ্ধ শেখ মুজিবুর রহমানের আহ্বানে সাড়া দিয়ে এ জাতি স্বাধিকার অর্জনের জন্য হে মহান সংগ্রামে কাঁপিছে পড়েছিল তারই গর্বিত অংশীদার আমানের সমস্ত্র বাহিনী। আপামর জনসাধারণের সাথে আমানের গর্বিত সেনা, নৌ ও বিমান বাহিনীর বীর সদস্যগণ একাজ্ম হয়ে দখলদার বাহিনীর বিজঙ্কে এই দিনে রচনা করে সমস্থিত ও সর্বাত্তক আক্রমণ। ফলজাতিতে অর্জিত হয় আমানের চূড়ান্ত বিজয় এবং বিশ্ব মানচিত্রে আত্মজ্বনাশ করে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ।

আজকের এই বিশেষ দিনে আমি সঞ্চল চিত্তে ধরণ করছি বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর সকল বীর সদস্যদের, যাঁরা দেশমাতৃকার জন্য প্রাণ বিসর্জন দিয়েছেন। মহান সশস্ত্র বাহিনী দিবসে আমি সশস্ত্র বাহিনীর সকল শহীদের বিদেহী আত্মার মাপফেরাত কামনা করছি এবং গভীর সমবেদনা জানাছিছ যুদ্ধাহত ও শহীদ পরিবারের সদস্যদের।

মহান মুক্তিযুদ্ধ ও দেশপ্রেমের চেতনায় উদ্বুদ্ধ সশস্ত্র বাহিনীর প্রতিটি সদস্য স্বাধীনতা ও সার্বভৌমতু রক্ষায় সাংবিধানিক দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি পূর্বোপ মোকাবেলা, অবকাঠামো নির্মাণ, আর্তমানবতার সেবা প্রদানসহ বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক কাজে আত্মানিয়োগের মাধ্যমে অনন্য ভূমিকা পালন করে যাছে । দেশের সীমানা ছাড়িয়ে বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনী আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলেও দেশের জন্য বর্মে এনেছে প্রভৃত সন্মান। আর তাই আমাদের সশস্ত্র বাহিনীর বীর সদস্যরা আজ সদেশে যেমন বরণীয় আন্তর্জাতিক মহলেও তেমনি প্রশংসিত। সশস্ত্র বাহিনীর প্রতিটি সদস্য দেশে ও জাতির প্রয়োজনে যে কোন ত্যাপ স্বীকার করে দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষায় দৃঢ় প্রতিজ্ঞ।

মহান এ দিবসের তাৎপর্য তুলে ধরতে সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ কর্তৃক প্রতিবছর নিয়মিতভাবে জার্নাল প্রকাশের এ মহতী উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই এবং এর প্রকাশনার সাথে সম্পূক্ত স্বাইকে জানাই প্রাগটালা অভিনন্দন। আজকের এই মহতী দিনে আমি স্বশস্ত্র বাহিনীর স্কল সদস্য ও তাদের পরিবারবর্গকৈ জানাই আন্তরিক হুভেচ্ছা। মহান আল্লাহ্ আমাদের সহায় হোন।

> মাসিত্জামান সেরনিয়াবাত এয়ার চীফ মার্শাল বিমান বাহিনী প্রধান





সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ ঢাকা সেনানিবাস

মুখবন্ধ

সশস্ত্র বাহিনীর স্মৃতির পাতায় ২১শে নভেমর একটি গৌরবজ্বল দিন। ১৯৭১ সালের এই দিনে সেনা, নৌ ও বিমান বাহিনীসহ নিত্রীক, মুজি পাণাল সর্বস্তরের মুজিযোদ্ধাণণ একান্ত হয়ে দখলদার পাকিস্তানী হানাদার বাহিনী ও তাদের এ দেশীয় দোসরদের বিরুদ্ধে সম্মিলিত অভিযান পরিচালনা করে ছিনিয়ে আনে আমাদের প্রাণ প্রিয় স্বাধীনতা। তাই এই মহতী দিনটি সশস্ত্র বাহিনীর সকল সদস্যের কাছে দেশ রক্ষায় আছোৎসর্গের জন্য দৃত্ত শপথ গ্রহণের দিন। জাতির পিতা বন্ধবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, বীর মুজিযোদ্ধা ও সর্বস্তরের আন্তর্ত্তাগকারী শহীনগণকে সূরণ করছি পরম শ্রদ্ধা ও ভালবাসায়। তাঁদের মহান আন্তর্তাগের জন্যই আন্ত আমরা বিশ্বের বুকে মাখা উচু করে নিত্রীক চিত্তে দাঁড়াতে সক্ষম হয়েছি।

সশস্ত্র বাহিনী আমাদের দেশ ও জাতির অহংকার। দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমতু রক্ষার জন্য সশস্ত্র বাহিনী দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। বর্তমান সরকার প্রণীত ফোসের্স গোজ-২০৩০ এর আলোকে সশস্ত্র বাহিনীর আধুনিকায়ন চলমান। দেশপ্রেম, পেশানারিত্ব, দায়িতুবোধ ও উন্নত নৈতিকতার আনর্শে উজ্জীবিত হয়ে সশস্ত্র বাহিনীর প্রতিটি সদস্য তাদের দায়িত্ব সূচারুদ্ধপে পালন করে যাছেছে।

বর্তমান সরকারের সূযোগ্য নির্দেশনায় দেশের উন্নয়ন ও অথ্যাত্রার সাথে তাল মিলিয়ে সশস্ত্র বাহিনী একটি আধুনিক ও যুগোপযোগী সংগঠন হিসেবে ক্রমব্যান্তি পাছে। বন্ধবন্ধর আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত রক্ষার পাশাপাশি বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনী জাতি গঠনে নানা উন্নয়নমূলক কর্মকান্ত যেমনঃ দুর্ঘোণ ব্যবস্থাপনা, আর্তমানবতার সেবা, জরুরী প্রয়োজনে দায়িত পালন ইত্যাদিতে বিশেষ অবদান রেখে চলেছে। সম্প্রতি মায়ানমার হতে জোরপূর্বক বাস্ত্রচ্যুত রোহিলাদের নিরাপতা এবং সাহাযে সশস্ত্র বাহিনী নিরলসভাবে কাজ করে যাছে। জাতিসংখের শান্তিরক্ষা মিশন ও অন্যান্য দেশের সশস্ত্র বাহিনীর সাথে সন্মিলিত প্রশিক্ষণে পেশাদারিত্বের পরিচয় দিয়ে বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনী বিশ্ব পরিমন্তলে উ্যুসী প্রশংসা অর্জন করে বাংলাদেশের ভাবমূর্তিকে প্রতিনিয়ত উল্লেল থেকে উল্পুলতর করে চলেছে।

সশস্থ বাহিনী নিবস-২০১৮ উন্থাপন উপলক্ষে অন্যান্য বছরের ন্যায় এবারও গোয়েন্দা পরিনপ্তরের ভত্তাবধানে সশস্থ বাহিনী নিবস জার্নাল প্রকাশিত হলো। International Standard Serial Number (ISSN) কর্তৃপক্ষ এর তালিকাভ্জ এ জার্নালে প্রকাশিত সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যদের প্রবন্ধ এবং অন্যান্য তথ্যসমূহ সশস্ত্র বাহিনী সম্পর্কে সকলকে অনুপ্রাণিত করেব বলে আশা করছি। এই জার্নালে মহামান্য রাষ্ট্রপতি, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এবং বাহিনী প্রধানগণ তাঁদের মূল্যবান বাণী প্রদান করে সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যদের অনুপ্রাণিত করেছেন। এজন্য তাঁদের প্রতি সমুদ্ধ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। সশস্ত্র বাহিনীর বিভিন্ন স্করের সদস্যদের লোখা ও ছবি সমৃদ্ধ জার্নালটি পাঠক মহলে সমানৃত হলেই এ প্রচেটা সার্থক ও সফল হবে। সৃজনশীল এ প্রকাশনার সাথে সম্পূত্র সকলকে আমি আন্তরিক ধন্যবান ও অভিনন্ধন জানাছি।

মহান আলাহভায়ালা আমানের সহায় হউন।

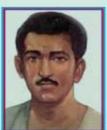
মোঃ মাহফুজুর রহমান লেফটেন্যান্ট জেনারেল প্রিন্সিপাল স্টাফ অফিসার





বীরশ্রেষ্ঠ ক্যাপ্টেন মহিউদ্দিন জাহাংগীর (সেনাবাহিনী)

১৯৭১ সালের ১৪ ডিসেম্বর ৭ নম্বর সেউরের মাহাদীপুর সাব-সেউরে যুদ্ধকালীন অবস্থায় চাঁপাইনবাবগঞ্জ শক্রমুক্ত করার অভিযানে নেতৃত্ব দেন। শক্রর প্রকৃত ক্ষতিসাধন করেন এবং শক্রব গুলিতে শাহাদাত বরণ করেন।



বীরশ্রেষ্ঠ সিপাই হামিদুর রহমান (সেনাবাহিনী)

১৯৭১ সালের ২৮ অট্টোবর ১ নমর সেক্টরের ১ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের অধীনে যুদ্ধকালীন অবস্থায় সিলেট জেলার ধলাই এলাকার শত্রুর মেশিনগান পোস্ট ধ্বংস করে সহযোদ্ধানের আক্রমণ তুরাধিত করেন এবং শত্রুর গুলিতে শাহাদাত বরণ করেন।



বীরশ্রেষ্ঠ সিপাই যোহাম্মদ যোন্তফা কামাল (সেনাবাহিনী)

১৯৭১ সালের ১৮ এপ্রিল ৩ নম্বর সেইরের ৪ ইস্ট বেক্স রেজিমেন্টের অধীনে যুদ্ধকালীন অবস্থায় ব্রাক্ষণবাভিয়া জেলার পঙ্গাসাগর এলাকায় শত্রুর আক্রমণ ও ভারী কামানের পোলাবর্ষণের মুখে লাইট মেশিনগানের গুলি ফুরিয়ে যাওয়া পর্যন্ত নিজ অবস্থান থেকে একা শত্রুর মোকাবেলা করেন। পরে শত্রুর গুলিতে ও বেয়নেটের আঘাতে শাহাদাত বরণ করেন।



বীরশ্রেষ্ঠ ইঞ্জিন রুম আর্টিফিসার-১ মোঃ রুহুল আমিন (নৌবাহিনী)

১৯৭১ সালের ১০ ডিসেম্বর খুলনার রূপসা নদীতে যুদ্ধরত বাংলাদেশের রণতরী বাংলাদেশ নৌবাহিনী জাহাজ পলাশে জঙ্গি বিমান থেকে গোলাবর্ষণে আগুন ধরে হায়। ইঞ্জিন রুম আর্টিফিসার-১ রুক্ত্ল আমিন রণতরী পলাশকে রক্ষা করার আপ্রাণ চেটা করেন এবং শহীদ হব।



#### বীরশ্রেষ্ঠ ফ্রাইট লেফটেন্যান্ট মতিউর রহমান (বিমান বাহিনী)

১৯৭১ সালের ২০ আগর্ট পাকিস্তানের মাশরুর বিমানখাটি থেকে দুই আসনবিশিষ্ট একটি টি-৩০ প্রশিক্ষণ বিমান চালানোর সময় ফ্রাইট লেফটেন্যান্ট মতিউর রহমান পাকিস্তানি পাইলটের কাছ থেকে বিমানের নিয়প্তণ ছিনিয়ে নিয়ে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের উদ্দেশ্যে রওনা করেন এবং ভারতের সামীস্তের কাছে চলে আসেন। বিমানটি আকাশে অবস্থানকালীন পাকিস্তানি পাইলটের সাথে বিমান নিয়প্তণ নিয়ে সংঘর্ষকালে বিমানটি বিশ্বস্ত হয় এবং ফ্রাইট লেফটেন্যান্ট মজিউর রহমান শাহালাত বরণ করেন।



#### বীরশ্রেষ্ঠ ল্যান নায়েক মুন্সী আবদুর রউফ (বিজিবি)

১৯৭১ সালের ২০ এপ্রিল ১ নন্দর সেউরে যুদ্ধরত অবস্থায় রাঙামাটি জেলার বুড়িঘাট এলাকার প্রতিরক্ষা অবস্থানে থাকাকালীন ল্যান্স নায়েক মুলী আবদুর রউফের কোম্পানির ওপর শত্রুর প্রচণ্ড ওলিবর্ষণ তরু হয়। এ সময় কোম্পানির প্রতিরক্ষা অবস্থান পরিবর্তনের জন্য মুলী আবদুর রউফ কভারিং ফায়ার প্রদানের দায়িত্ব নেন এবং শত্রুর ওপর অবিরাম ওলিবর্ষণ করে শত্রু বাহিনীর প্রভৃত ক্ষতিসাধন করেন। যুদ্ধরত অবস্থায় শত্রুর একটি শেলের বিক্ষোরণে তিনি শাহাদাত বরণ করেন।



#### বীরশ্রেষ্ঠ ল্যান্স নায়েক নূর মোহাম্মদ শেখ (বিজিবি)

১৯৭১ সালের ৫ সেন্টেম্বর ৮ নম্বর সেইরের বয়রা সাব-সেইরে যুদ্ধকালীন যশোর জেলার চৌগাছা থানার ছুটিপুর প্রতিরক্ষা এলাকার সামনে গোয়ালহাটি প্রামের কাছে স্ট্যাভিং প্যাইটাল অধিনায়ক হিসেবে দায়িত পালনকালে ল্যান্স নায়েক নৃর মোয়াম্মন শেখ শক্র দারা পরিবেষ্টিত হন। তিনি শক্রকে প্রতিহত করার চেষ্টা অব্যাহত রাখেন এবং সহযোদ্ধা সিপাই নায়ু মিয়া প্রলিবিদ্ধ হলে নৃর মোয়াম্মন শেখ তাঁকে কাঁধে নিয়ে মূল প্রতিরক্ষা অবস্থানে হেতে থাকেন এবং এসএলআরের মাধ্যমে তলি করে শক্রর অপ্রথামিতা বাঁধপ্রান্ত করেন এবং সহযোদ্ধাদের মূল প্রতিরক্ষা অবস্থানে ফিরতে সায়ায় করেন। এ সময় তিনি কাঁধে শক্রর তলি এবং ইট্রিতে শেলের আঘাতপ্রাপ্ত হন এবং যুদ্ধরত অবস্থায় শায়াদাত বরণ করেন।



## দেশমাতৃকার অমর সন্তান আমরা তোমাদের ভুলব না

- গণপ্রলাত্মী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক প্রকাশিত মুক্তিযোদ্ধানের গোলেট খোতাবল্লাপ্ত মুক্তিযোদ্ধানের আলিকা, মার্চ ১১, ২০০৪
- একান্তরের বীরবোদ্ধানের অবিশ্যরণীয় জীবনগাঁথা খেতাবপ্রাপ্ত মুক্তিরোদ্ধা সন্মাননা স্থারকয়স্থ প্রকাশক- জনতা ব্যাংক দিমিটেত
- বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ইতিহাস, প্রথম খঙ মুক্তিযুদ্ধ ও বাংলাদেশ সেনাবাহিনী

# সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ





# সম্পাদনা পর্ষদ



ব্রি<mark>গেভিয়ার জেনারেল মোঃ জহিরক্স ইসলাম,</mark> এনভিসি, পিএসসি প্রধান সম্পাদক



উইং কমাভার মোঃ মেসবাহ-উস-সান্তার, পিএসসি, এভিডব্রিউসি সহকারি প্রধান সম্পাদক

# জার্নাল সম্পাদনা উপপর্ষদ (বাংলা ও ইংরেজি)



কমান্তার এম শাহীন মঞ্জিদ, (জি), পিএসসি, বিএন সম্পাদক



উইং ক্মান্ডার শেখ আকির আহাম্মন, পিএসসি সহযোগী সম্পাদক



ইঃ শেঃ কমাভার এম জসিম উদ্দিন, বিএন সহযোগী সম্পাদক



মেজর মোঃ ইসমাইল কবীর, এইসি সহযোগী সম্পাদক



মেজর মোঃ তারিকুল ইসলাম, এইসি সহযোগী সম্পাদক



শেঃ কমান্ডার মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান, (এনডি), বিএন সহযোগী সম্পাদক



**ইঃ লেঃ কমাভার লৃৎফুল্লাহার,** বিএন সহযোগী সম্পাদক



মোঃ কামরূল ইসলাম ভূইয়া, উপ-পরিচালক সহযোগী সম্পাদক



মেজর মোহাম্মন নাহিনুস আমিন শেখ, এগইউপি, এগি সহযোগী সম্পাদক

# ক্রোড়পত্র সম্পাদনা উপপর্ষদ (বাংলা ও ইংরেজি)



লেঃ কর্মেল মোঃ মোন্তফা জাবেদ, পিএসসি, ই বেংগল সম্পাদক



মেজর মোহামদ মুনীরুল ইসলাম ভূইয়া, পিএসসি, এএসসি সহযোগী সম্পাদক



ক্ষোয়াদ্রন লীভার মোছাঃ কাওসারা পারভীন, শিক্ষা সহযোগী সম্পাদক



মেজর মোঃ তারিকুল ইসলাম, এইসি সহযোগী সম্পাদক



ইঃ লেঃ কমান্ডার এম ইফ্তেখারুল আলম, বিএন সহযোগী সম্পাদক



21st November, illuminated with the lofty emotion of our heroic Liberation War, is the Bangladesh Armed Forces Day. On this very day in 1971, responding to the clarion call of Bangabondhu Sheikh Mujibur Rahman, Father of the Nation, the valiant members of Army, Navy and Air Force along with the common mass made an inception of an irresistible attack against the Pakistani Military Regime to liberate the country. The decisive attacks coordinated from all sectors compelled the enemy to surrender resulting the glorious victory of Bangladesh.

Our Liberation War is the most glorious chapter in the history of Bangladesh. Bangladesh, our beloved country, has achieved a distinct place as an independent country in the world map in 1971 through a war of long nine months. This 'Red and Green Flag' is a grand achievement of pride. This success has been attained through shedding blood and immeasurable sacrifice. Every year Armed Forces Day reminds us of that sacred sacrifice. On this day, the nation along with the members of the Armed Forces pay homage to the martyrs of our Liberation War and express heartfelt gratitude to all the freedom fighters and their family members. On this very noble day, we are praying for the departed souls of the valiant martyrs and expressing our deepest sympathy to their bereaved families. Let the spirit of liberation war always be echoed in our hearts and minds in every step of our actions.

As a part of the commemorative events of 21st November organized by Armed Forces Division, we are glad to bring out a tributary journal named 'Armed Forces Day Journal'. The Armed Forces members contributed in publishing this Journal through their scholarly write-ups, highlighting the spirit and ideals of liberation war and other contemporary issues of military and strategic interests. I would like to express my sincere appreciation to all the contributors of articles, who amidst their busy professional life could commit for this noble cause. We believe that the readers' satisfaction would inspire the potential intellectuals of Armed Forces to contemplate and present their thoughts in future publications as well.

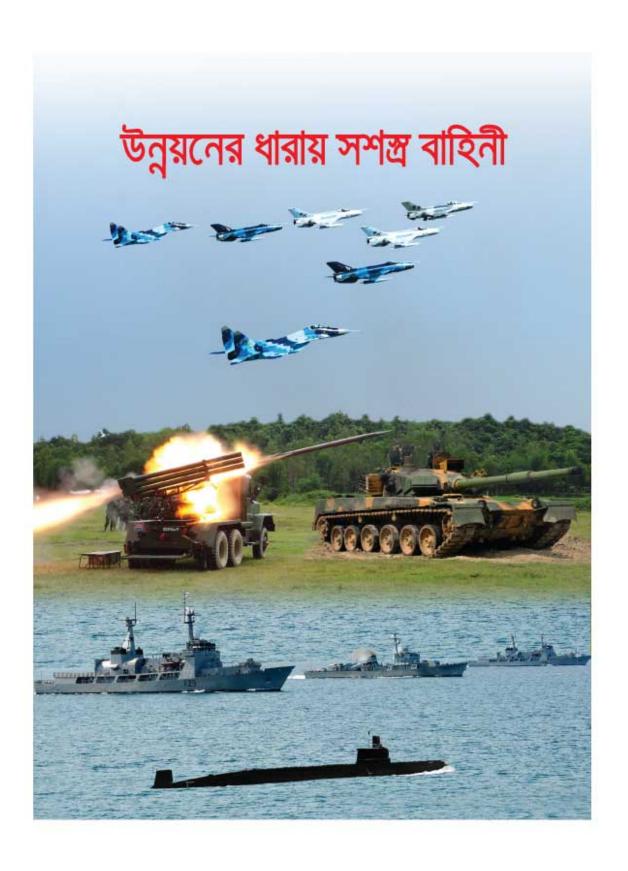
We are deeply indebted to the Principal Staff Officer, Armed Forces Division whose vision, valuable guidance and overall patronage were indispensable for the publication of this Journal. He consistently encouraged us to review our ideas, refine our thought process and publish it in accordance with the plan. I would like to express my sincere appreciation to all members of the Editorial Committee for their insights and commitment. We are thankful to all three services of Bangladesh Armed Forces for extending their cooperation for the accomplishment of the exhaustive task of printing the Journal. We hope and believe that the esteemed readers will sympathetically consider our shortcomings, if any, We look forward to the continued support of all in our relentless quest for attaining the best.

May the blessings of Almighty Allah saturate all members of our Armed Forces. Let the spirit of the liberation war always be echoed in our hearts and minds in every step of our actions. We wish continued success and prosperity of Bangladesh Armed Forces in all spheres of activities.

May Allah bless us all.

Chief Editor







### সাম্প্রতিককালে সশস্ত্র বাহিনীতে গুণগত ও অবকাঠামোগত প্রভূত উনুতি সাধিত হয়েছে যা নিম্নে তুলে ধরা হলো :

#### বাংলাদেশ সেনাবাহিনী

- মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক লেবুখালীতে শেখ হাসিনা সেনানিবাস (৭ পদাতিক ভিভিশন) উদ্বোধন এবং সদর দত্তর ৭ পদাতিক ভিভিশনসহ ১১টি সদর দত্তর ও ইউনিটের পতাকা উল্লোখন।
- নবগঠিত সিলেট সেনানিবাসকে (১৭ পদাতিক ভিভিশন) পূর্ণাঙ্গ সেনানিবাসে রূপান্তরের লক্ষ্যে
  ৫টি ইউনিটের পতাকা উদ্রোগন।
- ৩। ৯ পদাতিক ভিতিশনের অধীনস্থ ২টি এবং ৬ স্বতন্ত এভি আর্টিলারি ব্রিপেড এর অধীনস্থ ১টি
  ইউনিটের পতাকা উর্যোগন।
- ৪। রামু সেনানিবাস (১০ পদাতিক ডিভিশন) কে পূর্ণাঙ্গ সেনানিবাসে রূপান্তরিত করার আরেক ধাপ হিসাবে ৪টি ইউনিটের পতাকা উল্লোখন।
- ৫। মহামান্য রষ্ট্রপতি কর্তৃক ১ প্যারা কমান্ডো ব্যাটালিয়নকে জাতীয় পতাকা প্রদান।
- ৬। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক কোর অব মিলিটারি পুলিশ সেন্টার এড স্কুলকে জাতীয় পতাকা প্রদান।
- ৭। উন্নয়ন মেলা-২০১৮ এ সেনাবাহিনীর স্টল শ্রেষ্ঠ নির্বাচিত।
- ৮। বছলাদেশ ইনস্টিটিউট অব পিস সাপোর্ট অপারেশন টেনিং (বিপস্ট) এ দু' সপ্তাহব্যাপী অনুশীদন শান্তিদূত-৪ অনুষ্ঠিত হয়। এ প্রশিক্ষণে ২২টি দেশের মোট ১৩১৯ জন অংশগ্রহণ করেন।
- ৯। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ঢাকা সেনানিবাসে ক্যান্সার সেন্টারসহ ২৭টি প্রকল্পের উদ্বোধন।
- ১০। জাতিসংয শান্তিরক্ষা মিশনে বাংলাদেশের ৩০ বছর পূর্তি উপলক্ষে জাতিসংয সদর দন্তরে ৭ দিনব্যাপী বিশেষ প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত।
- ১১। জলসিঁড়ি আবাসন এলাকায় সেনা কল্যাণ সংস্থার ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন।

#### বাংলাদেশ নৌবাহিনী

- ১। গত ৫ নভেদর ২০১৮ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ ছাসিনা ঢাকাস্থ খিলন্ডেতে জাতির পিতার নামে প্রথমবারের মতো একটি পূর্ণাঙ্গ নৌখাটি 'বানৌজা শেখ মুক্তিব' এর কমিশনিং করেন। এই খাটি জাতীয় দূর্যোগ মোকাবেলা, উদ্ধার অভিযান, ভাইভিং ও স্যালভেল কার্যক্রম, নৌ তথ্য প্রযুক্তি কার্যক্রম এবং প্রাকৃতিক দূর্যোগকালীন চয়্টগ্রাম ও খুলনা নৌঅঞ্চলে মোভায়েনকৃত নৌবাহিনীর হেলিকন্টারসমূহ সংরক্ষণে ওরাত্তপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।
- ২। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নৌবাহিনীর প্রশিক্ষণ সুবিধা বৃদ্ধি, অবকাঠামো উন্নয়ন এবং সামরিক ও অসামরিক কর্মকর্জা/কর্মচারীদের জন্য সার্বিক জীবনবায়ার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে গত ৫ নভেমর ২০১৮ বানৌজা শেখ মুজিব ঘাঁটি হতে ঢাকা, চউগ্রাম এবং খুলনায় ভিত্তিও কনফারেপিং এর মাধ্যমে সর্বমোট ২২টি বছতল ভবন উদ্বোধন করেন। পাশাপাশি ভিনি অবসর প্রাপ্ত নৌসদস্যদের আবাসন সংকট দূর করতে সাভার বিএন হাউজিং প্রজেউ এর ভিত্তিপ্রস্কর ছাপন করেন।
- ৩। প্রধানমন্ত্রী শেষ হাসিনা গত ২১ মার্চ ২০১৮ আন্তর্জাতিক নৌপ্রশিক্ষণ ও গবেষণার উন্নয়নে চয়য়ামে বাংলাদেশ নেভাল একাডেমীতে বঙ্গবন্ধ কমপ্রেক্সের তভ উদ্বোধন করেন। এই উদ্বোধনের মধ্য নিয়ে জাতির পিতার আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন ও যুগোপযোগী একাডেমি প্রকিটার কাঞ্চিত স্বপ্লের পূর্ণতা লাভ করে।
- ৪। গত ২১ মার্চ ২০১৮ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেষ হার্সিনা বিএন ডকইয়ার্ডকে ন্যাশনাপ স্ট্যান্ডার্ড প্রদান করেন। গ্রিমাত্রিক দৌবাহিনীয় যুক্তজাহাজসহ সামরিক সরঞ্জামাদি ও সাবমেরিনের সূষ্ট্র রক্ষণাবেকণ, মেরামত এবং আধুনিকায়নে সর্বোচ্চ দেশপ্রেম ও পেশাগত দক্ষতা প্রদর্শনের স্বীকৃতি স্বরূপ বিএন ডকইয়ার্ত এই সম্মান অর্জন করে।
- ৫। গত ৮ নভেম্বর ২০১৭ গণপ্রজাতস্ত্রী বাংলাদেশের মহামান্য রাষ্ট্রপতি মোঃ আবনুল হামিদ খুলনাস্থ



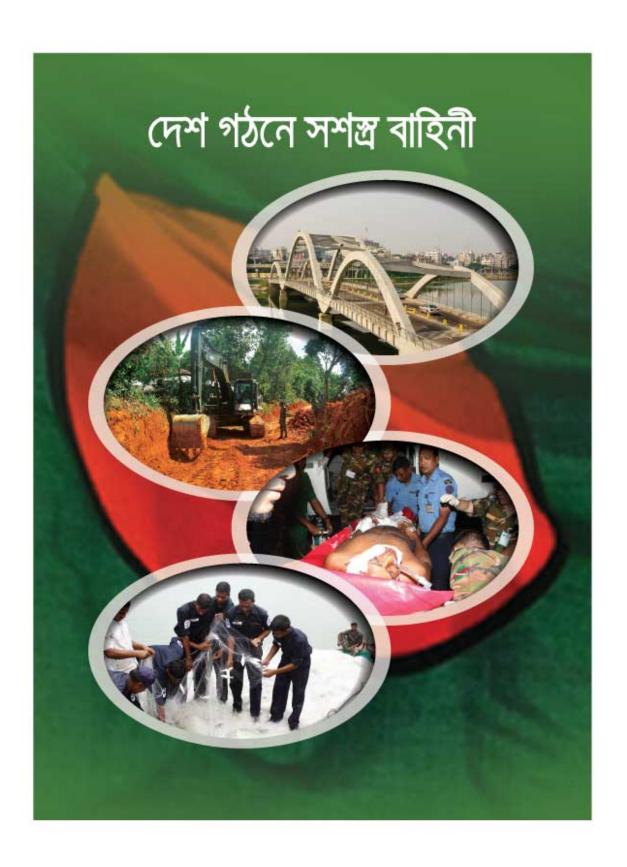
- নৌর্যাটি বানৌজা তিতুমীর এর নেভাল বার্থে খুলনা শিপইয়ার্ডে নির্মিত সাবমেরিন বিধুংসী 
  যুক্ষজাহাজ দুর্গম ও নিশান এবং সাবমেরিন টাগ পঞ্চর ও হালদা নৌবহরে আনুষ্ঠানিকভাবে 
  কমিশনিং করেন। এর মাধ্যমে বাংলাদেশ প্রথমবারের মতো বড় আকারের যুক্ষজাহাজ নির্মাণে 
  সক্ষমতা অর্জন করে।
- ৬। গত ২৬-২৯ নভেম্বর ২০১৭ বাংলাদেশ নৌবাহিনীর তত্ত্বাবধানে ভারত মহাসাগরীয় অঞ্চলের দেশসমূহের অংশগ্রহণে প্রথমবারের মতো বাংলাদেশের জলসীয়ায় সফলভাবে অনুষ্ঠিত হয় আন্তর্জাতিক সমুদ্র মহড়া 'ইয়সারেয়-২০১৭'। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের মহামান্য রাষ্ট্রপতি এর উদ্বোধন করেন। আঞ্চলিক সহযোগিতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে নৌবাহিনীর এই সফল আয়োজন বহির্বিশে বাংলাদেশের ভাবমূর্তিকৈ সমুজ্জল করে।
- । সমুদ্র বিষয়ক গ্রেষণা পরিচালনা এবং এ বিষয়ে সচেতনতা তৈরীর লক্ষ্যে বাংলাদেশ শৌবাহিনীর ভত্তাবধানে পরিচালিত হচ্ছে Institute of Maritime Research and Development (BIMRAD): যা দেশের সমুদ্র সম্পদের উন্নয়ন ও কার্যকর ব্যবহারের মাধ্যমে টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করতে তর্জতুপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।
- ৮। গত ১৬ জানুয়ারি ২০১৮ নৌবাহিনী প্রধান এডিমরাল নিজামউদ্দিন আহমেদ, এনবিপি, ওএসপি, বিসিজিএম, এনভিপি, পিএসপি নারায়ণাঞ্জ ডকইয়ার্ভ এড ইঞ্জিনিয়ারিয় ওয়ার্কপ শিল্প কর্তক নির্মিত কম্পোজিট বেট ওয়ার্কশপের উল্লেখন করেন।

#### বাংলাদেশ বিমান বাহিনী

- ১। গত ২৫ অক্টোবর ২০১৮ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা যশোর এ অবস্থিত বাংলাদেশ বিমান বাহিনী ঘাটি মতিউর রহমান এ বিমান বাহিনী একাডেমির বন্ধবন্ধ কমপ্রেক্স এর শুভ উদ্বোধন করেন।
- মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গত ২৫ অটোবর ২০১৮, ১০৫ এয়ভভালত জেট টেনিং
  ইউনিট-এর হুভ উয়েখন ও এয়রয়য়ন টেনিং ইন্স্টিটিউট-এর ভিত্তিপ্রত্তর স্থাপন করেন।
- ত। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গত ২৭ অক্টোবর ২০১৮ তেজপাঁও এয়ার মৃভ্যেন্ট ফ্লাইটের নবনির্মিত 'ভিভিঅইপি কমপ্তেপ্প'-এর শুভ উদ্বোধন করেন।
- ৪। ১ ফেব্রুয়ারি ২০১৮ হতে বাংলাদেশ আকাশ প্রতিরক্ষা সনাক্তকরণ অঞ্চল-এর কার্যক্রম তরু করা হয়েছে। এই সনাক্তকরণ অঞ্চল বাংলাদেশের আকাশ প্রতিরক্ষা, নিরাপত্তা ব্যবস্থাপনা ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে যুগান্তকারী পদক্ষেপ হিসেবে ভূমিকা রাখবে।
- ৫। বিমান বাহিনীর ২০৮ রক্ষণাবেক্ষণ ইউনিটের মাধ্যমে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক হেলিকটারের ওভারহলিং সম্পন্ন করা হয়েছে। পাশাপাশি উক্ত ইউনিট, বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর এডিয়েশন ইউনিটকে বিভিন্ন যন্ত্রহেশ ওভারহলিং করাসহ সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করে যাচেছ। বিমান বাহিনীর ২১০ রক্ষণাবেক্ষণ ইউনিট উল্লেখযোগ্য সংখ্যক পিট-৬ বিমানের ওভারহলিং-এর কাজ সম্পন্ন করেছে। কাজের মান ও দক্ষতার স্বীকৃতিস্করপ এ প্রতিষ্ঠান দু'টি আইএসও (ISO ১০০১:২০০৮) সনদ লাভ করার গৌরব অর্জন করেছে- যা বিমান বাহিনী তথা দেশের জন্য এক অন্য আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি।
- 'বঙ্গবন্ধু এ্যারোনটিক্যাল সেন্টার' এর মাধ্যমে এফ-৭ যুদ্ধবিমানের ওভারহলিং-এর কাজ
  সূচারন্ধ্রপে সম্পন্ন করা হচেছ। এ কার্যক্রমের মাধ্যমে বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা সাম্রয় করা
  সম্ভব হচেছে।
- ৭। Mi সিরিজ হেলিকন্টারসমূহ ওভারহলিং-এর লক্ষ্যে ২১৬ এমআরও ইউনিউ এবং বিমান বাহিনীতে ব্যবহৃত র্যাভারের মেইনটেন্যান্স, রিপেয়ার ও ওভারহলিং-এর লক্ষ্যে ২০৭ এমআরও ইউনিউ স্থাপন করা হয়েছে। এ সকল সংযোজনের মাধ্যমে বিমান বাহিনীকে বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের পাশাপাশি কার্যকর, দক্ষ ও আধুনিক বাহিনী হিসেবে অনেক দৃর নিয়ে যাওয়া সম্ভব হবে।
- ৮। নারীর ক্ষমতায়ন এবং কর্মক্ষেত্রে নারীর সম-অধিকার সুনিশ্চিত করতে ২০০০ সাল থেকে বিমান বাহিনীতে নিয়মিতভাবে মহিলা কর্মকর্তাগণ কমিশন লাভ করত্বেন।
- ৯। সম্প্রতি কয়েকজন মহিলা কর্মকর্তা সামরিক বৈমানিক হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেছেন এবং এ প্রক্রিয়া অব্যাহত রয়েছে।







## বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর দেশ গঠনের ধারাবাহিকতায় সংগঠিত হয়েছে নানাবিধ কার্যক্রম, যা নিচে উদ্ধৃত হলো:

#### বাংলাদেশ সেনাবাহিনী

- ১। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক বাস্তুচ্যুত মিয়ানমারের নাগরিকদের মধ্যে ত্রাণ বিতরণ।
- ২। মহামান্য রাষ্ট্রপতি কর্তৃক বাস্ত্রভাত মিয়ানমারের নাগরিকদের মধ্যে আগ বিভরণ।
- ৩। সেনাবাহিনী প্রধান কর্তৃক ৰাজ্বছাত মিয়ানমারের নাগরিকদের মধ্যে আগ বিতরণ।
- 8। উত্তরাঞ্চলে বন্যা দুর্গতদের সাহায্যে সেনাবাহিনীর উদ্ধার অভিযান ও রাণ বিতরণ।
- ৫। সেনাবাহিনীর তন্ত্রাবধানে পতেঙ্গা কন্টেইনার টার্মিনাল স্থাপন উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠান।
- ৬। সেনাবাহিনী কর্তৃক বাস্তুচ্যুত মিয়ানমারের নাগরিকদের মধ্যে ত্রাদ বিতরণ ও চিকিৎসা সেবা প্রদান।
- । মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ঢাকা এয়ারপোর্ট মহাসভ্বকের শহীল বীর বিক্রম রমিজ উদ্দিন কলেজের সন্নিকটে আভারপানের ভিত্তিগ্রন্তর স্থাপন।
- ৮। ভ্রিকম্প পূর্ববর্তী প্রস্তৃতি এবং ভ্রিকম্প পরবর্তী ব্যবস্থাপনা ও উদ্ধার কার্যক্রমের উপর বাংলাদেশ সেনাবাহিনীসহ সকল অংশীদার প্রতিষ্ঠানের সদস্যদের প্রশিক্ষণ 'উষার দুয়ারে' অনুষ্ঠিত।
- সনাবাহিনীর তত্ত্বাবধানে রোহিঙ্গা ক্যাম্প এলাকায় দুর্যোগ বিষয়ক মহভা অনুষ্ঠিত।
- ১০। পথা বহুমুখী সেতু প্রকল্পের নিরাপত্তা প্রদানের পাশাপাশি বাংলাদেশ সেনাবাহিনী জাজিরা ও মাওয়া এয়প্রাচ রোড এবং ব্রিজ এন্ড ফ্যানালিটিজ সার্ভিস এরিয়ার কনস্টাকশন সুপারভিশন কনসালটেন্ট হিসেবে কাজ করছে। পথা সেতু রেল সংযোগ প্রকল্পে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী সুপারভিশন পরামর্শক হিসেবে কাজ করছে।
- ১১। সেনাবাহিনীর ভত্তাবধানে ঢাকা-খুলনা (এন-৮) মহাসভ্তের যাত্রাবাড়ী ইন্টার সেকশন থেকে ইকুরিয়া-বাবুবাজার গিংক রোভ সভ্তক, কল্পবাজার-টেকনাফ মেরিন জ্রাইভ সভ্তক নির্মাণ প্রকল্প (৩য় পর্যায়), মহিপাল ফ্লাইওভার নির্মাণ প্রকল্প, হাতিরঝিল প্রকল্প এবং ঢাকা-আরিচা মহাসভ্তকে সাভার সেনানিবাস সংগগ্ন আভারপাস নির্মাণ প্রকল্পের কাজ সম্পন্ন হজে।
- ১২। সেনাবাহিনী বৃক্ষরোপন কর্মসূচী-২০১৮ উদ্বোধন ।
- ১৩। রপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন।
- ১৪। বাংলাদেশ সেনাবাহিনী কর্তৃক কুড়িল-পূর্বাচল লিংক রোভের উভয় পার্শ্বে ১০০ ফুট চওড়া খাল খনন।
- ১৫। বাংলাদেশ সেনাবাহিনী কর্তৃক আলীকদম-খানচি এবং আলীকদম-জালানীপাড়া-কুরুকপাতা-পোয়ামুহরী সভক নির্মাণ।

#### বাংলাদেশ নৌবাহিনী

- ১। বাংলাদেশ নৌবাহিনীর জাহাজ ও নৌ সদস্যরা বঙ্গোপসাণরে সারা বছর রাজ-লিন টহল প্রদানের মাধ্যমে দেশের বিশাল সমূদ্র এলাকার নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের পাশাপাশি সমূদ্র সম্পনের হেফাজক, চোরাচালান রোধ, উপকুলীয় এলাকার জীব বৈচিত্র সংরক্ষণসহ ব্লু ইকোনমি উন্নয়নে বিভিন্ন কর্মকান্তে অংশ্ছাহণ করছে। পাশাপাশি নৌবাহিনী সমৃদ্রে দেশি-বিদেশি বাণিজ্যিক জাহাজসমৃহের নিরাপন চলাচল নিশ্চিত করার মাধ্যমে দেশের আমদানি-রঞ্জানি বাণিজ্যকে সবর্দা সচল রাখতে এবং দেশের অর্থনীতিকে গতিশীল করছে।
- ২। দেশের রূপালি সম্পদ ইলিশ সংরক্ষণ অভিযানের অংশ হিসেবে নৌবাহিনীর তত্ত্বাবধানে পরিচালিত জাউকা বিরোধী অপারেশনে ২০১৭-২০১৮ সালে আনুমানিক ২১৯ কোটি ৫৭ লক্ষ্ টাকা মূল্যের ৯,৪৮,৮৮,৩৫০ মিটার অবৈধ কারেন্ট জাল ও ২,৭৮০ কেজি জাউকা আটক করা হয়। এছাভা মা ইলিশ রক্ষা অভিযানে ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরে আনুমানিক ৪ কোটি ১৫ লক্ষ টাকা মূল্যের ২০,০৯,৫০০ মিটার অবৈধ কারেন্ট জাল আটক করা হয়।
- ত। বাংলাদেশ নৌবাহিনীর ভুবুরী দল ২০১৭-২০১৮ সালে বলোপসাগর ও দেশব্যাপী পরিচালিত বিভিন্ন উদ্ধার অভিযানে ৭৫ জন জীবিতসহ মোট ১৪২ জনকে উদ্ধার করে।
- নৌবাহিনী কর্তৃক ভূমিহীন, গৃহহীন, ছিন্তুমূল অসহায় দরিল পরিবারকে পুনর্বাসনের লক্ষ্যে অশ্রেমন-২ প্রকল্পে এ পর্যন্ত সর্বমেটি ৩,০৭০টি ব্যারাক হাউজ হস্তান্তর করা হয়।
- ৫। ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরে বাংলাদেশ দৌবাহিনী চোরাচালান বিরোধী অভিযান পরিচালনা করে ৬টি বেটি ১০ জন চোরাকারবারী ও ১৭ জন জলদস্যসহ মোট ৪,৬৭,২৩,০০০/- টাকা মূল্যের অবৈধ দ্রব্য সামন্ত্রী আটক করে।







- ৬। ব্লু ইকোনমি সংখ্লিট দেশি-বিদেশি ব্যক্তিবর্গ ও জাহাজের নিরাপত্তা নিশিতকল্পে নৌবাহিনীর কল্লাবধানে বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালিত হল্পে। এর অংশ হিসেবে বাংলাদেশ নৌবাহিনীর জাহাজ শাপলা কর্তৃক ও জন জলদপ্য আটক করতঃ আইনপ্রকাশ রক্ষাকারী বাহিনীর নিকট হস্তান্তর করা হয়।
- ৭। বাংলাদেশ ও ভারতের সমূলসীমার নির্ধারিত এলাকায় অবৈধভাবে মৎস্য আহরণ, চোরাচালান ও মানবপাচার, জলদস্যতা ও সন্তাসবাদ এবং মাদক পাচারসহ বিভিন্ন অপরাধমূলক কর্মকাভ নিরসনের লক্ষ্যে বাংলাদেশ ও ভারত নৌবাহিনীর যুক্তজাহাজ ও টহল বিমানের অংশগ্রহণে বঙ্গোপসাণরে যৌথ টহল Coordinated Patrol (CORPAT) কর্ম্ব হয়।
- বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক দ্বায়িতৃপ্রাপ্ত হয়ে নৌবাহিনী নেয়াখালীর হাতিয়া থানার ভাষাণাচর দ্বীপে
  বলপূর্বক বাস্তৃত্যুত মায়ানমারের নাগরিকদের জন্য অস্থায়ী আশ্রয়তুল নির্মাণের লক্ষ্যে আশ্রয়ন-৩
  প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে।

#### বাংলাদেশ বিমান বাহিনী

- ১। বাংলাদেশ বিমান বাহিনী লেশের যে কোন দুর্যোগময় মুহূর্ত মোকাবেলায় তার দৈনন্দিন কার্বক্রমের সাঝে বছরের ৩৬৫ দিনই বিমান বাহিনীর মূল ঘাঁটিসমূহে তিনটি হেলিকন্টার ২৪ ঘন্টা উদ্ধার ও অনুসদ্ধানের জন্য প্রস্তুত রাখে। প্রাকৃতিক বিলর্থয়ে বিপর্যন্ত যোগাযোগ ব্যবস্থায় যেখানে সভুক ও নৌ পথে পৌছানো দুছর, সে সব স্থানে প্রত্ততম সময়ে বিমানের মাধামে আর্ত-মানবতার সেবায় অংশগ্রহণ করে বাংলাদেশ বিমান বাহিনী। উল্লেখ্য, ভূমিকম্প পরবর্তী উদ্ধার কাজে ঢাকা শহরের ৯টি সেইরের মধ্যে ২টি ওরত্বপূর্ণ সেইরের নায়িত্ব বিমান বাহিনীর উপর ন্যন্তরয়েছে। দুর্ঘোগ মোকাবেলায় এবং প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে বিশেষ অবদানের ফলপ্রতিতে বিমান বাহিনী আজ জনগণের বিশ্বন্ত বদ্ধ।
- ২। পার্বত্য চট্টায়ামের দুর্গম পাহাড়ি অঞ্চলের শান্তি ও সন্প্রীতি রক্ষায় বাংলাদেশ সেনাবাহিনী, বিজিবিসহ অন্যান্য আইন শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর জন্য বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর হেলিকন্টারসমূহ নিয়মিত খাদ্য, রসদ ও জনবল পরিবহন ও মেতিকাল ইভাাকুয়েশনের কাজ পরিচালনা করে আসছে এবং সামরিক ও অসামরিক উর্পতিন কর্মকর্তাগণের পরিদর্শন কার্যক্রমে সহায়তা প্রদান সফলতার সাথে পালন করে আসতে।
- বাংলাদেশ বিমান বাহিনী পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রতান্ত এলাকায় জাতীয় ও স্থানীয় নির্বাচনকম্হে ভোট
  থহণ সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় লোকবল ও সরঞ্জামাদি পরিবহন করে সৃষ্ঠভাবে নির্বাচন পরিচালনায়
  নিয়মিতভাবে সহয়তা করে আসতে।
- ৪। দেশের দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলে অবস্থিত সামরিক ও অসামরিক স্থাপনাসমূহ এবং বিশেষ করে বাংলাদেশের সমূদ্রসীমার এক্সক্লুসিভ ইকোনমিক জ্যানের (Exclusive Economic Zone) আকাশসীমা সার্বন্ধণিক পর্যবেশণ, সমূদ্রসীমায় অবৈধ অনুপ্রবেশ, মৎস্য সম্পদ রক্ষা ও চোরাচালান বিরোধী নানাবিধ উদ্ধার অভিযানসহ যে কোন প্রয়োজনে বিমান বাহিনী, বাংলাদেশ নৌবাহিনীকে সহায়্যতা প্রদান করে আসতে।
- ৫। বাংলাদেশ বিমান বাহিনী pjpå pwœ²¿² আন্তর্জাতিক বিচার আদালতের বিচারকদের এবং বাংলাদেশ ও ভারত কর্তৃক নিযুক্ত আইনজীবিদের নিয়ে সমুক্শভীরে গিয়ে দীর্ঘসময় উভয়ন করে ভারত ও মিয়ানমারের সাথে সমুক্সীমা নির্বারণে বিশেষ অবদান রেখেছে-যা অন্য কোন মাখ্যমে সম্ভব জিলা।
- ৬। বিমান বাহিনী পরিচালিত ছয়টি বিএএফ শাহীন কলেজ এবং একটি ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল শিক্ষা প্রসারে ওরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন কাRz বাংলাদেশ বিমান বাহিনী পরিচালিত বিএএফ শাহীন স্কুল ও কলেজসমূহে বিমান বাহিনীর সদস্যদের সন্তান ছাড়াও স্থানীয় জনসাধারণের সন্তানরাও উন্নুত পরিবেশে শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ পাছে।
- ৭। ২০১৬ সালে বাংলাদেশ বিমান বাহিনী মেডিক্যাল এ্যাসিস্ট্যান্ট ট্রেনিং স্কুল প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে
  সামরিক ও অসামরিক প্রশিক্ষণার্থীদের জন্য ৪ বছর মেয়াদি মেডিক্যাল এ্যাসিস্ট্যান্ট ভিপ্রোমা
  কোর্স পরিচালনা করে আসছে যা নেশের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণে অবদান রাখছে।
- ৮। জাতীয় কর্মসূচির অংশ হিসেবে বাংলাদেশ বিমান বাহিনী প্রতিটি ঘাঁটি ও স্থাপনায় নানা জাতের ফলজ ও বনজ বৃক্ষের চারা রোপণের মাধ্যমে বৃক্ষরোপণ ও বনয়ানে ব্যাপক অবদান রেখে চলেছে।
- ৯। বাংলাদেশ বিমান বাহিনী মহিলা কল্যাণ সমিতি তাদের বিভিন্ন প্রকল্প থেকে অর্জিত অর্থে চিকিৎসা সেবা, অসহায় ও দুস্থদের জন্য আর্থিক অনুনান এবং তাদের স্বনির্ভর করতে বিভিন্ন উপকরণ প্রদান করে আসতে। বিমান বাহিনী মহিলা কল্যাণ সমিতি শিশুদের জন্য তাকায় দু"টি এবং চট্টথাম ও যশোরে একটি করে 'পোভেন ইপল নার্সারি' নামে প্রি-স্কুল পরিচালনা করে আসতে।
- ১০। ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধে ওরুতুপূর্ণ ভূমিকা পালন এবং স্বাধীনতান্ত্রের দেশ ও জাতির কল্যানে অসামান্য অবদানের মীকৃতিস্বরূপ বাংলাদেশ বিমান বাহিনী স্বাধীনতা পুরস্কার-২০১৭ অর্জন করে।



# বাংলা প্রবন্ধসমূহের সূচিপত্র

### মেরিটাইম স্ট্র্যাটেজি এবং জাতীয় স্বার্থ-প্রেক্ষিত বাংলাদেশ

কমডোর গৈরদ মিসবাহউদ্দিন আহমেদ, (সি), এনইউপি, এনডিসি, এএফডব্রিউসি, পিএসসি, বিএন



#### রাখাইনের নির্যাতিত জনগোষ্ঠী ও বিপন্ন মানবতা-বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর অবদান

লেফটেন্যান্ট কর্নেল মোহাম্মদ মাহবুব আলম শিকদার, এএফভব্লিউসি, পিএসসি



#### নেভাল এভিয়েশন গঠনে বিমান বাহিনীর ভূমিকা ও পারস্পরিক সহযোগিতার নতুন দিগন্ত

গ্রুপ ক্যান্টেন মোহাম্মদ সাইফুদ্দিন, পিএসসি, জিডি (পি)



সমসাময়িক পার্বত্য চট্টগ্রামে আপামর জনসাধারণের জীবনধারায় বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর সংশ্লিষ্টতা-দীর্ঘ ও বাস্তব অভিজ্ঞতায় নাতিদীর্ঘ বিন্যাস মেজর মোঃ মিজানুর রহমান, পিএসসি, জি



## অপ্রতিরোধ্য অগ্রযাত্রায় বাংলাদেশ এবং বাংলাদেশ সেনাবাহিনী

লেফটেন্যান্ট কর্নেল মোঃ খালিদ সায়ফুল্লাছ, পিএসসি



#### মুক্তিযুদ্ধপূর্ব ইতিহাস ও মুক্তিযুদ্ধের পটভূমি এ কে এম মহিউদ্দিন





## **Content of English Articles**





### মেরিটাইম স্ট্র্যাটেজি এবং জাতীয় স্বার্থ-প্রেক্ষিত বাংলাদেশ

কমডোর সৈয়াদ মিসবারউদ্ধিন আহমেদ, (সি), এনইউপি, এনডিসি, এএফডব্রিউসি, পিএসসি, বিএন

"তিনিই সমুদ্ৰকে অধীন করেছেন যাতে তোমরা তা হতে তাজা মৎস্যাহার করতে পার এবং যাতে তা হতে আহরণ করতে পার রদ্ধাবলী যা তোমরা ভ্ষণরূপে পরিধান কর এবং তোমরা দেখতে পাও, ওর বুক চিরে নৌযান চলাচল করে এবং উহা এ জন্য যে, তোমরা যেন তাঁর অনুমহ সন্ধান করতে পার এবং তোমরা যেন কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।" কুর'আনুল কারীম, সূরা নাহলঃ ১৪

#### ভূমিকা

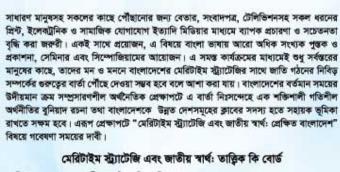
সুদীর্ঘ নর মাস বাধীনতা সঞ্জামের চরম ত্যাণ ও তিতীক্ষার পর ১৬ ডিসেঘর ১৯৭১ স্বাধীন জাতি হিসেবে বাঙালি আর দেশ হিসেবে বাংলাদেশের অন্তুদর ঘটে। পৃথিবীর ইতিহাসে চির অমর হয়ে থাকবে বাংলাদেশ সেনা, নৌ ও বিমান বাহিনী; রণান্সনে যারা যৌথ অপারেশন করে জন্ম নিরেছিল স্বাধীন মাতৃভূমির প্রিয় সশস্ত্র বাহিনী হিসেবে। পার্বত্য চট্টমামের সম্প্রীতি ও উন্নয়ন, বা কক্সবাজার-টেকনান্ধ মেরিন ড্রাইভ নির্মাণ অথবা রাজধানীর হাতিরঝিল প্রক্রেই, পথাসেতুর মেগা প্রজেক্টের ব্যবস্থাপনা, কপ্ল শিক্ষ প্রতিষ্ঠান যেমনঃ খুলনা শিপইয়ার্ড, নারায়ণগঞ্জ ডকইয়ার্ড কিবো চট্টমাম ড্রাইডক, বিএমটিএফ ইত্যাদির পুনরক্ষমিবন; এক কথায় জাতীয় স্বার্থ উন্নীত করণে বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনী স্বাধীনতা পরবর্তী সময় থেকে অদ্যাবধি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক অন্ধনে পেশাগত দক্ষতা, কারিগরি উৎকর্ষতা সর্বোপরি বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠা ইত্যাদিতে দেশ প্রেমের বিরল নঞ্জির হ্বাপনে উল্লেখযোগ্য অবদান অব্যাহত রেখেছে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কালোন্তীর্ণ নৌ চিন্তাবিদ এডমিরাল মাহান এর ঐতিহাসিকভাবে প্রতিষ্ঠিত একটা বাণী আছেঃ 'National Greatness is inextricably associated with the sea.' (Mahan, 1890, p.55,78 and 82). স্বাধীনভার পর পরই যদি আমরা জ্ঞাতি গঠনে-জাতীয় উন্নয়নে, জাতীয় স্বার্থ সংরক্ষণে দক্ষিণে ভাকাতাম (Look South Policy), আমাদের সাগর নির্ভর অর্থনীতির ব্যাপারে অধিকতর ফলপ্রসূ উল্যোগ এবং গবেষণা পরিচালনা করা যেত, তাহলে অনেকটা নিশ্চিত ভাবেই বলা যেত যে, উন্নয়নশীল থেকে উন্নত দেশ হবার জন্যে আমাদেরকে ২০২১ বা ২০২৪ সাল পর্যন্ত অপেন্দা করতে হবে না। একথা অনস্বীকার্য যে, বর্তমান সরকারের দ্বাদৃষ্টি ও ঐকান্তিক প্রচেষ্টা এবং তদপেন্দা উত্তম কূটনৈতিক সাঞ্চল্য আমাদেরকে 'সমুদ্র জরের মাধ্যমে' প্রায় আমাদের দেশের ৮১% (1,18,813 Sq KM) সমান আয়তনের সমুদ্র এলাকার সার্বভৌম অধিকার প্রদান করেছে (Dhaka Tribune, 2014)। এ অর্জনকে সঠিকভাবে কান্তে লাগিয়ে জ্লাতীয় উন্নয়নের (National Development) মাধ্যমে আমরা যদি স্বল্প সময়ে স্থায়ী সমৃদ্ধি (Sustainable Development) দ্বারা জ্ঞাতীয় স্বার্থ উন্নীত করতে চাই তবে একটি সুপরিকল্পিত ও সর্বাত্মক (Comprehensive) মেরিটাইম স্ট্র্যাটেজির কোন বিকল্প আপাতত নেই বলে দাবী করলে মনে হয় অন্তান্তিক করা হবে না।

বাংলাদেশের দারিত্র দূরীকরণ ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে 'সমুদ্র জরের' মাধ্যমে প্রাপ্ত এলাকায় সমুদ্র সম্পদের ক্রমবর্ধমান ভূমিকা এবং পাশাপাশি ভবিষ্যতে বনিজ সম্পদ প্রাপ্তির অনন্য সম্বাবনা বাংলাদেশের তাৎপর্বপূর্ণ মেরিটাইম প্রেক্ষাপটকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি জাতীয় বিষয় হিসেবে চিহ্নিত করে। কিন্তু এ বিষয়ে সঠিক ও সময়োপযোগী প্রচার-প্রচারণা ও প্রসারের অভাবে সাধারণ জনগণ, বুদ্ধিজীবী কিংবা দেশের উচ্চপর্যায়ে নীতি নির্ধারকদের কাছে জাতীয় উন্নয়নে সকলের অংশ প্রহণে (All Inclusive) প্রণীত কমপ্রিহেন্সিভ মেরিটাইম স্ট্র্যাটেজির গুরুত্ব অদ্যাবধি উল্লেখযোগ্য আবেদন সৃষ্টি করতে পারেনি। অতীব মূদ্যবান অত্যাবশ্যকীয় জাতীয় স্বার্থের এ বিষয়টির গুরুত্ব







# সংবিধানের আলোকে জাতীয় স্বার্থ, সমৃদ্ধি ও নিরাপতা।

জাতীয় স্বাৰ্থ বা National Interest শব্দটি ফ্ৰেক্ষ (French) 'Raison d'état' থেকে নেরা হয়েছে। যার গুরুত্বপূর্ণ গুড়ার্থ হল, একটি জাতির অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক স্বার্থ যা তাকে অজীষ্ট লক্ষ্য এবং গন্তব্যের দিকে পরিচালিত করে। জাতীয় স্বার্থের প্রাথমিক উদ্দেশ্য হলো জাতি হিসেবে টিকে থাকা (Survival) অথবা নিরাপত্তা (Security) নিশ্চিতকরণ। জাতীয় স্বার্থের দ্বিতীয় উদ্দেশ্য হলো, সম্পদ, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং ক্ষমতায়দের মাধ্যমে স্থায়ী সমৃদ্ধি অর্জনে সচেট থাকা। দ্বিতীয় উদ্দেশ্যের সাফল্য জাতীয় স্বার্থের প্রাথমিক উদ্দেশ্যকে শক্তিশালী করে বিধায় জাতীয় স্বার্থ হিসেবে 'স্থায়ী সমৃদ্ধি' (Sustainable Development) অর্জন যে কোনো জাতির নিঃখাস- প্রস্থাসের অক্সিজেন; মাথা উঁচু করে সোজা হয়ে দাঁড়ানোর মেরুদণ্ড সদৃশ। তবে জাতীয় স্বার্থ অম্বেষণে স্থায়ী সমৃদ্ধি অর্জনে ওরুতুপূর্ণ যে সকল উপাদানের দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে তা হলো: নিরাপতা, অর্থনীতি, বৈশ্বিক/আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি এবং মতবাদ। চিত্র ১ এর সরল মডেল বারা জাতীয় স্বার্থের অন্যতম বুঁটি 'ছায়ী সমৃদ্ধি' এর উৎসমূল সনাক্ত করণে এবং তৎপরবর্তীতে অন্যান্য প্রয়োজনীয় উপাদানসমূহের সাথে পারস্পরিক সম্পর্ককে সহজভাবে বিধৃত করা হয়েছে:

চিত্ৰ ১: জাৰ্বীয় স্বাৰ্থ (National Interest) স্থায়ী সমৃদ্ধি সৱল মডেল (দেখক কর্তৃক তৈরিকৃত)

STATE OF STREET

নিরাপস্তা। সংবিধানের ধারা ২৫ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী খীয় নিরাপন্তা তথা জাতির জনগণের, রাজনৈতিক সিস্টেমের, বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ ইত্যাদি নিরাপন্তার পাশাপাশি জাতি হিসেবে আন্তর্জাতিক শান্তি, নিরাপতা ও সংহতি উন্নয়নের নীতিমালা লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। চিন্তাকর্ষক বিষয় হলো: সফল কৃটনীতি ও আন্তর্জাতিক অঙ্গনে নিরাপত্তা সমূনত রাখার প্রধান হাতিয়ার হলো 'সশক্ত বাহিনী'; বাংলাদেশের ভু-রাজনৈতিক বাস্তবতার তিন দিক ভারত ও মিয়ানমার বেষ্টিত থাকায় ও একমাত্র বঙ্গোপসাগরের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক বিশ্বের সাথে সমুদ্র পথে যোগাযোগের সুযোগে এবং সমুদ্র সম্পদের আহরণের অপার সম্ভাবনা, বাংলাদেশের 'জাতীয় স্বার্থ' এর শীর্ষ তালিকায় 'মেরিটাইম স্ট্র্যাটেজি'কে উল্লেখ করা হলে তা হবে সময়োপযোগী ও সঠিক সিদ্ধান্ত।

ছারী সমৃতি। "Britain's seapower... lay not just in the navy or the battle fleet, but in the effective integration of her administration, political system, army, colonies and maritime economy towards the ends of the state." (Till, 1994, p.83) ব্রিটেনের ইতিহাস এবং নৌ শক্তি (Seapower) ওতপ্রোতভাবে জড়িত। কথিত আছে যে, ব্রিটেনের সামাজ্যে সূর্য কখনও অন্ত যেতো না। তা সম্ভব হয়েছিল, খীপ রাষ্ট্রটির সূচিন্তিত ও সুপরিকল্পিত নৌ শক্তি বৃদ্ধির (Naval Buildup) দারা অর্জিত স্থায়ী সমৃদ্ধি লাভের (Sustainable Development) মাধ্যমে যা আমরা উপরোক্ত উভির মধ্যে, রাষ্ট্রের অন্যান্য মুখ্য বিভাগের একট্রীকরণের (Integration) সাথে নৌ শক্তির সমন্বয় অর্জিত হয়েছিল বলে দেখতে পাই।

সঙ্কদৰ শতাব্দীতে লর্ড হ্যাভারশাম এর বিখ্যাত উণ্ডিটি বাংলাদেশের জাতীয় বার্ধ রক্ষায়, স্থায়ী সমৃদ্ধি লাভে আকাক্ষী আমাদের জন্য অনুপ্রেরণা হিসেবে কাজ করবে বঙ্গে আশা করা যায়:

"আমাদের নৌবাহিনী এবং ব্যবসা-বাণিজ্য উভয়ের সম্পর্ক এমন ওতপ্রোভভাবে জড়িত বা কোনভাবে আলাদা করা বাবে না; আমাদের ব্যবসা বাণিজ্য, একাধারে নৌবাহিনীর মা ও সেবিকাঃ আমাদের নাবিকণণ আমাদের নৌবাহিনীর জীবনীশক্তি আর আমাদের নৌবাহিনী আমাদের ব্যবসা-বাণিজ্যের রক্ষক ও নিরাপত্তা প্রবাহ কর্মক এবং উভরে (নৌবাহিনী ও ব্যবসা-বাণিজ্য) একত্রে বাংলাদেশের সম্পদ, শক্তি, নিরাপত্তা এবং গৌরব।" (Till, 2004, p.89)।

চিত্র-২ এর কম্প্রিহেনসিভ মেরিটাইম স্ট্র্যাটেজি এবং জাতীয় স্বার্থ (স্থায়ী সমৃদ্ধি) সম্পর্ক মডেল, জাতীয় স্বার্থ অর্জনের বিভিন্ন এ্যাকটর সনাজকরণ ও পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ধারণ বিশেষণে সহায়ক হবে বলে আশা করা যায়।

#### মেরিটাইম স্ট্রাটেজি

বিভিন্ন দেশ ও জাতির নৌ সমরবিদগণ মেরিটাইম স্ট্র্যাটেজিকে বিভিন্নভাবে সংজ্ঞায়িত করেছেন। ভারতীয় অফিসিয়াল ভকুমেন্টে মেরিটাইম স্ট্র্যাটেজিকে অবশ্য একটু অন্যভাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে:

'India's Maritime Strategy defines the country's role in the maritime area of its interest and outlines the national maritime objectives for clarity in execution of this role.' (India's Maritime Military Strategy, 2007, p.3).

অস্ট্রেলিয়ার সাবেক এক সেনাপ্রধানের 'The Foundation to Australia's national security is a Maritme Strategy.' প্রস্ন থাকতে পারে, অস্ট্রেলিয়া একটি দ্বীপ রাষ্ট্র এবং মহাদেশ; সূতরাং তাদের বিষয়টা আমাদের চেয়ে একটু আলাদা। তার উত্তরে বলা বায় ক্ষমতাশালী মুঘল সাম্রাজ্যের পতন, এমনকি ১৯৭১ সালে পাকিস্তানের পরাজয় মূলত 'মেরিটাইম স্ট্রাটেজি'কে অবজ্ঞা ও অবহেলা করার কারণে হয়েছিল। কারণ 'মেরিটাইম স্ট্রাটেজি' ভধুমাত্র 'নেভাল স্ট্রাটেজি' নয়, বরং যৌথ, আন্ত:এজেনি, আন্ত:দেশীয় বা আন্ত:কোয়ালিশন স্ট্র্যাটেজিও বটে। কোন দেশে সমৃদ্ধি অর্জনে প্রধান নিয়ামক হল 'কমপ্রিহেনসিভ মেরিটাইম স্ট্র্যাটেজি'। অধিকম্ভ নেপোলিয়ন বোনাপার্ট ও সোভিয়েত পতনের কারণসমূহের মাঝে তাদের ক্রটিপূর্ণ মেরিটাইম স্ট্র্যাটেজিকেও দায়ী করা যায়



(Till, 1994, p.39).। তবে ৰক্ষমান প্ৰবন্ধের জন্য নিৰ্বাচিত 'কমপ্রিহেন্সিত মেরিটাইম স্ট্র্যাটেজি বলতে এডমিরাল তাহিলিয়ানী'র '... total response of a nation to the ocean around it' এবং এডমিরাল মাহান এর কালোবীর্ল সংজ্ঞা দেখানে Strategic criteria যথা ends, ways এবং means সম্পর্কে আলোকপাত করা হরেছে এমনকি অন্যান্য মেরিটাইম ইতিহাসবেরাগণের আলোচনা থেকে 'Maritime Strategy vis-à-vis Nation Building' এর মুলনীতি (Spirit) হিসেবে গ্রহণ করা হরেছে (Heuser, 2010, p.202).

জাতীয় বার্থ ও মেরিটাইম স্ট্র্যাটেজি মডেল। একটি সরল মডেলের মাধ্যমে জাতীয় বার্থ ও মেরিটাইম স্ট্র্যাটেজির মধ্যকার সম্পর্ককে প্রকাশ করা যায়। বিভিন্ন দেশ মডেলটিকে বিভিন্ন আসিকে



প্রকাশ ও প্রচার করলেও মূল বিষয় আসলে অপরিবর্তিত থেকে যায়। জাতীয় স্বার্থ ও মেরিটাইম স্ট্রাটেজির মডেল উল্লেখ করা হলো।

#### বাংলাদেশ এবং ব্ল ইকোনমি



(দেবক কর্তৃক অনুবাদকৃত)

THE RESIDENCE OF THE PARTY OF T

ফলে বাংলাদেশের অন্তর্জাতিক ব্যবসা অধিক হারে বৃদ্ধি পাছে। কাঁচামাল, জনশক্তি ইত্যাদি এখন আর কোন দেশের একক সম্পন নয়। তবে এ সকল সম্পন আদান প্রদানের ক্ষেত্রে প্রয়োজন পরিকল্পিত যাতায়াত ব্যবস্থা। উন্নত দেশতলোতে দেখা যায় সমুদ্র কিতাবে একটি দেশের অর্থনীতির আমূল পরিকল্পিত যাতায়াত ব্যবস্থা। উন্নত দেশতলোতে দেখা যায় সমুদ্র কিতাবে একটি দেশের অর্থনীতির আমূল পরিবর্তন এনেছে। সমুদ্র আসলেই একটি দেশের জন্য সৃষ্টিকর্তা প্রদত্ত আশীর্বাদ স্বরূপ। সমুদ্র ব্যবহারের সুবিধা মাখায় রেখেই বিশ্বে ইউরোপিয়ন ইউনিয়ন, সাফটা, আশিয়ান ইত্যাদি বিভিন্ন ট্রেডব্রুক সৃষ্টি হয়েছে। সব ট্রেডব্রুকতলোর একটি গুরুত্বপূর্ণ শর্ত হচেছ এক দেশ অন্য দেশকে অর্থনৈতিক সুবিধার বিনিময়ে সমুদ্র ব্যবহার করতে দেবে। দেখা যায়, হল্যান্ড এবং পর্তুগাল সমুদ্র বন্দর ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনে সক্ষম হয়েছে। বাংলাদেশ ঠিক সে রকমই এক সুবিধাজনক অবস্থার রয়েছে। নেপাল, ভূটান ও ভারতের উত্তর পূর্ব 'সেতেন সিন্টার' যদি প্রয়োজনীয় কর প্রদানের বিনিময়ে বাংলাদেশের সমুদ্র বন্দর ব্যবহার করতে পারে তাহলেই তারা কম বরচে অধিক পণ্য সামন্ত্রী আমলানি-রজানি করতে পারবে। আর এতে করে বাংলাদেশের জনগণের নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে, যা বাংলাদেশের জিডিপিতে ওক্তপুর্প অবদান রাখবে বলে আশা করা যায়।

বঙ্গোপসাগর গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে। বিশ্বায়ণের

বাদিন্তা সংযোগ। বিশ্বায়নের এ যুগে আন্তর্জাতিক বাদিন্ত্যের প্রধান মাধ্যম হচ্ছে সমুদ্র বন্দর। বাংলাদেশের প্রধান দুই সমুদ্র বন্দর চট্টশ্রাম ও মংলা সমুদ্র বন্দর এবং দেশের অন্তন্তরীণ নৌপথ আন্ধানিক ও আন্তর্জাতিক বাদিন্ত্যের অর্থনৈতিক অপ্রগতির ক্লেফে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসহে। সম্পূর্ণভাবে স্থলপথ বেষ্টিত (Land Locked) দেশ নেপাল আন্তর্জাতিক বাদিন্ত্যের জন্য কার্যত ভারতের উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল। নেপাল ও বাংলাদেশের মধ্যকার বাদিন্ত্যিক সম্পর্ক অনেক প্রাচীন। চট্টশ্রাম ও মংলা বন্দরের মাধ্যমে বাদিন্ত্য পণ্য পরিবহণের ব্যাপারে ১৯৭৬ সালে দুশদেশের মধ্যে একটি চুক্তি স্বান্ধরিত হয়। উত্তরাঞ্চলের পঞ্চণভ জেলার বাংলাবান্ধা স্থল বন্দরের মাধ্যমে নেপালকে পণ্য পরিবহণের সুবিধা প্রদান করা হচ্ছে। একই ব্যাপার ভূটানের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হতে পারে। (সশস্ত্র বাহিনী দিবস জার্নাল ২০১০, পৃ.১১)।

ভারতের উত্তর পূর্বাঞ্চলের সাথে বাশিজ্য সংযোগ। ব্রিটিশ শাসন আমলে বাংলাদেশ (তংকালীন পূর্ব বাংলা) তারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যগুলোর জন্য সংযোগ সভুক ছিসেবে ব্যবহৃত হত। চইগ্রাম বন্দর ও অভ্যন্তরীণ নৌপথ ছিল তব্দ বাণিজ্যের প্রধানতম রুট। কিন্তু ১৯৬৫ সালে পাক-ভারত যুদ্ধের ফলে বাণিজ্য চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। পরবর্তীকালে ১৯৭২ সালে রুটটি পুনরায় চালু হয়। বাংলাদেশ ট্রানজিট সহায়তা না দিলে ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যগুলোর পণ্য প্রায় ১৬৪৫ কিলোমিটার ঘোরা (Detour) পথ পাড়ি দিয়ে কলকাতা পৌছারে। ভারতের মনিপুর ও মিজোরাম রাজ্য মূলত মূল ভূষও থেকে বিচ্ছিন্ন বাংলাদেশ সীমান্ত থেকে মাত্র ৪ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত আগরতলার সাথে কলকাতার কোন প্রত্যক্ষ রেল যোগাযোগ ব্যবস্থা নেই।

বাংলাদেশ-চীন বাশিচ্চ্য স্থযোগ। স্বাধীনতাভোর বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে চীন সব সময় সাহায্য করে আসছে এবং চীন বাংলাদেশের উন্নয়ন সহযোগী হিসেবে কাজ করে আসছে। বর্তমানে বাংলাদেশের আমদানির প্রায় ৯% চীন থেকে আসে। চীন বর্তমানে ভারত মহাসাগর, বিশেষত বঙ্গোপসাগরকে তার বাণিজ্যের ক্ষেত্র হিসেবে ব্যবহার করতে অপ্রহী। চীন বাংলাদেশের বন্দরের সাথে ইউনান প্রদেশের সংযোগের মাধ্যমে ভারতের বাজারের সাথে সংযুক্ত হওয়ার চেষ্টা করছে। (সশস্ত্র বাহিনী দিবস জার্নাল-২০১০, পৃ.১২)

আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে সমুদ্র বন্ধরের ভূমিকা। যে কোন রাষ্ট্রের এবং আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে সমুদ্র বন্ধরের ভূমিকা অপরিসীম। আমদানি-রস্তানি নির্ভরশীল বাংলাদেশের ভূ উন্নয়নে চট্টশ্রাম ও মোংলা সমুদ্র বন্দর উল্লেখযোগ্য অবদান রেখে চলেছে।

চট্টশ্রাম সমুদ্র বন্দর। চট্টশ্রাম আমাদের দেশের প্রধান সমুদ্র বন্দর। দেশের মোট আমদানি-রঙানির শতকরা ৯০ ভাগ এ বন্দর দিয়ে সম্পন্ন হয়। আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে চট্টশ্রাম বন্দরের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বন্দরকে কেন্দ্র করে বন্দর এলাকার আশেপাশে গড়ে ওঠা বিভিন্ন ধরনের শিল্প কারখানা ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন তুরান্বিত ও বেকার সমস্যা সমাধানে যথেষ্ট অবদান রাখছে। সামশ্রিকভাবে বহির্বাদিজ্যের প্রসার, বহির্বিশ্বে পরিচিতি ও অর্থনৈতিক অবকাঠামো উন্নয়নে এবং সার্বিকভাবে অর্থনীতিতে গতি সঞ্চারে চট্টশ্রাম বন্দরের ভূমিকা অন্যবীকার্য। চট্টশ্রাম বন্দরের সাথে চাকাসহ দেশের অন্যান্য অঞ্চলের হুল, রেল এমনকি জলপথের যোগাযোগ ব্যবস্থা তুলনামূলক ভাল হওয়ার অন্ত ব্যবহে মালামাল দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে পৌছানো সম্বব হচ্ছে।

মোংলা সমুদ্র বন্দর। মোংলা দেশের ছিতীয় বৃহত্তম সমুদ্র বন্দর। আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে মোংলা বন্দরের ভূমিকা চউপ্রাম বন্দরের মত না হলেও অত্যস্ত গুরুত্বপূর্ণ। মোংলা বন্দরের মাধ্যমে অর্জিত রাজস্ব দেশের উন্নয়নে প্রত্যক্ষ ভূমিকা রাখছে।

পাররা সমুদ্র বন্দর। পটুয়াখালীর কলাপাড়ার রামনাবাদ নদীর তীরে পায়রা সমুদ্র বন্দর নির্মাণ আরম্ভ হওয়ার পান্টে যাচ্ছে দক্ষিণ বালোর চিত্র। দেশের তৃতীয় সমুদ্র বন্দর পায়রা বন্দর নির্মাণকে থিরে হাজার হাজার কোটি টাকার বিনিয়োগ শুরু হওয়ার পান্টে যাচ্ছে উপকূলীয় মানুবের জীবন যাত্রা। এটা বর্তমান সরকারের উন্নয়ন পরিকল্পনার একটি অংশ। দেশের তৃতীয় পায়রা সমুদ্র বন্দর পূর্বমাত্রায় চালু হলে দক্ষিণ উপকূলের সাগরপাড়ের জনপদের অর্থনৈতিক জীবনকে শুধু পান্টাবে না বরং জাতীয় অর্থনীতিতে বিশেষ অবদান রাখবে বলে দৃত্ব বিশ্বাস রাখা যায়।

গজীর সমুদ্র বন্দর। ভ্-রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় বাংলাদেশের অবস্থান 
ডকতুপূর্ণ। মিয়ানমার ও ভারতের সঙ্গে সমুদ্রসীমা নিয়ে বিরোধ নিশ্পন্তির পর স্বভাবতই বঙ্গোপসাগর 
বিধৌত বাংলাদেশের ভ্-রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক গুরুতু বহুলাংশে বৃদ্ধি পেরেছে। সৃষ্টি হয়েছে 
অর্থনৈতিক উন্নয়নের বিপুল সম্ভাবনা। উল্লেখ করা যেতে পারে, বর্তমানে বাংলাদেশের বৈদেশিক 
বাশিজ্য প্রতিবছর গড়ে ও শতাংশের অধিক হারে বৃদ্ধি পাছে। অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতির সঙ্গে তাল 
মেলাতে স্বভাবতই আন্তর্জাতিক বাশিজ্য আরোও বৃদ্ধি পারে বলে আশা করা যায়। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ 
করা যেতে পারে যে, সনাতন ধারার সমুদ্রবন্দরগুলো বিকাশমান অর্থনীতির ভার বহনে যে আর সক্ষম 
হবে না, তা প্রতিবেশী দেশগুলো অনেক আগেই উপলব্ধি করে এবং ক্রমবর্ধমান ব্যবসা-বাশিজ্যের 
চাহিলা মেটানোর জন্য গভীর সমুদ্র বন্দর নির্মাণের উল্যোগ নেয়। ইতোমধ্যে পাকিস্তান, শ্রীলম্ভা ও 
মিয়ানমার গভীর সমুদ্র বন্দর নির্মাণ করেছে। ভারতও বঙ্গোপসাগরে গভীর সমুদ্র বন্দর নির্মাণের 
পরিকল্পনা করেছে বলে জানা যায়। অবশ্য এতে বাংলাদেশের গভীর সমুদ্র বন্দর নির্মাণের 
প্রয়োজনীয়তা বা গুরুত্ব কোনভাবেই কমবে না। ভৌগলিক অবস্থানগত কারণে বাংলাদেশের 
জলসীমায় বিশেষজ্ঞগণের 'নির্মারিত' স্থানে গভীর সমুদ্র বন্দর নির্মাণ ক্রমবর্ধমান আন্তর্জাতিক 
ব্যবসা-বাশিজ্যের চাহিলা পূরণে যে সুবিধা দেবে, অন্য কোন আক্ষলিক বন্দর ততটা করবে না বলে 
বিশেষজ্ঞদেরই ধারণা।





ত্র ইকোনমি-সম্ভাবনা। বিশেষজ্ঞদের মতে, ত্র ইকোনমি স্বচ্ছ, নিরাপদ, দীর্ঘস্থারী অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনে প্রথাগত এবং উদীয়মান উভয় খাতের অপার সম্ভাবনার ঘার উন্দুক্ত করেছে (Alam, 015,p.7)।

শিশিং এবং বন্দর। পৃথিবী ভূড়ে গড়ে প্রায় ৮০ ভাগ পণ্য সমুদ্র পথে বহন করে বিভিন্ন বন্দরে বালাস করা হয়। উন্নয়নশীল দেশের ক্ষেত্রে উক্ত হার আরও বেশী যেমন বাংলাদেশের ক্ষেত্রে সর্বসম্পতিক্রমে সমুদ্রপথে বহনযোগ্য পণ্যের পরিমাণ ৯০ ভাগেরও উপরে। প্রাঞ্চলিত কন্টেইনার ট্রাফিক ২০৩০ সালে বর্তমানের চেয়ে ৩ গুণ বৃদ্ধি পাবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। আকাশ বা স্থল পরিবহনের তুলনায় জাহাজের পণ্য পরিবহন সবদিক দিয়ে নিরাপদ এবং লাভজনক। (Alam, 2015. p.9)।

ষ্টিশারিজ। বিশ্ববাপী আহরিত আমিষের প্রায় ১৬% আসে মৎস্য সম্পদ থেকে। মৎস্য সম্পদ থেকে। উন্নয়নশীল লেশসমূহ প্রতিবছর প্রায় ২৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার আয় করে। খাদ্য নিরাপগুর পাশাপাশি মূল্যবান বৈদেশিক মূল্য অর্জনে মৎস্য খাত উপযুক্ত অবদান রাখতে পারে (Alam, 2015, p. 10)। আক্রোরা কালচার। গোটা বিশ্বে সর্বাধিক সম্প্রসারণশীল খাদ্য সেইর হল আ্যাকোয়া কালচার। বর্তমানে প্রায় ৪৭% মানুষের খাবারের চাহিলা এ সেইর থেকে মেটানো হচ্ছে। ১৯৬০ সাল থেকে ২০০৯ সাল পর্যন্ত হিসাবে এ সেইর প্রায় ২৭ থেকে ৩১৮ মিলিয়ন টন পর্যন্ত আমিষের যোগান দিয়েছে। অ্যাকোয়া কালচার ব্লু ইকোনমির ক্ষেত্রে বেকারত দুরীকরণে এবং খাদ্যে শ্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনে মূল্যবান অবদান রাখতে সক্ষম হবে যদি এ খাতটিকে সঠিকভাবে ব্যবস্থাপনা করা যায় (Alam, 2015, p. 3)।

টুরিক্স। বর্তমান সময়ে উপক্লীয় ও মেরিন টুরিজম একটি উল্লেখযোগ্য লাভজনক ব্রু ইকোনমির খাত। বিশেষতঃ উন্নয়নশীল ও খল্লোন্নত দেশে এ খাতটি ক্রমাখ্যে নিজের স্থান করে নিচ্ছে। এ খাতকে অধিকতর আকর্ষণীয় ও লাভজনক করার জন্যে সংশ্লিষ্ট মানব সম্পদের প্রশিক্ষণ এবং অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা বিশেষত নিরাপত্তা বৃদ্ধির বিষয়টি সজাগভাবে পরিচালিত করা প্রয়োজন (Alam, 2015, p.4)।

ক্কালানী। সমুদ্র ও মহাসমুদ্র নির্ভর এনার্জি বা ক্কালানী সম্পদ ২০২৫ সালে ৩৪% এ উন্নীত হবে বলে আশা করা যায়। আধুনিক প্রযুক্তির ক্রমাগত উন্নতির কারণে গভীর সমুদ্রেও তেল ও গ্যাসের উর্ভোলন সহজ ও সাপ্রায়ী করে তুলছে। সমুদ্র তলদেশ থেকে হাইদ্রোকার্বন উল্ভোলন কোন নতুন খবর না হলেও সমুদ্র থেকে Renewable ক্কালানীর ব্যবস্থা অধিকতর জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। বিশেষত wind, waves, tidal, biomass, thermal conversion এবং salinity gradients. তন্মধ্যে Wind Energy ইন্ডান্টির বর্তমানে সবচেয়ে উন্নত সামুদ্রিক ক্লালানী সোর্স। ক্লালানী সম্পদ বৃদ্ধি ও জাতীয় আর-উন্নতি একই সূত্রে গাঁখা। এ খাতের উন্নতির সাথে জাতি গঠন ওতপ্রোতভাবে জতিত। বাংলাদেশে এ খাতের যারা হাঁটি হাঁটি পা করে তব্দ হয়েছে। অদূর ভবিষ্যতে এ খাতকে আরও শক্তিশালী করা গেলে তা আমাদের জন্য অর্থনৈতিক সাফল্য নিয়ে আসবে তা জোর দিয়ে বলা যায় (Alam, 2015, p.4)।

বারোটেকনোলজি। সমুদ্র সম্পদ বলতে আমরা প্রধানত 'মাছ' ই বুঝি। তবে প্রযুক্তিগত উৎকর্ষ অর্জনের প্রক্রিয়ায়, জনসংখ্যা বৃদ্ধি এবং ভূমি খেকে আহরণযোগ্য সম্পদের নিরশেষিত হওয়া মানব সভ্যতাকে বারোটেকনোলজি খাতের দিকে উৎসাহিত করেছে। আশা করা যায় যে, অতিদ্রুত বর্ণিত খাতটি আন্তর্জাতিক বাজারে ঔষধ, কসমেটিকস্ ইত্যাদির কেন্দ্রবিপ্রতে পরিণত হবে। হয়ত আগামী দুই বা তিন দশকের মধ্যে বারোটেকনোলজি 'ব্রু বারোটেকনোলজি'তে রূপান্তরিত হরে মানবতার সেবার বড় ধরনের অবদান রাখবে (Alam, 2015, p.4)।

গভীর সমুদ্র মাইনিং। সমুদ্রের উপরিভাগে জাহাজ চলাচল, মধ্যভাগ তথা পানিতে মংস্য ও অন্যান্য প্রাণীজ এবং তেখজ উপাদান আহরণ, সমুদ্র তলদেশে (Sea bed) খননের মাধ্যমে তেল ও গ্যাস উল্লোচন ইত্যাদিতে বর্তমান মানব সভ্যতা থেমে নেই। বর্তমান লক্ষ্য হল; এমনকি উন্নয়নদীল ও খল্লোন্নত দেশসমূহের, গভীর সমুদ্রের তলদেশের গভীরেও খনন বা মাইনিং করে Polymetallic Modules, Cobalt Crusts, এবং Sulphur বাণিজ্যিকভাবে উল্লোচন করা যায়। এ খনিজ ও খাতব পদার্থসমূহ, 'renewable energy' এবং Information and Communication Technology তে ব্যবহৃত বিভিন্ন উপাদানে কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহার করা যাবে। সমুদ্র বিশারদগণের ধারণা যে, আগামী ১৫-২০ বছরে পৃথিবীর প্রয়োজনীয় খনিজ পদার্থ যেমন: Cobalt, Copper, এবং Zinc এর প্রায় ১০% সমুদ্র তলদেশ থেকে উদ্রোলন সম্ভব। এ খাত বিকাশ লাভ করলে ব্র ইকোনমির ক্ষেত্রে বিপ্লব সাধিত হয়ে আরও একটি নতুন দ্বার উন্মুক্ত হবে বলে আশা করা যায় (Alam, 2015, p.5)। গভার্নেল। অর্থনৈতিক উন্নতি অর্জনে সমুদ্র নির্ভর কোন জাতি সমুদ্রকে অবহেলা বা অবজ্ঞা করে খীয় উন্লতির দিকে এগিয়ে যেতে পারে না। ব্লু ইকোনমিকে অনিন্দ্য সুন্দর মুক্তোর মালার সাথে তুলনা করা যেতে পারে। মালাটির একেকটি মুক্তা আলাদা আলাদাভাবেও অত্যন্ত মূল্যবান। যেমন: শিপিং, বন্দর, ফিশারিজ, অ্যাকোরা কালচার, মেরিন ট্রারিজম, সমূদ্র নির্ভর জ্বালানী, বারোটেকনোলজি, মাইনিং ইত্যাদি ব্লু ইকোনমির একেকটি মুক্তো। তবে যে সূতা, এ প্রত্যেকটি মুক্তোকে সুন্দর ও সঠিকভাবে এখিত করবে তা হল 'গভার্নেল'। গভার্নেল বলতে আমরা এ ক্ষেত্রে পুরোপরি না হলেও ব্র ইকোনমির দক্ষযজ্ঞের সুশৃংখল নিয়ন্ত্রণ বা পরিচালনা বুঝি। ITLOS (International Tribunal for Law of the Sea) 4R PCA (Permanent Commission for Arbitration) রায়কৃত সমুদ্র জয় আমাদের তুলনামূলক বিশাল সমুদ্র এলাকার উপকূল (Coastal Area), একান্ত অর্থনৈতিক এলাকা (Exclusive Economic Zone) এমনকি মহীদোপান (Continental Shelf) পর্যন্ত UNCLOS এ বিধিবদ্ধ আইন অনুয়ায়ী অর্থনৈতিক কর্মকাঙ সূচাক্ররূপে পরিচালনার্থে গভার্নেন্দ এর কোন বিকল্প নেই বলেই প্রতীয়মান হয়। (Alam, 2015, p.5)। চিত্র ৪:এ ব্র ইকোনমি সরল মডেলে বিষয়টিকে চিত্রিত করার চেষ্টা করা হয়েছে।



চিত্র ৪ : গভার্নেদ প্রভাবিত ব্রু ইকোনমি সরল মডেল

#### প্রযুক্তির হৈত ব্যবহার ঃ নৌ শক্তির উন্নয়ন ও জাতীয় স্বার্থ

প্রস্তাবনা। মেরিটাইম বা নেভাগ টেকনোগজি সংগত কারণে অত্যন্ত ব্যরবহুল। তবে একই টেকনোগজির ব্যবহারে দ্বিমুখী লাভ তথা মেরিটাইম/নৌ শক্তির উন্নয়ন এবং জাতির গঠন উভর অঙ্গনে সমৃদ্ধি অর্জন করা গেলে তা হতে পারে সাধারণ জনগণের কল্যাণের সোপান। এতে করে সরকারি কোষাগারের বরচ আপাতসূচিতে ব্যরবহুল হলেও যুক্তিসংগত কারণে গ্রহণীয় হবে। বাংলাদেশে এরপ প্রযুক্তির হৈত ব্যবহার দেশটির বর্তমান আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাগটে অত্যন্ত যুগোপযোগী পদক্ষেপ বলে প্রতীয়মান হয়।

প্রযুক্তি ও দৌ ক্টনীতি (Technology and Naval Dioplomacy). বাংলাদেশের জন্য কৌশলগত ও ক্টনৈতিক উভয় ক্ষেত্রে সাঞ্চল্যের নিমিত্তে প্রচলিত ধ্যান-ধারণা থেকে বের হয়ে বাজের বাইরে (Out of the box) চৌকস কিছু করতে হবে। বাংলাদেশ দৌবাহিনী জাহাজের মাখ্যমে প্রতিবেশী বজুপ্রতীম রাষ্ট্রসমূহকে 'ফ্লাগ' দেখানো স্বাভাও প্রযুক্তি ও দৌ ক্টনীতির মাখ্যমে 'in all four dimension' এ আমাদের সপৌরব রাষ্ট্রীয় উপস্থিতি নিশ্চিত করতে হবে। আমাদের জাতি গঠনের মূল চাবি বা মন্ত্র হতে হবে: 'How to achieve more with less'- কিতাবে স্বন্ধ ব্যয়ে অধিক অর্জন সম্বত্তর





নৌ শক্তি বৃদ্ধির সূচিন্তিত উপায়। বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক প্রেকাপটে আমাদের নৌ শন্তির বিকাশ দেশের অর্থনীতির সাবে তথু সংগতিপূর্ণ হলেই চলবে না; অর্থনীতির সার্বিক গতি সঞ্জারে প্রয়োজনীয় ভূমিকাও রাখতে হবে। বাংলাদেশ তথা নৌবাহিনীর একুশ শতকের চ্যালেঞ্চ মোকাবেলার আমরা শ্বরুপ রাখতে পারি এ আন্ত বাকাটি 'often old or discarded technology can be very useful if adopted innovatively'। আমরা এ ব্যাপারে আন্তঃমন্ত্রপালর, আন্তঃসংস্থা সহযোগিতা বৃদ্ধি করে তা আন্তঃরান্ত্রীয় পর্যায়ে উন্নীত করতে পারি। এতদ্বাতীত, স্থানীয় শিল্প কারখানা, শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানসমূহকে Dual Purpose টেকনোলজি ব্যবহারে এবং গবেষণায় উৎসাহিত করতে পারি।

নৌ শক্তির প্রয়োজনীয়তা। এক কথার বলা যার 'The purpose of seapower like all military power is furthering of national interest.' অর্থাৎ জাতীয় স্বার্থ সিদ্ধির লক্ষ্যে বা স্থায়ী সমৃদ্ধি অর্জনে অবদান রাখতে নৌ শক্তি বৃদ্ধি আমাদের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজন। আমাদের উপকৃলীয় অঞ্চল থেকে গভীর সমুদ্র পর্যন্ত জাতীয় স্বার্থের নিরাপত্তা এবং অর্থনৈতিক কার্যক্রম পেশাগত দক্ষতার সাথে নিশ্চিত করার জন্য প্রতিরক্ষার ক্ষমতারন, সক্ষমতার বহিঃপ্রকাশ এমনকি সম্ভাব্য শক্ত আক্রমণের মুখে প্রতিরক্ষার্থে আক্রমণের যোগাতা অর্জন করা ছাড়া গতান্তর নেই।

নৌ প্রতিরক্ষার ক্ষমতারন। একান্ত অর্থনৈতিক এলাকার (EEZ) তথুমাত্র অর্থনৈতিক কর্মকান্ত পরিচালনা হবে না। EEZ এলাকাটা হবে আমাদের Second line of defence, সামূদ্রিক এলাকার নিরক্সুশ নিরম্ভেণ আমাদের মার্চেন্ট শিপিং এর উন্নয়নের জন্যন্ত ভরুতুপূর্ণ। আমাদের উপকৃলবর্তী এলাকাকে ক্রান্তিকালীন সময়ে শক্রকে 'Deny' করার ক্ষমতান্ত অর্জন করতে হবে।

নৌ সক্ষমতার প্রকাশ। জাতিসংঘ শান্তিরকা মিশনে পেবাননে গত প্রায় এক দশকের মতো সময় ধরে নিয়োজিত দৃটি যুদ্ধজাহাজ আমাদের নৌ শক্তি তথা বাংলাদেশের নৌ সক্ষমতা প্রকাশের উত্তম উদাহরণ। এতহাতীত, বিভিন্ন আঞ্চলিক মহড়া বথা MILAN, FEROCIOUS FALCON, LIMA, AMAN ইত্যাদিতে আমাদের নৌবাহিনীর জাহাজসমূহের নিয়মিত অংশগ্রহণ বন্ধু প্রতিম রাষ্ট্রের জন্যে বরে নিয়ে যায় ওড়েছা ও শান্তির বার্তা এবং সম্ভাব্য শক্ষদেরকে করে কঠোর হুশিয়ার।

নৌ আক্রমণের যোগ্যতা। নৌ শক্তি; গ্রন্থতি, প্রতিরক্ষা এমনকি সক্ষমতা অর্জন কিংবা প্রকাশের পর (Preparedness, Defence, Power Projection) আক্রমণের যোগ্যতা (Offence or Strike Capability) অর্জন না করতে পারলে জাতির স্বাধীনতা-সার্বভৌমতু রক্ষার আসল প্রয়োজনে কোন কাজে আসবে না। সুতরাং আমদের সূচিস্তিত উপায়ে নৌশক্তি বৃদ্ধিতে এমন আরোজন রাখতে হবে যাতে করে জাতি গঠনে সরাসবি অবদান রাখা যায়।

জাতীর শার্থ সংরক্ষণ। ঐতিহাসিকভাবে, নৌ প্রজেক্টসমূহ অত্যন্ত ব্যয়বহুল ইংরেজিতে যাকে বলে Gargantuan. এ ধরনের প্রজেক্টসমূহ সীমিত জাতীয় সম্পদের একটা বড় জংশের যোগান দেয়া ছাড়া বান্তবায়ন প্রায় অসম্ভব। সূতরাং এসব প্রজেক্ট থেকে জাতীয় শার্থ সংরক্ষণ তথা জনকল্যাণ সাধিত না হলে তা অগ্রহণযোগ্য এবং অজনপ্রিয় হরে যার। সূতরাং এসব প্রজেক্টসমূহে, জনসাধারণের কর্মসংস্থান, সংশিষ্ট শিল্পকারখানা, স্থাপনার উৎপত্তি, বৈদেশিক মুদ্রার সাধার এমনকি রক্তানির মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রার আরের পর্য ও পর্যা প্রসাম করা সময়ের দাবি। সংবিধানের ধারা ২৫ এ বর্গিত জাতীয় নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হলে দেশের জনগণের 'Well Being' নিশ্চিত করা অত্যন্ত প্রয়োজন। দেশের সাধারণ জনগণ ভাল থাকলে, শান্তিতে থাকলে, সমৃদ্ধি অর্জন করলে তা সার্বজনীনভাবে অন্যান্য জাতীয় বার্থের সংরক্ষণে প্রত্যক্ষ প্রভাব বিদ্ধার করবে বলে আশা করা যায়। এমতাবস্থায় মেরিটাইম স্ট্রাটেজি হতে পারে বাংলাদেশের জাতীয় বার্থ রক্ষার অন্যতম হাতিয়ার।

আতি গঠন-বাড়তি পাওনা। প্রযুক্তির খৈত ব্যবহার, জাতিগঠনে ও নৌ শক্তির উন্নয়নে অতিরিক্ত যে সব উপকার পাওয়া যাবে তা হলো সুশীল সমাজের এবং সংশ্লিষ্ট নৌ বিশারদ, ইঞ্জিনিয়ার শিল্পতিগণের অন্তর্ভুক্তি, বিশ্ববিদ্যালয়, জ্বাগানী ইভান্মি, জাহাজ নির্মাণ শিল্প ও জাহাজ ভাঙ্গা শিল্পের, বন্দরের, তথ্য প্রযুক্তি, বেসরকারি সংস্থা (NGO) ইত্যালি অন্যান্য অনেক ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের সম্পূক্ততা ও অংশ্বাহণে অর্জিত সাকল্য জাতীয় অর্থনীতিতে অত্যন্ত বড় মাপের এবং প্রত্যক্ষ অবদান রাখতে পারবে।

#### উপসংহার

বাংলাদেশ নদীমাতৃক এবং অবশ্যই বর্তমান শ্রেক্ষিতে সমুদ্র মাতৃকও বটে। দেশের অভ্যন্তরীদ নদী পর্যই ওধু নয়, এর রয়েছে উপকৃল থেকে ২০০ কিলোমিটার বিতৃত একান্ত অর্থনৈতিক এলাকা। অধিকন্ত সমুদ্র এলাকা চিহ্নিত হওয়ায় গোটা এলাকা সাময়িকভাবে আমাদের মূল ছলভাগের রায় সমান। এ এলাকা তৈল, গ্যাসসহ অজানা অনেক প্রাকৃতিক সম্পদে ভরপুর। তাই একান্ত অর্থনৈতিক এলাকা এবং ক্ষেত্র বিশেষে মহীসোপান এর মধ্যে সকল প্রকার অর্থনৈতিক কর্মকাত্তর একচছত্র অধিকার বাংলাদেশের। বিশ্বায়নের ফলে রাষ্ট্রসমূহের পরশ্বের নির্ভরশীলতা কৃত্তি পাওয়ায় আমাদানি-রন্তানি বায় বাভাবিকভাবেই নৌ পথে অন্যান্য দৃটি মাধ্যম (যেমন-ছল ও আকাশ পর্য) থেকে তুলনামূলকভাবে অনেক সন্তা। ফলে, পণ্য পরিবহণে দেশি ও বিদেশি উৎলাদনকারীরা নদী ও সমুদ্র পথকেই বেছে নিয়ছে।

মানব সভ্যতার ইতিহাস পর্বালোচনা করলে প্রতীয়মান হয় যে, মানুযের সমুদ্রে গমন, বিচরণ ও আধিপত্য বিভারের স্পৃহা আদিম যুগ থেকেই প্রচলিত। যে জাতি সমুদ্রে যত বেশি আধিপত্য ছাপনে সক্ষম হয়েছে সে জাতি তত শক্তিশালী ও উন্নত হিসেবে পৃথিবীর বুকে স্থান করে নিয়েছে। সময়ের বিবর্তনে আজ একবিংশ শতান্দিতেও মানুষের সমুদ্র জয়ের সে প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। নিত্য নতুন প্রতুজি ব্যবহারের মাখ্যমে এটি একটি নতুন পরিসর ধারণ করেছে। স্থাভাগে সম্পদের সীমাবদ্ধতার কারণে সমুদ্র উপকূলবর্তী দেশগুলো সমুদ্র সম্পদ আহরণের প্রতি পূর্বের যে কোন সময়ের তুলনায় খুব বেশি পরিমাণ ঝুঁকে পড়েছে। এ প্রেক্ষিতে সমুদ্র আধিপত্য রক্ষা তথা সুষ্ঠ পরিবেশে জাতীয় সম্পদ আহরণে প্রায় প্রতিটি দেশে জাতীয় নীতির প্রধান কৌশল হিসেবে 'কমপ্রিহেনসিত মেরিটাইম ইট্রাটেন্ডি' হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। সমুদ্রে সুশৃক্তালা রক্ষা এবং নিরাপদ পরিবেশে বজায় রেখে জাতীয় বার্থ সিদ্ধির তথা স্থায়ী সমৃদ্ধি লাভের বিষয়টি তাই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এমন পরিস্থিতিতে সমুদ্র এলাকায় আইন-শৃক্তালা রক্ষাকারী বাহিনীর অবস্থান শক্তিশালীকরণের জন্য বিশ্বের সকল রাব্রের প্রচেষ্টা পূর্বের যে কোন সময়ের তুলায় ব্যাপক। বাংলাদেশও এর ব্যতিক্রম নয়; আমাদের দেশে সরকার এবং নৌবাহিনীর নেভূত্বে এ সংক্রান্ত উদ্যোগ তথু ব্রিমান্ত্রিক নৌ শক্তি অর্জনে সীমাবদ্ধ নয়। বরং জাতি গঠনে, জাতীয় উন্নয়নে ও স্থায়ী সমৃদ্ধি অর্জনের পথে সুপরিকল্পিত মাইলফলক।

ব্র ইকোনমি থেকে জাতিকে উপকৃত হতে হলে তা হতে হবে একটি সুচিন্তিত ও সুপরিকন্তিত কম্প্রিহেনসিভ মেরিটাইম স্ট্যাটেন্ডি' প্রণয়ন এবং বান্তবায়নের মাধ্যমে, যেখানে ব্র ইকোনমি এবং দৈত প্রযুক্তি ব্যবহার হতে পারে প্রধান নিয়ামক। ব্র ইকোনমির কার্যক্রম ও হৈত প্রযুক্তির ব্যবহারে অর্জিত হতে পারে স্থায়ী সমৃদ্ধি। দীর্ঘস্থায়ী জাতীয় সমৃদ্ধি অর্জনে চিত্র ৫ এ বর্ণিত তিন ধাপ কর্ম কৌশল অবলখন হতে পারে বাংলাদেশের বিশ্ব দরবারে উন্নত ও গৌরবাধিত জাতি হিসেবে আত্মপ্রকাশের অন্যতম প্রধান উপায়।



চিত্র ৫ : দীর্ঘস্থায়ী সমৃদ্ধি অর্জনে তিন ধাপ স্ট্র্যাটেজি

মেরিটাইম স্ট্র্যাটেজি বাংলাদেশের জাতীয় খার্থের প্রাথমিক উদ্দেশ্যসমূহকে শক্তিশালী করতঃ ছায়ী উন্নয়ন অর্জনের দিতীয় লক্ষ্যকে সুগম করতে পারলে সংবিধানে সংজ্ঞায়িত জাতীয় খার্থ সূচাক্ষরূপে সংরক্ষিত হবে বলে আশা করা যায়। সাধারণ জনগণের ভাগ্যন্লোয়নে মেরিটাইম স্ট্র্যাটেজির সফল প্রয়োগ, ধাপে ধাপে আমাদের প্রিয় মাতৃত্মিকে এনে দিতে পারে অতি কাজ্ঞিত দীর্থছায়ী শান্তি, সমৃদ্ধি, নিরাপন্তা এবং গৌরব।







#### তথ্যসূত্র

- Alam, R Adm Mohammad Khurshed, Bangladesh's Maritime Challenges in the 21st Century, Pathak Samabesh, Dhaka, 2004.
- Alam, R Adm Mohammad Khurshed, Ocean/Blue Economy for Bangladehs, Secretary, MAU, MOFA. Paper Presented to NDC in 2015.
- Australian Maritime Doctrine, 2010
- Bangladesh-Bhutan Bilateral Trade Statistice, www.dhakachamber.com [Accessed on 10 Jun 2018]
- e. Defence Journal, June, 2008.
- 6. Dhaka Tribune, 08 July 2014 [Accessed on 27 May 2018]
- Heuser Beatrice, The Evolution of Strategy: Thinking War from Antiquity to the Present, Cambridge University Press, 2010.
- Holms, James R, Elements of US Maritime Strategy, the diplomat.com.
   [Accessed on 27 May 2018].
- India's Maritime Military strategy, 2007.
- 30. Indian Maritime Doctrine, 2004.
- Liotta, P.H. Still Worth Dying For: National Interest and the Nature of stratgey, Prof@www.usnwc,edu [Accessed on 11 June 2018]
- ১২. Mahan, A.T (1890) The Influence of Sea Power Upon History, 1660-1783, Emereo Publishing
- 50. Maritime Doctrine of Bangladesh, 2012.
- 58. Mujibur, M. R (2002) evsjv Zvdmxi KziOAvbyj Kvixg, 'viæm mvjvg|
- Shaikh Naim M, Maritime Strategy and Nation Builiding Technology, Defence Journal 2008.
- ኦ৬, Sakhuja, Vijay, Asian Maritime Power in the 21st century: Strategic Transactions China, India and Southeast Asia, Institute of Southeast Asian Studies Singapore, 2011.
- Till, Geoffrey, Sea Power Theory and Practice, FRANK CASS & CO LTD, Portland, March 1994.
- >b. Till, Geoffrey, Sea Power a Guide for the Twenty-First Century FRANK CASS & CO. LTD, Simultaneously published in USA and CANADA, 2004.
- كلا. The Constitution of the People's Republic of the Bangladesh, 2011.
- ২০. সশস্ত্র বাহিনী দিবস জার্নাল-২০০৭।
- ২১. সশস্ত্র বাহিনী দিবস জার্নাল-২০১০।
- ২২, সশস্ত্র বাহিনী দিবস জার্নাল-২০১২।
- ২৩. বাংলাদেশ নৌবাহিনী বার্ষিকী নাবিক-২০০৯।
- ২৪. বাংলাদেশ নৌবাহিনী বার্ষিকী নাবিক-২০১০।
- ২৫. বাংলাদেশ নৌবাহিনী বার্ষিকী নাবিক-২০১১।
- ২৬. নৌপরিক্রমা এপ্রিল-জুন-২০১১।





# রাখাইনের নির্যাতিত জনগোষ্ঠী ও বিপন্ন মানবতা - বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর অবদান

লেঃ কর্নেল মোহাম্মদ মাহবুব আলম শিকদার, এএফডব্লিউসি, পিএসসি

# ভূমিকা

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সর্ববৃহৎ রাষ্ট্র বার্মা বা মিয়ানমারের একটি রাজ্য আরাকান যার বর্তমান নাম রাখাইন রাজ্য। এই রাখাইন/আরাকান রাজ্যের উত্তরে চীন ও ভারত, দক্ষিণ ও পন্চিমে বঙ্গোপসাগর, উত্তর ও পন্চিমে বাংলাদেশ অবস্থিত। আরাকানের জনসংখ্যার একটি বড় অংশ ইসলাম ধর্মের অনুসারি; এলের মধ্যে রোহিঙ্গারা বৃহত্তম মুসলিম জনগোষ্ঠী। খ্রীস্টপূর্ব ২৬৬৬ অব্দ থেকে ১৭৮৪ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত আরাকান একটি স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত ছিল। ১৭৮৪ সালে বর্মারাজ বোদাপায়া সশস্ত্র আক্রমণের মাধ্যমে আরাকানের শেষ স্বাধীন রাজাকে পরাজিত করে আরাকানকে বার্মার অন্তর্ভুক্ত করার পর থেকে অদ্যাবধি আরাকান সেখানকার প্রদেশ হিসেবে পরিগণিত হয়ে আসছে। রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর উপর নির্যাতন কর হয় ১৭৮৪ শলে যা আক্ষন্ত চলমান। শত শত বহর ধরে আরাকানে বসারাস করেও রোহিঙ্গারা এখন সেদেশের নাগরিক হিসেবে স্বীকৃত নয়। বর্তমানে তারা নিজ দেশে ও পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে নাগরিকতৃহীন, নাগরিক অধিকারবিহীন উদ্বান্ধ জীবন যাগনে বায়া হছে। যদিও আরাকানের মুসলিম সংস্কৃতি ও ইতিহাস ঐতিহ্যের ধারক-বাহক হিসেবে রোহিঙ্গাদের ভূমিকাই ছিল মুখ্য। অথচ ১৯৮২ সালে মিয়ানমার সরকার আইন করে রোহিঙ্গাদের নাগরিকতৃ বাতিল করে জাতীয় পরিচয়পত্র কেন্ডে নিয়েছে এবং পর্যায়ক্রমে তাদেরকে দেশ থেকে বিতাভ্তিত করেছে।

# রোহিঙ্গাদের সংক্রিপ্ত ইতিহাস ও বর্তমান বাস্তবতা

আরাকানে রোহিঙ্গাদের অবস্থান সম্পর্কে বিশিষ্ট ভূগোলবিদ Dr. Francis Buchanan ১৭৯৯ 
সালে তার লেখা 'বার্মিজ অ্যাম্পায়ার' বইরে উল্লোখ করেছেন, 'আরাকানে দীর্ঘকাল ধরে মুসলমানরা 
বসবাস করে আসছে এবং তারা নিজেদেরকে রোহিঙ্গা বা আরাকানের অধিবাসী বলে মনে করে।' 
তারতের নোবেল বিজয়ী অমর্ত্যাসেন বলেন, The Rohingya did not come to Burma: But 
Burma came to Rohingya, অধিকাংশ ইতিহাসবিদরাই মনে করে যে, রোহিঙ্গারাই আরাকানের 
ছারী অধিবাসী। রোহিঙ্গারা আরাকানের মুলধারার সূলী মুসলিম। রোহিঙ্গারাই আরাকানের বসতি 
ছাপনকারী প্রথম দিকের আরব মুসলিম নাবিক ও ব্যবসায়ী সম্প্রদায়। এরা আরব ব্যবসায়ী হিসেবে 
আগমন করলেও তাদের বসতি ছাপনা প্রায় ১৩০০ বছর পূর্বের। রোহিঙ্গারা আকিয়াব (বর্তমানে 
দিটিওয়ে), মন্থে, বৃচিঙৎ, পাণ্ডরকিল্লা, পাউকতাউ, পুন্যান্ডন, মেবন, অন, মিনবিয়া, কাইউকপাই, 
রাধিডসেহ মিয়ানমারের বিভিন্ন এলাকায় বসবাস করে।

মিয়ানমারের স্বাধীনতা লাভের পর ১৯৫৭ ও ১৯৬৬ সালের নির্বাচনে রোহিঙ্গারা ভোটাধিকার প্রয়োগ করেছে এবং তাদের জাতীয় সংসদে প্রতিনিধিত করেছে। রোহিঙ্গারা বিভিন্ন সময়ে মিয়ানমার সরকারের অনেক উচ্চ পদেও দায়িত পালন করেছে। ১৯৭০ সাল পর্যন্ত রোহিঙ্গা শব্দটি মিয়ানমার সরকারের বিভিন্ন নির্থিপয়, জুলের পাঠ্যবই ও সংবাদপরে ব্যবহৃত হয়েছে। বর্তমানে মিয়ানমার সরকার রোহিঙ্গাদের সেনেশের অধিবাসী বলে শীকার করেনা। রোহিঙ্গাদেরকে দেশত্যাগে বাধ্য করার জন্য মিয়ানমার সরকার নতুন নতুন আইন করেছে। রোহিঙ্গারা কোন প্রকার সরকারি সেবা প্রহণ করতে পারে না। ব্যাংকে লেনদেন করতে পারে না। বিন্যুৎ, পানি, জ্বালানী সেবার জন্য আবেদন করতে পারে না। নিজ পরিচয়ে জুল – কলেজে ভর্তি হতে পারে না। সরকারের অনুমতি ব্যতীত রোহিঙ্গারা এক উপশহর হতে অন্য উপশহরে যাতায়াত করতে পারে না, বিয়ে করার জন্য প্রশাসনের অনুমতি নিতে হয়, দুইটির বেশি সস্তান নিতে সরকারকে অর্থ প্রদান করতে হয়। এছাড়াও ১৯৯৪

<sup>2.</sup> The Muslim of Burma, page-99



www.thestateless.com/2017/05the-concept-of-citizenship-inburma-and-the- status-of-rohingyas.html )

সালে মিয়ানমার সরকার কর্তৃক রোহিঙ্গাদের জন্ম সনদ প্রদান বন্ধ করে দেয়া হয়। ২০০১ সালে আরকানের ২৮টি প্রসিদ্ধ মসজিদ ও মাদ্রাসা সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করে দেয়া হয়। গুসকল প্রকার ইসলাম ধর্মীয় রীতিনীতির উপর কঠোর নিষেধাজা আরোপ করা হয়। একারণে রোহিঙ্গাদের মধ্যে অনেকেই বাধ্য হয়ে বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান, মালয়েশিয়া, সৌনি আরব, থাইল্যাভসহ পৃথিবীর অন্যান্য দেশে আপ্রয় নিয়েছে। শত শত বছর ধরে রোহিঙ্গা মুসলমানদের জাতিগতভাবে নির্মূল করতে বার্মা রাজা 'বোদাপায়' থেকে তরু করে বর্তমান সরকার পর্যন্ত ভাদের উপর নিপীভন চলমান রেখেছে।

## রোহিঙ্গাদের উপর চালিত গণহত্যা ও তাদের অভিপ্রয়ান

১৭৮৫ সাল থেকে অদ্যাবধি নাসাকা বাহিনী, মগ ও বৌদ্ধ ভিক্নুসহ সকলে মিলেই রোহিলাদের
নিচিন্থ করতে তাদের উপর অমানবিক নির্যাতন করেছে। ১৮২৪-২৬ এংলো-বার্মিজ যুদ্ধে বহুসংখ্যক
রোহিলাকে হত্যা করা হয় এবং আরকান প্রদেশকে বৃটিশ-ইন্ডিয়ার সাথে সংযুক্ত করা হয়। ১৯৪২-৪৩
সালে বৃটিশদের সহযোগী হিসেবে রোহিলা এবং জাপানিদের সহযোগী হিসেবে রাখাইনদের মধ্যে
সংঘর্ষ সংঘতিত হয়, উভয় দিকেই গণহত্যা সংঘতিত হয়। মিয়ানমারের সরকারি ও বেসরকারি
বাহিনীর অত্যাচারে অতীতকাল থেকেই রোহিলারা বাংলাদেশসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে পালিয়ে দিয়ে
ছায়ীভাবে বসবাস তক করেছে। আমানেস্টি ইন্টারন্যাশনাল এর মতে, ওধু বাংলাদেশের খামীনতা
পরবর্তী সময়ে ১৯৭৮-৭৯ সালে মানবাধিকার লংঘনের শিকার হয়ে প্রায় ৩,০০,০০০ রোহিলা
মুসলিম বাংলাদেশে পালিয়ে আসে। ১৯৯১-৯২ সালের এক দালায় প্রায় ২,৬২,০০০ রোহিলা
বাংলাদেশে আসে। এই রোহিলাদের অনেকেই বিগত ২৬ বছর যাবং বাংলাদেশে অবছান করছে।
২০১২ সালে প্রায় ৪০,০০০ রোহিলা বাংলাদেশে আসে। ২০১৬ সালের ০৯ অক্টোবরের ঘটনার পর
প্রায় ৮৫,০০০ রোহিলা মিয়ানমার হতে বাংলাদেশে পালিয়ে আসে।

২৫ আগস্ট ২০১৭ সালে রোহিঙ্গাদের মিয়ানমার হতে সমলে উৎপটিনের জন্য মিয়ানমার সেনাবাহিনী আরাকানের সর্বত্র রোহিঙ্গাদের উপর ধর্ষণ, লুটতরাজ, হত্যাযজ্ঞ চালায়; গ্রামের পর গ্রাম আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দেয়। প্রাণে বাঁচতে ৭,০০,০০০ এর অধিক বাস্কুচ্যুত মিয়ানমার নাগরিক বাংলাদেশে পালিয়ে আসে। একই সময়ে মুসলিম বিৰেখী উগ্ৰপন্থি বৌদ্ধদের বিভিন্ন সংগঠন মিয়ানমার সরকারের অনুমতিক্রমে 'মুসলমান মুক্ত এলাকা' সহ বিভিন্ন উদ্ধানিমূলক বন্ধব্য লিখে বিভিন্ন স্থানে সাইনবোর্ড টানিয়ে দেয় ৷ ২৫ আগস্ট ২০১৭ এর পরবর্তী সময়ে 'আল জাজিরা' তদন্ত দল-মিয়ানমার সরকার কর্তৃক জোরপূর্বক বাস্তুচ্যুত মিয়ানমার নাগরিকদের উপর যে গণহত্যা চালানো হয়েছে এর সত্যতা পেয়েছে। যার প্রমাণস্বরূপ মিয়ানমারের আরাকান রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে গণকবরের সন্ধান পাওয়া যায়। 'আল জাজিরা' ও মানবাধিকার সংস্থা 'ফোর্টিফাই রাইটস' এর যৌথ তদন্তে প্রকাশিত হয়েছে যে, রাজনীতিবিদের উদ্ধানিমূলক বন্ধব্য গণহত্যাকে উৎসাহিত করেছে। 'আল জাজিরা' ও মানবাধিকার সংস্থা 'ফোর্টিফাই রাইটস্' এর মতে, রাজনৈতিক দলসমূহ স্বার্থ রক্ষার্থে বৌদ্ধ ও মুসলিমদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক সহিংসতা উক্তে দিয়েছে। রাজনৈতিক দলসমূহের বক্তব্যে রোহিঙ্গাদের প্রতি বিবেষ পরিলক্ষিত হয়েছে এবং তারা রোহিঙ্গাদের নির্যাতন ও নিগীভূনের জন্য মগদের আর্থিক সহায়তা প্রদান করেছে। ফলে মিয়ানমারের বৌদ্ধ সংগঠন ১৬৯ কর্তৃক রোহিঙ্গারা প্রতিনিয়ত নির্যাতিত ও নিপীড়িত হয়েছে। এছাড়াও মিয়ানমার সেনা, বিজিপি, পুলিশ কর্তৃক রোহিঙ্গাদের হত্যা, নির্যাতন ও নিপীড়ন করা হয়েছে। কল্পবাজার জেলায় অবস্থিত জাতিসংঘ শরণার্থী বিষয়ক সংস্থার প্রধান কর্মকর্তা 'জন ম্যাককিসিক' বিবিসি বাংলার সাথে এক সাক্ষাৎকারে বলেন, 'মিয়ানমার সেনাবাহিনী রোহিঙ্গা পুরুষদের হত্যা, শিওদের জবাই, নারীদের ধর্ষণ, বাড়ি-ঘরে অগ্নিসংযোগ এবং ব্যাপক লুটতরাজ করেছে।" মিয়ানমারে দীর্ঘ দিন যাবৎ আন্তঃধর্মীয় ও আন্তঃগোষ্ঠীয় বিবাদ চলমান রয়েছে। মিয়ানমারে বিভিন্ন ধর্মের লোক থাকলেও সংখ্যালমুদের ধর্মীয় স্বাধীনতা ক্ষীণ। ইতিপূর্বে মিয়ানমারে রাখাইন ও রোহিঙ্গাসহ বিভিন্ন সংখ্যালঘু গোষ্ঠীর উপর নির্যাতন ও নিপীড়ন করা হতো এবং সব সময়ই নির্যাতন ও নিপীড়ন এর ক্ষেত্রে রোহিঙ্গাদের সুনির্দিষ্টভাবে বেছে নেয়া হয়েছে। সকল ক্ষেত্রেই রোহিঙ্গাদের উপর বৈষম্য করা হতো। কলে মিয়ানমারের আরাকান রাজ্যে স্থানীয় মগ ও রোহিঙ্গাদের



শতাব্দির ট্রাজেভি রোহিকা মুসলিম, পৃষ্ঠা-৪৬।

<sup>8.</sup> The History of the persecution of Myanmar's Rohingya, page-41

www.dev.com/en/myanmars-rohingya-a-history-of-forcedexuduses/a-40427304 |

भानवाधिकात मर्लार्टन वामी विख्यान बाँदिएन्।

<sup>9.</sup> Genocide in Myanmar, page-48 |

৮. निर्मित्र बारमा-२८/১১/२०১९।



মাঝে শব্রুতা বহুপূর্ব হতেই বিরাজমান রয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় গত ২৫ আগস্ট ২০১৭ তারিখ আরাকানে বসবাসরত রোহিলাদের উপর মিয়ানমার সেনাবাহিনী, বিজিপি, পূলিশ ও স্থানীয় মগরা চরম দমন-নিপীড়ন ও নির্বাতন চালায়। ফলে এপর্যস্ত (২৫ আগস্ট ২০১৭ এরপর হতে) প্রায় ৭ লক্ষাধিক জারপূর্বক বাস্তুচ্যুত মিয়ানমার নাগরিক সহায় সমল হারিয়ে বাংলাদেশে আশ্রয় নেয়। বর্তমানে বাংলাদেশে কুতুপালং, বালুখালী, লেদা ও নয়াপাড়াসহ বাংলাদেশের ২৭টি ক্যাম্পে পুরাতন রোহিলাস্থ প্রায় ১১ লক্ষাধিক জারপূর্বক বাস্তুচ্যুত মিয়ানমার নাগরিক বসবাস করছে।

# মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা - মানবতার প্রতীক

২০১৭ সালের আগস্ট মাসে মিয়ানমার সেনাবাহিনী, বিজিপি, পুলিশ ও স্থানীয় মগদের চরম দমন-নিপীড়ন ও নির্বাতনের ফলে বিপুল সংখ্যক জোরপূর্বক বাস্কুচ্যুত মিয়ানমার নাগরিক মিয়ানমার হতে বাংলাদেশে পালিয়ে আসার চেষ্টা করে। প্রথমদিকে এই ইস্যুতে বাংলাদেশ পরিপূর্ণভাবে নিরপেক ভূমিকা পালন করছিল। ফলে প্রাথমিকভাবে জোরপূর্বক বাজুচ্যুত মিয়ানমার নাগরিকদের वाश्नाम्मरम जनुश्चरतरम वाथा क्षमान कता दरा । भिन्नानभात रमनावादिनी, विक्रिनि, शूनिम ७ झानीस भन কর্তৃক নির্যাতিত জোরপূর্বক বাস্তুছাত মিয়ানমার নাগরিকগণ নির্যাতন সহ্য করতে না পেরে বিপুলসংখ্যক জোরপূর্বক বাস্কুচ্যুত মিয়ানমার নাগরিক বাংলাদেশে প্রবেশের অপেক্ষায় বাংলাদেশ-মিয়ানমার এর সীমান্তবর্তী এলাকায় অবস্থান নেয়। জোরপূর্বক বাস্ত্রচ্যুত মিয়ানমার নাগরিকদের অধিকাংশ মুসলমান হওয়ায় এবং মানবিক দিক বিবেচনায় বঙ্গবন্ধু কন্যা বর্তমান সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জোরপূর্বক বাস্কুচ্যুত মিয়ানমার নাগরিকদের বাংলাদেশে প্রবেশের অনুমতি দেন। ফলে জোরপূর্বক বাস্ত্বচুত মিয়ানমার নাগরিকদের অনুপ্রবেশের জন্য বাংলাদেশের সীমান্ত খুলে দেয়া হলে জোরপূর্বক বাস্ত্রুত মিয়ানমার নাগরিকগণ বাংলাদেশে অনুপ্রবেশ করে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর এই মানবিক আহবানে সাড়া দিয়ে বাংলাদেশের সাধারণ জনগণও জোরপূর্বক বাস্তুচ্যুত মিয়ানমার নাগরিকদের সাহায্যার্থে এগিয়ে আসে। নিউইয়র্কে জাতিসংঘ সদর দপ্তরে জাতিসংঘের ৭২তম সাধারণ অধিবেশনে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জোরপূর্বক বাস্ত্রচ্যুত মিয়ানমার নাগরিকদের সমস্যা সমাধানে দ্রুত ও কার্যকরি পদক্ষেপ গ্রহনের জন্য জাভিসংঘ ও আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের প্রতি আহবান জানান। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী মিয়ানমারের জোরপূর্বক বাস্তচ্যত মিয়ানমার নাগরিকদের উপর সহিংসতা ও জাতিগত নিধন নিঃশর্তভাবে বন্ধ করে মিয়ানমারে শান্তি এবং শৃত্যলা ফিরিয়ে আনার জন্য ৫টি প্রস্তাব পেশ করেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক পেশকৃত প্রস্তাবভলো নিমুরূপ:

- ১। অনতিবিলমে ও চিরতরে মিয়ানমারে সহিংসতা ও 'জাতিগত নিধন' নিঃশর্তে বন্ধ করা।
- ২। অনতিবিশ্যে মিয়ানমারে জাতিসংঘ মহাসচিবের নিজস্ব অনুসন্ধানী দল পাঠানো।
- ৩। জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে মিয়ানমারের সকল নাগরিকদের নিরাপত্তা বিধানের লক্ষ্যে মিয়ানমারের অভ্যন্তরে জাতিসংখের তত্ত্বাবধানে সুরক্ষাবলয় গড়ে তোলা।
- ৪। রাখাইন রাজ্য থেকে জারপূর্বক বাস্কুচ্যুত মিয়ানমার নাগরিকদের তাদের নিজ বাড়িতে প্রত্যাবর্তন ও পুনর্বাসন নিশ্চিত করা।
- ৫। রোহিঙ্গা ইস্তুতে কফি আনান কমিশনের সুপারিশমালার নিঃশর্ত, পূর্ণ এবং দ্রুত কার্যকর করা।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তাঁর বকুতায় বলেন, 'আমার হৃদয় আজ দুঃখ ভারাক্রান্ত। কেননা আমার চোখে বার বার ভেনে উঠছে ক্ষুধার্ত, ভীত-সম্ভস্ত এবং নির্বাতিত জোরপূর্বক বাস্কুচাত মিয়ানমার নাগরিকদের মুখ্যছবি।'



জোরপূর্বক বাস্তুচ্যুত মিয়ানমার শিক্তদের পাপে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী পেখ হাসিনা



জোরপূর্বক বাজুচ্যুত মিয়ানমার শিকদের পাশে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

শতাব্দির ট্রাজেভি রোহিলা মুদলিম, পৃষ্ঠা-৯০।

নিউইয়র্কে অবস্থিত জাতিসংঘ সদর দপ্তরে ইসলামী সহযোগিতা সংস্থার (ওআইসি) কন্টাষ্ট গ্রুপের বৈঠকে বিশ্ব মুসলিম দেশসমূহের নেতাদের সামনে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশের পক্ষে সুনির্দিষ্ট ৬টি পদক্ষেপ গ্রহণ করার প্রস্তাব পেশ করেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক পেশকৃত প্রস্তাবন্ধলো নিম্নরূপ:

- জোরপূর্বক বাস্ত্রভাত মিয়ানমার নাগরিকদের মুসলমানদের উপর সব ধরনের নিপীড়ন এ
  মৃহতে বন্ধ করতে হবে।
- ২। নিরাপরাধ বেসামরিক জনগোষ্টী বিশেষ করে নারী শিত ও বৃদ্ধদের জন্য মিয়ানমারের তিতরে নিরাপন এলাকা (সেইফ জোন) তৈরি করা যেতে পারে, যেখানে জোরপূর্বক বাস্তুচ্যুত মিয়ানমার নাগরিকদের সুরক্ষা দেয়া হবে।
- ৪। মিয়ানমার সরকারের উপর বলপ্রয়োগ পূর্বক বাস্কুচ্যুত রোহিঙ্গা নাগরিকদের নিরাপদে ও
  মর্থাদার সাথে মিয়ানমারে তাদের নিজ বাড়িতে প্রত্যাবাসনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা প্রহণ করা।
- রোহিঙ্গা সংকট নিরসনে কফি আনান কমিশনের প্রস্তাবিত সুপারিশনামা অবিলম্বে বাস্তবায়ন করতে হবে।
- থ । মিয়ানমার সরকার জ্ঞারপূর্বক বাজুচুত মিয়ানমার নাগরিকদের বাঙালি হিসেবে চিহ্নিত করে
  যে রাষ্ট্রীয় প্রচারণা চালাচ্ছে তা অবশাই বন্ধ করতে হবে ।
- ৬। আতৃপ্রতীম মুসলিম দেশসমূহ জোরপূর্বক বাল্কুফুত মিয়ানমার নাগরিকদের মিয়ানমার কেরত না
  যাওয়া পর্যন্ত জরুরী মানবিক সহায়তা প্রদানের ক্ষেত্রে বাংলাদেশকে সহয়োগীতা প্রদান করা।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গত ৫ নভেমর ২০১৭ তারিখে ঢাকায় ৬৩তম কমনওয়েলথ পার্লামেন্টারি কনফারেলের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বলেন, 'রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর উপরে অমানবিক নির্মাতন এবং তাদের দেশ ছাড়তে বাখ্য করা তথু এ অঞ্জলে নয় এর বাইরেও অস্থিরতা তৈরি করেছে।' মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'বাংলাদেশ বরাবরই বলে আসছে জারপূর্বক বাস্কুচ্যুত মিয়ানমার নাগরিকদের সমস্যার সৃষ্টি ও কেন্দ্রবিন্দু মিয়ানমারে, সমাধানও সেখানেই নিহিত।' প্রধানমন্ত্রী মিয়ানমার হতে পালিয়ে আসা জারপূর্বক বাস্কুচ্যুত মিয়ানমার নাগরিকদের সনেশে ফিরিয়ে নিতে মিয়ানমার বর্ষার কার্যার নাগরিকদের সনেশে ফিরিয়ে নিতে মিয়ানমার সরকারের উপর চাপ প্রয়োগের জন্য কমনওয়েলথভুক্ত দেশগুলোর প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন।



জাতিসংঘ ওমাইসি কন্টাই প্রশংগর বৈঠকে মাননীর প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জারপূর্বক বাস্কুচ্যুত মিয়ানমার নাগরিকদের খোঁজ ধবর নেয়ার জন্য কক্সবাজার জেলাধীন উদ্বিয়া থানার কুতুপালং রোহিঙ্গা ক্যাম্প পরিদর্শনে যান। সেখানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নির্যাতিত জারপূর্বক বাস্কুচ্যুত মিয়ানমার নাগরিকদের সাথে কথা বলেন, তাদের দুঃখ-দুর্দশার কথা আগ্রহতরে শোনেন। জোরপূর্বক বাস্কুচ্যুত মিয়ানমার নাগরিকদের মুখে তাদের উপর মিয়ানমার সেনাবাহিনী, বিজিপি ও মপদের নির্যাতনের কথা খনে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আবেগাপ্রত হয়ে পড়েন।





জোরপূর্বক বাজুচ্যুত সিয়ানমার নাগরিকদের ক্যাম্প পরিদর্শনে আবেগাপ্রত মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেব হাসিনা

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলেন, মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে আমরা জ্ঞারপূর্বক বাস্কুচ্যুত মিয়ানমার নাগরিকদের বাংলাদেশে অনুপ্রবেশে অনুমতি দিয়েছি। জ্ঞারপূর্বক বাস্কুচ্যুত মিয়ানমার নাগরিকদের আশ্রয়ের জন্য বাংলাদেশের পক্ষ হতে যথাসাধ্য চেষ্টা করা হবে। মিয়ানমার সরকারকে অবশ্যই





জােরপূর্বক বাস্তুচ্যুত মিয়ানমার নাগরিকদের তাদের নিজ দেশ - মিয়ানমারে ক্বেরত নিতে হবে।
মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশক্রমে ইমিয়েশন ও পাসপার্ট অধিনপ্তরের তত্ত্বাবধানে এবং বাংগাদেশ
সেনাবাহিনীর সার্বিক সহযােগিতায় কক্সবাজারস্থ উপিয়া থানার কুতুপালং- ১ ও ২, নয়াপাড়া,
ধাইংখালী, বালুখালী ও টেকনাফ থানার লেদাসহ অন্যান্য ক্যান্দেপ বসবাসরত জােরপূর্বক বাস্তুচ্যুত
মিয়ানমার নাগরিকদের বারােমেট্রিক পদ্ধতিতে নিবদ্ধন সম্পন্ন করা হয়েছে। একই সাথে জােরপূর্বক
বাস্তুচ্যুত মিয়ানমার নাগরিকদের বাসস্থান, স্যানিটেশন, খাদ্যের ব্যবস্থা ও বিস্তীর্ণ ক্যান্দেপ বিদ্যুৎ এর
ব্যবস্থা করা হয়েছে। জােরপূর্বক বাস্তুচ্যুত মিয়ানমার নাগরিকদের ইস্যুতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর
অসামান্য মানবীয় অবদান এর বীকৃতিবর্জাপ আমেরিকার ৯ জন সিনেটর বলবদ্ধ কন্যা শেখ হাসিনাকে
কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন। বৃটিশ মিতিয়া 'চ্যানেল ক্যোর' মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে 'মাদার অব
হিউম্যানিটি' বেতাবে ভূষিত করেছেন। এছাড়াও অস্ট্রেলিয়ার ন্যাশানাল ইউনিভার্সিটি ইন ক্যানবেরার
অধীনে পরিচালিত পিস এও রসার্চ ইনস্টিটিউটের স্থান ড. হেনরিক উরভাল মনে করেন, 'বিশ্ব শাস্তি
প্রতিষ্ঠার অবদানে বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকেই বিশ্ব শাস্তির বেতার মর্ধাদা দেয়া
উচিত।' এই বিপুল সংখ্যক জােরপূর্বক বাস্তুচ্যুত মিয়ানমার নাগরিকদের আশ্রের দেয়ার মাধ্যমে বঙ্গবন্ধ্ব
কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা শান্তিকামী মানুবের প্রতিনিধি হিসেবে মর্যাদার শীর্ষ আসনে
অধিষ্ঠিত হয়েছেন।

#### বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর মানবভা

বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর হতে অদ্যাবধি বাংলাদেশে আশ্রন্ন নেয়া প্রায় ১২ লক্ষ জ্ঞারপূর্বক বাস্কুচ্যত মিয়ানমার নাগরিকগণ বাংলাদেশের অভ্যন্তরে কক্সবাজার জেলার টেকনাক ও উথিয়া উপজেলার বিভিন্ন ক্যাম্পে বসবাস করছে। ২৫ আগস্ট ২০১৭ সালের পর আগত বিপুলসংখ্যক জোরপূর্বক বাজুচ্যুত মিয়ানমার নাগরিকগণ আহার, বাসস্থান ও অন্যান্য মৌলিক চাহিদা পূরণে ব্যস্ত ছিল এবং ক্যাম্পসমূহে নিজেদের আধিপত্য বিস্তারের বিষয়ে প্রতিনিয়ত প্রতিযোগীতা করু করেছিল। ফলে জোরপূর্বক বান্ধুচ্যুত মিয়ানমার নাগরিকদের মাঝে বিবাদ ও বিশৃঞ্চলার সৃষ্টি হয়। এরই ধারাবাহিকতার গত ২৩ সেপ্টেম্বর ২০১৭ তারিখ হতে বেসামরিক প্রশাসনকে সহায়তার মাধ্যমে জোরপূর্বক বাস্ত্রভাত মিয়ানমার নাগরিকদের ক্যাম্পসমূহে বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনার জন্য বাংলাদেশ সেনাবাহিনীকে মোভায়েন করা হয়। মোভায়েনের পর থেকেই বাংলাদেশ সেনাবাহিনী জ্ঞারপূর্বক বাস্ত্র্যুত মিরানমার নাগরিকদের ক্যাম্পসমূহে শৃঞ্জলা ফিরিয়ে আনাসহ ত্রাণ বিতরণ, বাসস্থান নির্মাণ, স্যানিটেশন কার্যক্রম, বিতন্ধ খাবার পানি সরবরাহ, ক্যাম্প এলাকায় বিদ্যুৎ সরবরাহ ও জোরপূর্বক বাস্কুচাত মিয়ানমার নাগরিকদের ক্যাম্পের সার্বিক নিরাগন্তা নিশ্চিত করে আসছে। এছাড়া বিভিন্ন এনজিও, সাধারণ জনগণ ও সরকারি সহায়তার সকল ত্রাণ সামগ্রী জোরপূর্বক বাস্কুচ্যুত মিয়ানমার নাগরিকদের মাঝে সুশৃঞ্চলভাবে বিতরণ করা ও তার সৃষ্ঠু তদারকির প্রধান সায়িত্বে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী মৃখ্য ভূমিকা পালন করেছে ও করছে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ হতে প্রাপ্ত ত্রাণ সামগ্রীসমূহ যা বাংলাদেশ নৌবাহিনী এবং বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর তত্ত্বাবধানে গৃহীত হয় সে সমস্ত ত্রাণ সামগ্রীও বাংলাদেশ সেনাবাহিনী কর্তৃক নিরাপত্তা প্রদানসহ পরিবহন করে জোরপূর্বক বাস্তচ্যুত মিয়ানমার নাগরিকদের ক্যাম্পে পৌছে দেয়ার দায়িত অত্যম্ভ সফলতার সাথে সম্পন্ন করছে। একই সাথে সেনাবাহিনী নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় জোরপূর্বক বাস্তুচ্যুত মিয়ানমার নাগরিকদের মাঝে চিকিৎসা প্রদানের জন্য উল্লেখযোগ্য সংখ্যক সেনাবাহিনীর চিকিৎসা দল প্রতিনিয়ত চিকিৎসা প্রদান করে যাচেছ।





প্রখানমন্ত্রীর নির্দেশে জোরপূর্বক বাস্কুচ্যুত মিয়ানমার নাগরিকদের চিকিৎসা সহায়তা প্রদান ও আগ বিতরণ করছে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী

ইতিমধ্যে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী জোরপূর্বক বাস্তুহ্যুত মিয়ানমার নাগরিকদেরকে দুর্বোগ মোকাবিলায় করণীয় এবং উদ্ধার কার্যক্রমের উপর বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে। বাস্তুহ্যুত মিয়ানমার নাগরিকদের ক্যাম্প্রস্মার্য হত্যা, ভাকাতি, অপহরণ, ছিনতাই, মাদক ব্যবসা, নারী পাচার, অনৈতিক কার্যক্রমসহ বিভিন্ন শৃঞ্চালা পরিপদ্ধি কার্যক্রম বন্ধে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। গত ৮ সেন্টেম্বর ২০১৮ তারিখ হতে সেনাবাহিনীর তত্ত্বাবধানে জারপূর্বক বাস্তুহ্যুত মিয়ানমার নাগরিকদের ক্যাম্পের সার্বিক নিরাপরা বিধানের লক্ষ্যে একটি কার্যনির্বাহী দল টোন্ধ কোর্স) গঠন করা হয়। টান্ধ ফোর্সে বিভিন্নি, পূলিশ, র্যাব ও আনসার ভিত্তিপিকে সেনাবাহিনীর অধীনে সার্বক্ষপিক টহল পরিচালনার দায়িত্ব নেওয়া হয়। এ প্রেক্ষিতে উল্লেখিত তারিখ হতে জোরপূর্বক বাস্তুহ্যুত মিয়ানমার নাগরিকদের ক্যাম্প্রস্মহে সেনাবাহিনীর তত্ত্বাবধানে বিভিন্ন পুলিশ, র্যাব ও আনসার ভিত্তিপিসহ সকলের সমমরে সার্বক্ষণিক টহল পরিচালনার মাধ্যমে নিরাপরা নিশ্চিত করে যাচেছ। এছাঞ্চাও ইতিমধ্যে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী বাস্তুহ্যুত মিয়ানমার নাগরিকদের ক্যাম্পস্ম্বরে অভ্যন্তরে গুরুত্বপূর্ণ রাপ্তাসমূহ নির্মাণের কাজও শেষ করেছে।

#### বাংলাদেশ নৌবাহিনীর মানবতা

বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর পাশাপাশি বাংলাদেশ নৌবাহিনী বিভিন্নভাবে জারপূর্বক বাস্তুহ্যুত মিয়ানমার নাগরিকদের মানবিক সাহায্য - সহযোগিতায় এগিয়ে এসেছে। বিশেষ করে নির্যাতিত জোরপূর্বক বাস্তুহ্যুত মিয়ানমার নাগরিকরা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে নাফ নদী পাড়ি দিয়ে বাংলাদেশে আসার

সময় বাংলাদেশ নৌবাহিনী ও কোস্টগার্ড জোরপূর্বক বান্ধচ্যুত মিয়ানমার নাগরিকদের জীবনের নিরাপরা নিশ্চিতসহ উদ্ধার কার্যক্রম পরিচালনা করেছে। তুরন্ধ, মালরোশিয়া এবং ভারত হতে নৌপথে প্রেরিত আপসমূহ বাংলাদেশ নৌবাহিনী নিজস্ব তক্কাবধানে গ্রহণ ও সেনাবাহিনীর নিকট হস্তান্তরের কার্যক্রম সূষ্ঠভাবে সম্পন্ন করেছে।

এছাড়াও বাংলাদেশ সরকারের পরিকল্পনা অনুযায়ী বাংলাদেশ নৌবাহিনী নোয়াখালী জেলার ভাসান চরে প্রায় ১,১৬,০০০ জোরপূর্বক বাক্স্যুত মিয়ানমার নাগরিকদের বসবাসের জন্য সকল প্রকারের সুযোগ সুবিধাসহ আশ্রায়ন-৩ প্রকল্প নামে একটি আশ্রায়ন প্রকল্প নির্মাণ কাজ প্রায় শেষ করেছে। এ আশ্রায়ন প্রকল্পে বাক্স্যুত মিয়ানমার নাগরিকদের জন্য ১৪৪০টি আবাসস্থল ছাড়াও ১২০টি (প্রতিটি চার তলা বিশিষ্ট) বহুমুখী কাজে ব্যবহারের উপযোগী সাইক্রোন শেন্টার নির্মাণ করা হচ্ছে।

এছাড়াও জোরপূর্বক বান্ধচ্যুত মিয়ানমার নাগরিকদের চিকিৎসা সেবা প্রদানের নিমিত্তে প্রয়োজনীয় সংখ্যক মেডিকেল সেন্টার নির্মাণের পাশাপাশি মসজিদ নির্মাণ এবং বিশুদ্ধ খাবার পানি সরবরাহে ও উন্নত পর্য়নিকাসনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। জোরপূর্বক বান্ধচ্যুত মিয়ানমারের শিক্তদের জন্য শিক্ষা ব্যবস্থাসহ খেলার মাঠের সুযোগ রাখা হয়েছে। প্রকল্পটিতে অভ্যন্তরীপ সড়ক, মোবাইল কোন টাওয়ার, হেলিপ্যাভ, বোট ল্যাভিং সাইট, খাদ্য ওদাম, বৈদ্যুতিক সাব স্টেশনসহ অন্যান্য আধুনিক সুযোগ সুবিধাদির ব্যবস্থা করা হয়েছে। একইসাথে উক্ত আশ্ররন প্রকল্পে জোরপূর্বক বান্ধচ্যুত মিয়ানমার নাগরিকগণের জন্য বিভিন্ন প্রকার উৎপাদনমুখী কাজের সুযোগ ও রাখা হয়েছে।

# বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর মানবতা

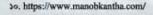
জোরপূর্বক বাস্ত্রচ্যুত মিয়ানমার নাগরিকদের জন্য পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ হতে বিভিন্ন ধরনের ব্রাপ সামগ্রী পাঠানো হরেছে। চট্টগ্রামের শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরে বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর সদস্যবৃন্দ উড়োজাহাজ হতে উক্ত ব্রাণ সামগ্রী খালাস করে প্রয়োজনে গুদামজাতকরণ ও পরবর্তীতে তা বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর নিকট হস্তান্তরের কাজ অত্যন্ত সফলতার সাথে সম্পন্ন করেছে।



বিশ্বের বিভিন্ন দেশ হতে বাস্তুচ্যুত মিরানমার নাগরিকদের জন্য পাঠানো প্রাণসাম্মী বাংলাদেশ দৌবাহিনী বাহন করছে



ভাসান চরে নৌবাহিনী কর্তৃক নির্মিত আশ্রায়ন-৩ একছের জোরপূর্বক বান্ধুচ্যুত মিয়ানমার নাগরিকদের বাসস্থান









THE RESERVE OF THE RE

এছাড়াও দেশি ও বিদেশি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গের (VIP), জারপূর্বক বাস্তুচ্যুত মিয়ানমার নাগরিকদের ক্যাম্প পরিদর্শনের নিমিত্তে বাংলাদেশ বিমান বাহিনী তাদের নিজস্ব বিমানে চাকা হতে কক্সবাজার বিমানবন্দরে যাতায়াতের কাজ অত্যন্ত সুন্দরভাবে সম্পন্ন করছে। জারপূর্বক বাস্তুচ্যুত মিয়ানমার নাগরিকদের যে কোন জরুরী প্রয়োজনে ও দুর্যোগ মোকাবিলায় বাংলাদেশ বিমান বাহিনী সাহায্য সহযোগিতার জন্য সদা প্রস্তুত রয়েছে।

#### উপসংহার

২৫ আগস্ট ২০১৭ পরবর্তী সময়ে জোরপূর্বক বাস্তুচ্যুত মিয়ানমার নাগরিকের উপর ব্যাপক অমানবিক নির্যাতন-নিপীড়ন ও গণহত্যা চালিয়েছে মিয়ানমার সরকার। একথা সন্দেহাতিতভাবে প্রমাণিত যে, জোরপূর্বক বাস্তৃচ্যুত মিয়ানমার নাগরিকগণ নিজ দেশে জাতিগত নিপীড়নের শিকার। জাতিসংঘ যাকে "Text Book Ethnic Cleansing" এবং 'Acts of Genocide' বলে অভিহিত করেছে। এই প্রেক্ষাপটে 'মাদার অব হিউম্যানিটি" খ্যাত মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বাংলাদেশে তাদেরকে আশ্রয় নিয়েছেন। বাংলাদেশের জনগণ সর্বদাই অত্যন্ত মানবিক গুণাবলী সম্পদ্ধ ও অভিধি পরায়ণ। এই অভিধি পরায়ণতারই বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে জোরপূর্বক বাস্কুচ্যুত মিয়ানমার নাগরিকদের নিজ দেশে আশ্রম দান ও তাদেরকে সকল প্রকার সাহায্য-সহযোগিতার মাধ্যমে।

#### তথ্যসূত্র

- Mohammad Ponir Hossain, The history of the persecution of Myanmar's Rohingya, Page-4.
- 4. Moshe Yegar, The Muslim of Burma, Page-99.
- Penny Green, Dr. Thomas Mac Manus, Alicia La Cour Veaning, Genocide in Myanmar, Page-48.
- ইনামূল কবির, শতাব্দীর ট্রাজেডি রোহিলা মুসলিম, পৃষ্ঠা-৪৬, ৬০, ৯০।
- মানবাধিকার সংগঠন বার্মা হিউম্যান রাইউস্ ।
- ৬. বিসিসি বাংলা-২৪/১১/২০১৭।
- www.thestateless.com/2017/05the-concept-of-citizenshipin-burma-and-the-status-of-rohingyas.html.
- www.dev.com/en/myanmars-rohingya-a-history-of-forcedexuduses/a-40427304.
- https://www.manobkantha.com/
- 30. https://www.manobkantha.com/





# নেভাল এভিয়েশন গঠনে বিমান বাহিনীর ভূমিকা ও পারস্পরিক সহযোগিতার নতুন দিগন্ত

ঞ্চপ ক্যান্টেন মোহাখদ সাইফুদ্দিন, পিএসসি

বঙ্গোপসাগর এলাকা বিপুল এবং আমাদের প্রতিরক্ষা নীতি বিবেচনা করে এবানে আ<mark>কাশ থেকে</mark>
নজরদারি চালানোর প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়ে আসহে দীর্ঘদিন থেকে। স্বাধীনতার পর থেকে
আমাদের নৌবাহিনী তার সীমিত সম্পদ দিয়ে বঙ্গোপসাগরের বিস্তীর্ণ একান্ত অর্থনৈতিক এলাকা,
গভীর সমুদ্রে তেল, গ্যাস ও খনিজ সম্পদ মজুদসহ আমাদের সামুদ্রিক সীমানার নিরাপন্তা নিশ্চিত
করার কাজ করে আসছে। এই এলাকা এতই বিপুল যে দক্ষতার সাথে এটা করা খুব কঠিন। সবচেয়ে
কম সময়ে এই এলাকা পেট্রোল করার জন্য আকাশ থেকে করাই মোটামুটি সবচেয়ে সহজ সমাধান।

কেন মেরিটাইম পেট্রোল এয়ারক্রাফট বা এমপিএ? কারণ, যে এলাকা নজরদারি করতে একটা সমুদ্রযানের পুরোদিন লেগে যায়, গতি এবং অনেক দূরে যাওয়ার ক্ষমতার জন্য তা একটি এমপিএ ছারা সম্ভাব্য সবচেয়ে কম সময়ের মধ্যে করা সম্ভব। আবার, এই ধরনের অপারেশনস সঠিক সময়ে করাটাও একটা গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনার বিষয়। তাই এমপিএ হলো আপাত সহজ্ব সমাধান। ২০১৩ সালে মেরিটাইম পেট্রোল বিমান সংযোজনের ফলে আমানের নৌবাহিনীর সার্বিক পেট্রোল বা নজরদারি ক্ষমতার উন্নয়ন হয়েছে।

সমুদ্র সীমানা নির্বারণে বাংলাদেশের সাম্প্রতিক সাফল্য এমপিএ স্কোরাজ্রনের কার্যক্রম দ্রুত শুরু করার প্রয়োজনীয়তাকে আরও বাড়িয়ে দেয়। উল্লেখ্য যে ২০১১ এর জুন নাগাদ নৌবাহিনী জার্মানির তৈরি দুটি Dornier 228NG কেনার জন্য RUAG এর সঙ্গে একটি চুক্তি স্বাক্ষর করে। চুক্তি অনুযায়ী জুন ২০১৩ নাগাদ এমপিএ দুটি বাংলাদেশে আসে।

আসলে নৌবাহিনী তাদের এমপিএ-র জন্য অনেক বছর ধরে চেষ্টা করে আসছিল। ইতিপূর্বে যেহেতু নৌবাহিনীর এভিরেশন শাখা ছিল না, তাই এ ব্যাপারে তরু থেকেই বালোলেশ বিমান বাহিনী সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করে। সমুদ্র উহল দেয়ার জন্য উপযুক্ত এমপিএ নির্বাচন করা থেকে তরু করে পাইলট তৈরি করা- প্রতিটি ক্ষেত্রে বিমান বাহিনী সার্বিক সহযোগিতা করে। এ লচ্চ্যে বিগত কয়েক বছর ধরে কয়েকজন নৌবাহিনীর সদস্যকে বিমান বাহিনী তাদের ব্যবস্থাপনায় প্রাথমিক প্রশিক্ষপ প্রদান করে। এরই ধারাবাহিকভায় চালু হয় ৩১৪ নং কোয়াজ্রন যা বাংলাদেশের প্রথম এমপিএ কার্মান্তন। ইতোমধ্যে মেরিটাইম পেট্রোল বিমান চলে আসায় ৩১৪ নং এমপিএ ক্লাইং কোয়াজ্রনের কার্যক্রম তরু করা হয়। অল্প সময়ে অনেকগুলো কাজ করতে হয় যার মধ্যে অন্যতম হলো বাংলাদেশে এমপিএ অপারেশন তরু করা এবং একই সময়ে কোয়াজ্রন সংগঠিত করা। অল্পাদিনের মধ্যেই চট্টপ্রামের পতেঙ্গান্থ বিমান বাহিনীর ১নং কোয়াজ্রনের করেকটি রুমে আমরা কোয়াজ্রনের কার্যক্রম তরু করি। ৩১৪ নং এমপিএ কোয়াজ্রনের জন্য থিম বেছে নেয়া হয় 'Eyes of the Blues' যার মানে হলো এমপিএ রয়াডার এর সাহায়ে সমুদ্রে নজরলারি করা যা নৌবাহিনীর জন্য একটি চোখের মতে।

ক্ষোয়দ্রন নতুন হওয়ায় এবং নৌবাহিনীর নিজস্ব পাইলট বা প্রশিক্ষক পাইলট না থাকায় নৌ পাইলটদের প্রশিক্ষণের জন্য বিমান বাহিনী থেকে তিনজন পাইলট দেরা হয়। এরাই ৩১৪ নং ক্ষোয়দ্রন সংগঠনের জন্য দায়িতৃপ্রাপ্ত হয়। এছাড়া কো-পাইলটদের তিনজনকে নৌবাহিনী থেকে নেয়া হয় যারা ইতোমধ্যে বিমান বাহিনী একাডেমি থেকে প্রশিক্ষণ লাভ করেছিল। পাইলট ছাড়াও ৪ জন প্রাউভ টেকনিশিয়ান বিমান বাহিনী থেকে দেয়া হয়।

এখানে উল্লেখ্য আমাদের পাইলট এবং গ্রাউন্ড টেকনিশিয়ানরা ২০১২ সালের শেষ দিকে জার্মানি থেকে বিমান চালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণের উপর সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণ লাভ করে মার্চ ২০১৩ নাগাদ প্রয়োজনীয় পরীক্ষার পর প্রথম এমপিএ (সিরিয়াল নং ৮৩০৬) কারখানা টেস্টের জন্য প্রস্তুত করা হয়। নৌ ও বিমান বাহিনীর সমবিত একটি দল এই টেস্টের জন্য মার্চের প্রথম সপ্তাহে এমপিএ এর নির্মাণস্থল জার্মানিস্থ RUAG পরিদর্শন করে এবং মোট ছয়টি ফ্লাইটে আট ঘণ্টার পরীক্ষামূলক উভ্ডয়ন করে। বিমানটি তেমন কোনও রকম অসুবিধা ছাড়াই টেস্টে সাফল্য দেখায়। কোম্পানির ইঞ্জিনিয়াররা বুবই দক্ষ এবং তারা সব পরীক্ষা করে আগে নিজেরা সম্ভুষ্ট হন, তারপর আমাদের



টেস্টের অনুমতি দেন। দ্বিতীয় এমপিএ-র টেস্ট অন্য একটি দল এপ্রিলের শেষ সপ্তাহ নাগাদ সম্পন্ন করে। ৩ জুন ২০১৩ তারিখে বাংলাদেশে নৌবাহিনীর দীর্ঘ-লালিত স্বপ্ন মেরিটাইম পেট্রোল বিমানের (এমপিএ) প্রথমটি, যা জার্মানির তৈরি Domier 228NG নামে পরিচিত বাংলাদেশে নিরাপদে অবতরণ করে। পরের দিন ঢাকা থেকে চট্টপ্রামে বিমান বাহিনী ঘাঁটি জহুকুল হকে ফেরি করা হয়, হেখান থেকে পরবর্তী কয়েক বছর ধরে এটির কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। য়েহেতু বিমান পরিচালনার জন্য নৌবাহিনীর নিজস্ব অবকাঠামো নির্মাণাধীন ছিল তাই বিমান বাহিনীর হ্যাংগারে রেখে এমপিএ পরিচালনা করার ব্যবস্থা করা হয়।

আমাদের পরবর্তী কাজ হয়ে দাড়ায় বিমানগুলো সরকারিভাবে গ্রহণ করার আগে চট্টপ্রামে যৌথ টেস্ট ফ্লাইট (JTF) করা। ১১ জুন ২০১৩ পর্যন্ত জার্মান পাইলটদের সাথে আমরা সাতটি ফ্লাইটের মধ্যে দিরে প্রথম বিমানটির JTF সম্পন্ন করি। ১১ জুন ২০১৩ এর সর্বপেষ টেস্ট ফ্লাইটিট স্মরণীয় হয়ে থাকবে। এই ফ্লাইটেট নাবাহিনী প্রধান সারভিদ্যান্স রাভার এর টেস্টিং দেখতে আমাদের সাথে বান। আমরা কল্পবাজারের ১ মাইল পরিমে অবস্থান করা বিএনএস ওমর ফালুকের কাছ দিরে প্রায় ১৫০ ফুট উপর দিয়ে উড়ে পিয়ে একটি মেরির মার্কারের নিক্ষেপত পরীক্ষা সম্পন্ন করি। এতো নিচুতে উভঙরন করার সময় বিমানটিকে গুবই স্থিতিশীল মনে হয়েছে। JTF এর পর আমরা ঢাকায় অবতরশ করি এবং প্রথম এমপিএ-টি নৌসদর লগুরে আনুষ্ঠানিকভাবে RUAG কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে গ্রহণ করা হয়। আমাদের শেষ পরীক্ষা ফ্লাইটিক এমপিএ-র প্রথম ভিআইপি ফ্লাইটও বলা থেতে পারে।

এরপর এমপিএ দুটির বাংলাদেশ নৌবাহিনীতে সংযোজন অনুষ্ঠানের জন্য ২৯ আপস্ট ২০১৩
নির্ধারণ করা হয়। গণগুজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা অনুষ্ঠানে
উপস্থিত থাকতে সদয় অনুমতি দেন। এটা আমাদের সবার জন্য ছিল এক ঐতিহাসিক এবং
সম্মানজনক অভিযাত্রা যা আমাদের সরকার প্রধান শুরু করে দেন।

এরপর স্কোয়াদ্রনের অনেক কাজের মধ্যে অপারেশন ও প্রশিক্ষণ দ্রুত তক্ত করার তাগিদ ছিল। অন্যদিকে ক্ষোয়াদ্রনের জন্য সঠিক নিয়ম (Standard Operating Procedures) প্রস্তুত করাও জরুরি ছিল। তাছাড়া পাইলটদের 'চেক লিস্ট' মাল্টি-ক্র-অপারেশনসের জন্য RUAG দিতে পারেনি, যা অবিলমে তৈরি করা ছিল জরুরি। অধিকম্ভ এরই মধ্যে উভচয়ন প্রশিক্ষণ সিলেবাসও তৈরি করা হয়। আমাদের ভাগ্য ভালো যে এই ব্যাপারে আমরা বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর পরিবহন বিমান পরিচালনার অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগাই, যা গত প্রায় পাঁচ দশক ধরে তাদের নিরাপদ এবং সাফল্যমন্তিত অপারেশনসের মূল চালিকাশক্তি হয়ে আছে। অন্য দিকে নৌবাহিনীর সামগ্রিক বিমান পরিচালনা সংক্রান্ত বিধিমালা ও নিরাপত্তা বিধিমালা অবিলমে সম্পাদন ও অনুমোদন করা



মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কেক কটোর মাধ্যমে নৌবাহিনীতে এমপিএ সংযোজন করেন

এখানে উল্লেখ্য বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর পাইলটরা ৪ সেপ্টেম্বর ২০১৩ থেকে Evaluation ফ্রাইং তরু করে এবং ১৭ ডিসেম্বর ২০১৩ সালে ৩১৪ নং ক্ষোয়াত্রন সমূদ্রে অপারেশনাল টহল তরু করার সক্ষমতা অর্জন করে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল মার্চ ২০১৪-তে নিবোঁজ মালরোশিয়ান এয়ারলাইল এম এইচ-৩৭০ বোঁজার আন্তর্জাতিক অভিযানে অংশ নেয়া। এ অভিযানে মোট ২৫ ঘণ্টার অনুসন্ধান উভ্যয়ন পরিচালন করা হয়। এছাড়াও সেপ্টেম্বর ২০১৪-তে আমাদের এমপিএ মার্কিন নৌবাহিনীর পি-৮ বিমানের সাথে বৌখ নৌ মহড়ায় অংশ নেয়। ৩১৪ নং এমপিএ ক্ষায়্রভ্রম প্রথম দুই বছরে প্রায় ২৩০০ ঘণ্টার নিরাপদ উভ্যয়ন সম্পন্ন করে। এসময়ের মধ্যে নৌবাহিনীর জন্ম পাইলত ও টেকনিশিয়ানদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। উল্লেখ্য যে, এমপিএ ফ্লাইং প্রশিক্ষণ জন্ম দেড় বছর পর ক্ষেত্রন্মারি ২০১৫ তে সম্পূর্ণ নৌবাহিনীর ক্রুদের দিয়ে প্রথম অপারেশনাল পেট্রোল মিশন পরিচালনা করা হয়। বর্তমানে বিমান বাহিনীর দুজন পাইলট ৩১৪ এমপিএ ক্ষায়্মান্তনের সার্বিক কার্যক্রম তন্ত্রাবধানে নিয়োজেত আছেন।







বাংলাদেশ নৌবাহিনীর কু-লে, ক. সামিদ, লে, সামি ও লে, ক. মইনুল তাদের প্রথম জপারেশন পেট্রাল মিশনে যাওয়ার প্রাক্ষালে জোয়াড্রন কমাজার ও চিক ইনস্ট্রাকটন পাইলটের সাথে (ফেব্রুয়ারি ২০১৫)

বিমান পরিচালনা আমাদের নৌবাহিনীর জন্য একটি নতুন দিগন্ত। এর ভবিষাৎ উন্নতির জন্য ভিনটি মৌলিক পরিবর্তন পুরই জকরি। প্রথমত, সবাইকে উপলব্ধি করতে হবে যে বিমান পরিচালনা করা অন্য যে কোনো পেশার তুলনায় ভিন্ন, কারণ এভিয়েশন সেকটি বা উজ্জয়ন নিরাপত্তা এখানে প্রধানতম বিবেচনার বিষয়। সমস্ত কর্মেই এখানে উজ্জয়ন নিরাপত্তার গুরুত্ব প্রথমেই দিতে হয়। ছিতীয়ত, বিমান পরিচালনার সাথে জড়িত সবাইকে নিজস্ব ধ্যানধারণা থেকে বেরিয়ে এসে উজ্জয়ন পরিচালনার প্রতিষ্ঠিত নিয়ম এবং মানের সাথে পরিচিত হওয়। এবং মানিয়ে চলতে হয়। উল্লেখ্য বিমান পরিচালনায় কোন প্রতিষ্ঠিত নিয়মের মান কমানোরও কোন সুযোগ নাই। এছাড়াও সার্বজনীনভাবে যেকোনো ফ্রাইং স্কোয়াজ্রনের পরিবেশ প্রায় একই। তৃতীয়ত, বিশেষভাবে বৈমানিক এবং গ্রাউত টেকনিশিয়ানদের বিমান পরিচালনায় তাদের ক্যারিয়ার বা কর্মজীবন বিকাশের ব্যবস্থা থাকতে হয়। চাতুরিক্ষেত্রে তাদের যদি অন্য কাজে মনোযোগ দিতে হয় যার সাথে বিমান পরিচালনার কোনও সম্পর্ক নাই, তাহলে পেশালারিত গড়ে গড়ে ওঠে না, যা শেষ পর্যন্ত যথায়ও ও নিরাপদ অপারেশনসকে প্রভাবিত করে।

বিমান পরিচালনা করা এক ধরনের সংস্কৃতি যা সুনির্দিষ্ট নিরাপত্তা জ্ঞান দিয়ে এবং সব বিধিমালা মেনে চর্চার মাধ্যমে অর্জন করতে হয়। এই চর্চা একসময় এটিকে নিরাপদ এবং টেকসই করে। সংক্ষিপ্ত উপায়ে রপ্ত করার কোনও কৌশল এখানে নেই। নৌবাহিনীর বিমান পরিচালনা কার্যক্রমের সাথে সম্পর্কিত সবাইকে এটা অবশ্যই মনে রাখতে হবে।

নিরাপদ বিমান পরিচালন প্রতিষ্ঠানের কাজ শুরু করা যে কোন বিচারে খুবই চ্যালেঞ্জিং। এখানে উল্লেখ্য বিমান পরিচালনা খুবই টেকনিক্যাল এবং ব্যয় সাপেক্ষ একটা কাজ। একান্তরের মহান স্বাধীনতার পর বাংলাদেশ বিমান বাহিনী শুরুতে তার পাইলট ও টেকনিশিয়ানদের প্রশিক্ষণের জন্য বিদেশ নির্ভর ছিল। যা ক্রমে কয়েক বছরের মধ্যে বাংলাদেশেই শুরু হয় এবং পরবর্তীতে বাংলাদেশে বিমান বাহিনী তার সব ধরনের প্রশিক্ষণ কাজে নিজস্ব সক্ষমতা অর্জন করে। সেই হিসাবে ৩১৪ নং এমাপিএ ক্ষোয়াল্রনের গড়ে তোলার প্রক্রিয়া বাংলাদেশের এতিয়েশন নিগজে নতুন মাত্রা যোগ করেছে। এখানে মৃলত একটি বাহিনীর বিমান পরিচালন প্রক্রিয়ার অন্য একটি বাহিনী অংশগ্রহণ ও তত্ত্বাবধান করে দেয় যা শুধু অনন্যই নয়, তা আমাদের দেশের বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা সাম্রেয় করেছে। অধিকয়, এটা আমাদের বিমান বাহিনীর সক্ষমতার অনন্য উচ্চতা প্রকাশ করেছে এবং পারশেরিক সহযোগিতার ক্ষেত্রে নতুন নিগজের সূচনা করেছে। ১৯৭১ সালের ২১শে নভেম্বর আমাদের বিমান বাহিনীর সমন্বিত ও যৌথ অভিযান আমাদের স্বাধীনতাকে তুরান্বিত করে। আমরা আশা করতে পারি যে সমন্বিত ও যৌথ প্রচিষ্ঠান গড়ে ওঠা আমাদের নৌবাহিনীর বিমান পরিচালনা আগামী দিনে আরও সুস্থতে হবে এবং বঙ্গেপসাগর বরাবর নজরদারি সম্পাদনের মহান দায়িত্ব নিরাপদে ও সফলভাবে পালন করে।





E B D VALUE OF THE

# সমসাময়িক পার্বত্য চট্টগ্রামে আপামর জনসাধারণের জীবনধারায় বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর সংশ্লিষ্টতা-দীর্ঘ ও বাস্তব অভিজ্ঞতায় নাতিদীর্ঘ বিন্যাস

মেজর মোঃ মিজানুর রহমান, পিএসসি

এই রচনাতি সেনা কর্মকর্তা হিসেবে পার্বত্য চট্টগ্রামে পেথকের দুই মেরাদে প্রায় আড়াই বছরের দায়িত্ব পালনকালীন কিছু বান্তব অভিজ্ঞতাকে ভিত্তি করে শিখিত। পার্বত্য অঞ্চলে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর জন্য নির্বারিত মুখ্য দায়িত্ব, বহুমাত্রিক কার্যক্রম কিংবা সামরিক অভিযান সম্পর্কিত বিষয়াদি এই রচনার সীমিত কলেবর বিবেচনায় অর্ভতুক করা হয়নি কেবল পার্বত্য চট্টগ্রাম এগাকার আপামর জনসাধারদের জীবনগুনিষ্ঠ এবং প্রায় অনুজ্ঞারিত কর্মকাতে সেনাবাহিনীর জুমিকা সম্পর্কে নির্দিষ্ঠ এগাকায় এবং নিযুক্তিতে পেথকের সরাপরি অপাত্রহণক্র অভিজ্ঞতার এবটি কুল্ল অংশ এ রচনায় স্কান পেরেছে। গল্পের প্রয়োজনে ভখা-উপাত্রভিত্তিক উপস্থাপনা, স্কান ও ব্যক্তিকেন্দ্রিক বিবরণ যথাসম্ভব পরিহার করত ঘটনাকেন্দ্রিক বর্ণনাকেই প্রায়ান্ত ব্যয়ে হয়ছে ।

গত রাত থেকেই একটানা বৃষ্টি। চন্দ্রপাড়া ক্যাম্পে ওঠার রাস্তাটি একেতো পাহাড়ের ঢাল ঘেঁষে, তার উপরে আবার বৃষ্টিতে একদম পিছিল অবস্থা। একটু দূরেই বোধ হয় বিকট শব্দে বাজ পড়ল, শব্দে কানে তালা লেগে যাবার যোগাড়। আরেকটু হলেই ক্যাম্প কমাভার ভক্রণ সেনা কর্মকর্তা পা পিছলে বৃষ্টি পড়েই যেত। গতকালই কেবল তার রেজিমেন্টেশন শেষ হয়েছে। রাতেই তাকে বলা হয়েছে একটি বিশেষ অভিযানের জন্য সকালে ক্যাম্পে আসতে হবে। অবশেষে ক্যাম্পে যতক্ষণে পৌছাল সেকেত লেফটেন্যান্ট হাসান, ততক্ষণে বৃষ্টিতে কাকভেলা হয়ে গিয়েছে। ক্যাম্প কমাভারের নির্ধারিত বাসস্থানে গিয়ে একটু যেন ধার্কাই খেল সে। বাঁশের বেড়া আর টিনের তৈরি একটি ঘর। যাই হোক, বেশী সময় তার হাতে নেই। বিশেষ অভিযানে যাণ্ডয়ার জন্য তার দলটি প্রস্তুত। দল অধিনায়ক হিসেবে অভিযানের প্রয়োজনীয় বিষয় সম্পর্কে পুরো দলকে তার ব্রিক্ষ করার কথা।

বিষ্ণ শেষে প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি নিশ্চিত করে পুরো দলকে নিয়ে বেরিয়ে পড়ল হাসান। বৃষ্টির তীব্রতা অনেকটা কমে এসেছে। পুরো দলটিকে নিয়ে সে ক্যাম্প থেকে বের হয়ে কখনো পাহাড়ের চূড়া ধরে, আবার কখনো বা পাহাড়ের চাল ঘেষে এপোতে লাগল। হঠাৎ করেই একটি বনমেরণের দেখা মিলল পাশের ঝোপে। ঝোপ থেকে একট্ বের হয়ে ক্ষথলা অপলক চোষে যেন তাকিয়ে থাকল। তারপরেই উড়বার একট্ চেষ্টা করে পুনরায় ঝোপের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে পোল এটি। একট্ পরেই তারা এসে পড়ল একটি পাহাড়ি ছড়ার সামনে। গন্ধবের পৌছানোর একটাই পথ, তা হলো ছড়ার ভিতর দিয়ে অপ্রসর হওয়া। বৃষ্টির কারণে ছড়ার ভিতরে ততক্ষণে কোমর পানি। অপত্যা পুরো দলকে নিয়ে হাসান চলল সামনের দিকে। পুরো দলটিকে অত্যন্ত সাবধানে এপোতে হচ্ছে, কারণ ছড়ার ভিতরে ছেট-বড় পাথর ছড়ানো আর সন্য বৃষ্টি হওয়ার কারণে পানি ঘোলা থাকায় উপর থেকে তা ঠাহরও করা যাছেছ না। বলতে না বলতেই পাথরে ধাকা খেমে দলের একজন পড়ে গেল পানিতে। অন্য আরেকজন এসে যতক্ষণে তাকে টেনে ভূলল, ততক্ষণে পানি কালায় তার একাকার অবস্থা। ইউনিফর্ম একটু সরাতেই দেখা গেল হাঁটুর নিচে অনেকখানি ফুলে উঠেছে, আর কজির নিচেও বেশ খানিকটা কেটে গিয়েছে। সাথে থাকা চিকিৎসা সরঞ্জাম দিয়ে তার প্রাথমিক চিকিৎসার ব্যবস্থা করে তারা আবার যাত্রা জন্ধকর। পুরো দলটি যতক্ষণে গগুরো পৌছাল, ততক্ষণে সূর্য পশ্চিমে হেলতে ভক্ষ করেছে।

সন্ধারও কিছুটা পরে হাসান তার লোকজনসহ ক্যান্দেপ প্রত্যাবর্তন করল, ক্ষুধা-ভৃষ্ণায় সবাই 
একদম ক্লান্ত। অভিযান পরবর্তী ব্রিফিং সেরে সে ক্যান্দ্প কমাভারের ঘরটিতে গিয়ে ভেজা কাপভৃত্তলো 
পরিবর্তন করে গোসলখানায় চুকল গোসলের উদ্দেশ্যে। বাঁশের তৈরি গোসলখানার ভিতরে বালতিতে 
পানি রাখা রয়েছে। এই ক্যান্দ্র্যটিতে পানি অনেক নিচের ঝর্ণা থেকে ভুলতে হয়, যা অনেক কষ্ট্রসাধ্য। 
এজন্য পানি ব্যবহারে এত কৃষ্ণতা। যাহোক, গোসল সেরে রাতের খাবারের জন্য বসল সে। খেতে 
গিয়ে ভাতের সাথে কাঁকরের মতো কিছু একটা সে অনুভব করল কিঃ অবশ্য মনের ভুলও হতে পারে 
সারাদিনের পরিশ্রমের পরে। রাতের খাবার শেষে ঘরের সাজসজ্জার নিকে সে একটু চোখ বুলিয়ে 
নিল। একটি কাঠের ছোট চারপায়া, বাঁশের তৈরি রাক, ছোট একটি টেবিল আর চেয়ার— সাকুল্যে 
এই হলো আসবাবপত্র। ততক্ষণে ঘরের বাঁশের বেড়ার ফাঁক নিয়ে পরিষ্কার জ্যোন্থার আলো এসে

পড়ছে ঘরের ভিতরে, আর যেন জানান দিচেছ মেঘ বৃষ্টির সমান্তি। বাইরে ঝিঁঝি পোকারা তারপরে চেঁচাচেছ। সবকিছু এক মোহময় পরিবেশের সৃষ্টি করছে নিঃসন্দেহে। তবে সারাদিনের হাড়ভাঙা পরিশ্রমের পরে এতক্ষণে চোখ মেলে রাখাই কট্টকর হয়ে পড়ল। কিছুক্ষণ পরেই সে হারিয়ে গেল দ্বমের গহীন জগতে।

তবে যুম থেকে জ্লেগে উঠতেও বেশিক্ষণ লাগল না, যুম ভাঙল ঘরের ভিতরের কিছু একটা বিকট শব্দে। ঘড়মড়িয়ে উঠে হাসান যতক্ষণে বসল, ততক্ষণে শব্দটি বন্ধ হয়ে গিয়েছে। বাইরে দায়িতুরত প্রহরীকে ডেকে জিজ্ঞাসা করতেই সে জানাল যে এটা তক্ষকের ডাক, নিরীহ প্রকৃতির একটা সরীসপ, পাহাতি অঞ্চলে বেশী পাওয়া যায় ইত্যাদি। এতক্ষণে ঘুমের ভিতরে শোনা শব্দটির সাথে বহু বছর পূর্বে শোনা একটি শব্দের মিল যেন সে খুঁজে পেল। দাদা বাড়িতে গিয়ে একটি বড় তালগাছের উপর থেকে সে গুনেছিল এরকমই শব্দ। তবে সেটা যে তক্ষকের ডাক ছিল তা তখন বুঝতে পারেনি। আর পারেনি বলেই ভয়ে সে একা আর ঐ তালগাছমুখো হয়নি অনেক দিন। এরপরে ঘর থেকে তক্ষক তাডানোর চেষ্টা চলল অনেকক্ষণ। তক্ষক পালাল কিনা বোঝা না গেলেও তার চোঝের ঘুম যে ততক্ষণে পালিয়েছে, তাতে সন্দেহ নেই। হেরিকেনের অনুজ্জল আলোয় সে দেখল ঘরের ভিতরে বেশ কয়েকটি টিকটিকি পোকা-মাকড় ধরা নিয়ে ভীষণ ব্যস্ত। রাত তখনো অনেকক্ষণ বাকী। অবশেষে একটা বই নিয়ে বসল হাসান, আর ধারণা করার চেষ্টা করল ক্যাম্পে তার অনাগত দিনগুলো সম্পর্কে। এই ২০০১ সালে এসে হারিকেনের আলোয় তার ভাবনান্ধলো দীপ্তিময় হয়ে তো উঠছেই না, বরং যেন তা হারিয়ে যেতে চাচ্ছে গহীন অন্ধকারে। দেশের সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠে পড়ার সুযোগ পেয়েছিল সে। দেশসেবার সুযোগকে প্রাধান্য নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়া হয়ে ওঠেনি তার। সে ধারণা করার চেষ্টা করল তার সহপাঠীদের বর্তমান বৈচিত্রময় ও মুক্ত জীবন সম্পর্কে। গত ছুটিতেই কথা হচ্ছিল তার এক বন্ধুর সাথে। বিশ্ববিদ্যালয়ে অনার্সে পড়ে সে। একই বয়সে দুই বন্ধুর জীবনের অনেকখানি তুলনা যেন সে করেই ফেলল কিছুক্ষণের মধ্যে। সে কি একটু একটু করে হতাশ হয়ে পড়ছে? না হতাশ হওয়া যাবে না- হাসান বোঝাল নিজেই নিজেকে। এই জীবন তো তার নিজেরই বেছে নেয়া। বৈষয়িক প্রান্তি তার কাছে সর্বোচ্চ গুরুত্ব পায়নি কখনো, দেশের তরে কাজের মাধ্যমে অর্জিত মানসিক শান্তিই আসলে মুখ্য।

কিছুদিনের মধ্যেই ক্যাম্পের রুটিন জীবনের সাথে অনেকটা অভ্যন্ত হয়ে গেল হাসান। প্রশিক্ষণমূলক কার্যক্রমের পাশাপাশি ক্যাম্পে চলে নিয়মিত আভিযানিক কর্মকান্ত। এতে করে পার্বত্য এলাকায় বসবাসকারী জনসাধারণের জীবনধারা অত্যন্ত কাছে থেকে দেখার সুযোগ পাছেে সে: তাদের তরে কিছু করার তাগিদও অনুভব করে প্রতি মুহুর্তে। বাইরের দুনিয়ার সাথে যোগাযোগের মাধ্যম হচ্ছে ব্যাটারিচালিত একটি সাদা-কালো টেলিভিশন আর চিঠি। টেলিভিশনটি সন্ধ্যার পরে কিছুক্ষণের জন্য চালানো হয়, আর ক্যাম্পের সদস্যদের চিঠি পত্র জোন সদর হয়ে ক্যাম্পে আসে সম্ভাহে দুই থেকে তিন দিন। মাঝে-মধ্যে সংবাদপত্র আসে, তবে তা সবসময়েই থাকে কয়েকদিন আগের। ইতিমধ্যে একটা কর্মসূচিতে যোগদান উপলক্ষে সে কিছুদিন পূর্বে চউগ্রাম সেনানিবাসে গিয়েছিল। সেখানে গিয়ে বেশ কয়েকজন কোর্সমেট এর সাথে দেখা হলো তার। কয়েকজন আবার এসেছে পার্বত্য চট্টগ্রামের বিভিন্ন এলাকা থেকে। তাদের সাথে আলোচনায় জানা গেল যে কারো কারো ক্যাম্পে যেতে দুই-ভিন দিন সময় লাগে, আর প্রয়োজনীয় রশদ-সামগ্রী হেলিকন্টারযোগে ক্যাম্পে নিতে হয়। একজন কোর্সমেটকে পাওয়া গেল অত্যন্ত করুণ মুখ করে আছে। কারণ অনুসন্ধানে জানা গেল যে সে ছিল বিশেষ অভিযানে সাত দিনের জন্য বাইরে। বাইরের দুনিয়ার সাথে যাবতীয় যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন। অভিযান শেষে ক্যাম্পে প্রত্যাবর্তন করে কারো বিয়ের সংবাদ পেয়েছে সে। সেই সংবাদই যেন শেল হয়ে প্রতিনিয়ত বিধছে তার মনে। সবকিছু তনে হাসানের মনে হলো যেন সে অনেকটা শহরেই আছে। এজন্যই হয়তো জ্ঞানীরা অপরের দুঃখ জানার তাগিদ দিয়েছেন, তাতে নিজের দুঃখ কিংবা না পাওয়ার বেদনা অনেকখানি হালকা হয়ে যায়।

ক্যাম্পের সকলের মাঝেই ম্যালেরিয়ার ভয় তীব্র। পার্বত্য অঞ্চলে বসবাসরত পাহাড়ি-বাঙ্কালি সকলেই এই ব্যাধিতে প্রতিনিয়ত আক্রান্ত হয় এবং মারাও যায়। তবে সঙ্গত কারণেই নির্দিষ্ট সময়ের জন্য পার্বত্য অঞ্চলে আসা সেনাসদস্যরা অনেক বেশি ম্যালেরিয়ার খুঁকিতে থাকে। কিছুদিন পূর্বেই ইউনিটের একজন সৈনিক ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হয়ে সকলের প্রচেষ্টা ব্যর্থ করে মারা পিয়েছে। বিশেষ করে তখন থেকে ম্যালেরিয়া প্রতিরোধ সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রম ক্যাম্পে নিয়মিত পালন করা হচ্ছে,





কোন ছাড় নেই। ক্যাম্পে মশা কিন্তু মোটেই দুশ্যমান নয়, বরং খুঁজে পাওয়াই দুদ্ধর। তবে বিরজির আরেক নাম হচ্ছে হাতি পোকা। এইটুকুন ছোট পোকা বা প্রায় দেখতেই পাওয়া য়য় না, তার নাম হাতি পোকা কী করে হয় এটাও এক রহস্য। তবে কামড়ে কামড়ে লোকজনকে বাতিব্যস্ত করে রাখাতে যথেষ্ট পারসম এই পোকা। তবে এত সতর্কতা অবলম্বন করা সত্ত্বেও ছয় মাস থেতে না থেতেই ম্যালেরিয়ায় অক্রান্ত হলো হাসান। এমন কউলায়ক জুয় য়ার হয়নি, সে বুঝবে না এর তীব্রতা কতখানি। জ্বরের ঘোরেই হয়তো মা-বাবার মুখখানি অনেক স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠল তার কাছে। তার কিশোরের সেই স্কুল, কুলের খেলার মাঠ আর নদী পেরিয়ে মামাবাড়ি যাওয়া সবকিছুই যেন জীবন্ত হয়ে ধয়া দিছেছ তার সামনে। জোন সদরে আনা হলো তাকে। ম্যালেরিয়ার পূর্ণাঙ্গ ভোজ শেষে অবশেষে যমে-মানুষে টানাটানি শেষ হলো।

কিছুটা সূত্ব হয়ে সে আবার ক্যাম্পে এল, তবে এবার ভিন্ন ক্যাম্প। ইভিমধ্যেই সে ক্যাম্প এলাকার দূর্ব পরীব লোকজনের জন্য প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদানের ব্যাপারে জোন সদরে অধিনায়কের সাথে কথা বলেছে। ক্যাম্পে এসেই সে এলাকার গরীব লোকজনের একটা তালিকা করে কেলল। একটা দিনে তালেরকে একতিত করে সাধ্যমতো আর্থিক সহায়তা করা হলো। এলাকায় একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে। কিন্তু ছাত্র-ছাত্রীর উপস্থিতি অত্যক্ত কম। খোঁজ নিয়ে হাসান জানতে পারল যে তালের আর্থিক দৈন্যই এর মূল কারণ। বিষয়টি জোন সদরে জানালে এবারেও ইতিবাচক সাড়া পাওয়া গেল। অতএব, কুলের শিক্ষার্থীদের মাঝে বন্টন করা হলো প্রয়োজনীয় শিক্ষাসহায়ক উপকরণ। এদিকে পার্বত্য অঞ্চলে শীত জেঁকে বসেছে। এরই মধ্যে উহলে বের হয়ে একদিন সে নিকটবর্তী টিলায় নেখতে পেল এক উপজাতি বৃদ্ধা তার ঘরের বারান্দায় জবুধবু হয়ে বসে আছেন। কাছে গিয়ে কুশল জিজ্ঞেস করতেই তার ভাষায় তিনি যা বললেন তা হলো, এ বছরের মতো শীত তিনি তার জন্মে দেখননি। আমরা যদি তাকে একটু সাহায্য করি তাহলে তিনি হয়তো এই শীতে বেঁচে যাবেন। অতএব, আবার জোন সদরের সাথে যোগাযোগ করা হলো। কলঞ্জতিতে বেশকিছু শীতবন্ধ পাঠানো হলো জোন সদর থেকে। এর সাথে সে ক্যাম্পের সেনা ও আনসার সদস্যদের কাছ থেকেও কিছু শীতবন্ধ সঞ্চাহ করল। অনতিবিলয়ে তা বন্টন করা হলো অসহার লোকজনের মাঝে।

দেখতে দেখতে হাসান পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রায় এক বছর পার করে কেলল। এরই মাঝে বিভিন্ন সমরে দায়িত্ব পালন করেছে আরো একাধিক ক্যান্দেশ। আলুটিলা ক্যান্দেশ নাড়িয়ে দূরের শান্ত-ব্লিন্ধ পাহাড় পানে তাকিয়ে তার একটা কথাই মনে হতো, সোনার বাংলার অবিচ্ছেন্য অংশ অপার সৌন্দর্বের লীলাভূমি এই পার্বত্য চট্টগ্রামে পরিপূর্ণ শান্তি কবে আসবে। আর কবেই বা এখানকার সাধারণ নিরীহ লোকজন হিংসা-হানাহানিতে লিগু সুযোগসন্ধানী লোকদের কবল থেকে মুক্ত হবে। হাসান ইতিমধ্যে ম্যালেরিয়ায় আরো দুইবার আক্রান্ত হলো, সব ধরনের সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণের পরেও। এবারের ম্যালেরিয়া যেন তার আহু কমিয়ে দিয়েছে করেক বছর। মাঝে তার ইউনিট এর অন্য সেনানিবাদে প্রত্যাবর্তনের আদেশ হলো, আর সেও নির্বাচিত হলো একটি প্রশিক্ষণে। এর সাথেই শেষ হলো পার্বত্য চট্ট্রয়ামে তার প্রথমবারের দায়িত্ব পালন। সাথে সে নিয়ে গেল পাবর্ত্য অঞ্চলের বিগত এক বছরের অন্ধ মধুর একগালা স্কৃতি।

সময় বয়ে চলে নিরন্তর, বিরামহীন গতিতে। মানুষের জীবনও চলে সময়ের সাথে তাল মিলিয়ে-প্রতিনিয়ত, প্রতিটি ক্ষণ। পার্বত্য চয়য়াম ছেড়ে আসার এক য়ুগেরও বেশি পার হয়ে গিয়েছে। আবারও মেজর হাসান এর বদলির আদেশ এলো পার্বত্য চয়য়াম। তবে এবারকার প্রেক্ষাপট য়েমনি ভিন্নতর, তেমনি দায়িত্বের আঙ্গিকও আপের থেকে আলাদা। শান্তি চুক্তি পরবর্তী বিগত এই বছরওলিতে বছমাত্রিক উন্নয়নের ছৌয়া লেগেছে পার্বত্য এই জনপদে। জীবনয়ায়ার মান উন্নত হয়েছে আনেকখানি। তবে সমস্যার বৈচিত্র্যও বেড়েছে নিঃসন্দেহে বছওণ। পূর্বের সমস্যার ধরণ যেমন পাল্টেছে, তেমনি বদলেছে তার উপযোগী সমাধান সূত্রও। এমনি এক পরিস্থিতিতে হাসান আবার আসল পার্বত্য চয়য়ামে, এবারেও গুইমারা রিজিয়নের আগুতাধীন একটি জোনে। পূর্বের অভিজ্ঞতার আলোকে ম্যালেরিয়ার প্রতিকারমূলক যাবতীয় পদক্ষেপ সে নিল অতি সতর্কতার সাথে, যদিও ম্যালেরিয়ার প্রকোপ পূর্বের তুলনায় অনেক কম। যোগাযোগ ব্যবস্থারও উন্নতি হয়েছে অনেকখান। কিছু দুর্গম এলাকা বাদে অধিকাংশ স্থানেই মোবাইল নেউওয়ার্ক বিদ্যমান। তবে এখানে এসেই সে টের পেল, মোবাইল ও ইন্টারনেট প্রযুক্তির অপব্যবহার কী হারে হছে। পার্বত্য চয়য়ামকে নিয়ে বিশেষত অত্য এলাকায় অবস্থানত সেনাবাহিনীকে নিয়ে প্রতিনিয়ত চলছে অপপ্রচার।

প্রকৃত অর্থে শান্তি চুক্তি স্বাক্ষর পরবর্তীতে পার্বত্যাঞ্চলে সেনাবাহিনী তথু শান্তি শৃজ্ঞলা রক্ষাই নয়, নিয়েজিত হয়েছে বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে। যদিও শান্তি চুক্তির পূর্বেও এরপ কর্মকাণ্ড প্রচলিত ছিল, তবে শান্তি চুক্তি পরবর্তীকালে পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে তা ভিন্নমান্না লাভ করেছে। আসলে পার্বত্য এলাকায় ঢুকেই হাসান বুঝতে পারল সেনাবাহিনীর ইতিবাচক উপস্থিতি। গাহাড়ের রাজাগুলো বরাবরই উচু-নিচু, তবে তার চেয়ে বিপজ্জনক হলো এসব রাজান্থিত বিভিন্ন মোড়। সড়ক দুর্ঘটনা প্রতিরোধে এরকম প্রতিটি মোড়েই দায়িত্বরত সেনা জোনসমূহের পক্ষ হতে রয়েছে সতর্কতাসূচক বার্তা। এছাড়া সড়কের পাশে নজরে পড়ল সেনাবাহিনীর তৈরি অনেকগুলো যাত্রীছাউনি। যাহোক, কর্মস্থলে যোপদান করল সে। যোগদানের পরের দিনগুলোতে চলল এলাকা সম্পর্কে তার পরিচিতিমূলক কার্যক্রম। সবগুলো ক্যাম্পে যেতে যেতে এখানকার জনসাধারণের জীবনযাত্রার উন্নতি চোখে পড়ল, যা কি- না কয়েক বছর পূর্বেও ছিল অকল্পনীয়। কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া প্রায় সব ঘরই টিনের। অনেকগুলো আবার ইটের তৈরি। দুর্গম এলাকায়ও অনেক লোকজন বাড়িতে ব্যবহার করছে সৌরবিনুত্রং। একটি ক্যাম্পে যাওয়ার পথে পড়ল বেশ প্রশস্ত একটি পাহাড়ি ছড়া, তার উপরে রয়েছে ঝুলন্ত সেতু। এই সেতুটি পাহাড়ি জনসাধারণের চলাচলের সুবিধার্থে পূর্ববর্তী একটি সেনা জোন কর্তুক নির্মাণ করা হয়েছে।

সামনে বাংলা নববর্ষ। প্রান্ন একই সময়ে পার্বতা চট্টপ্রামে বসবাসরত কুদ্র নৃ-পোষ্ঠীগুলোও পালন করে তাদের নিজস্ব বর্ষবরপের উৎসব। চারিদিকে উৎসবের আমেজ। এরই মাঝে একাধিক কুদ্র নৃ-পোষ্ঠীর করেকজন প্রতিনিধি তাদের বর্ষবরণ উৎসবে আর্থিক সহায়তা প্রান্তির জন্য জোন সদরে আসল। জোনের পক্ষ থেকে তাদের উপযুক্ত সহায়তা প্রদান করা হলো। আর যাওয়ার আপে তারা কিন্তু তাদের উৎসবে যোগদানের জন্য আমন্ত্রণ জানাতে ভুল করেনি। এটিই পার্বত্য এলাকায় বিদ্যুমান বাজ্ববতা। কিন্তু এর পরের দিনই সে যখন রাজ্য দিয়ে যাছিল, তখন তার চোখ আটকে গেল রাজার পাশে টানানো একটি ব্যানারের দিকে। সেনাবাহিনীর উপস্থিতির কারণে পাহাড়িদের নতুন বছরের উৎসব প্রতিপালন বাধায়াছ হচ্ছে এরকমই অভিযোগ লেখা রয়েছে ব্যানারে। এই এলাকাটিতে শান্তি চুক্তি বিরোধী একটি সংগঠনের বেশকিছু লোক বসবাস করে তা সে ইতিমধ্যেই জেনেছে। তবে সে আকর্ষ হলো এই ভেবে যে কিন্তাবে বিদ্যুমান বান্তবতার সম্পূর্ণ বিপরীত একটি বন্ডব্যুকে রাল্তা দিয়ে চলাচলকারী দূর-দ্রান্তের লোকজনের কাছে পৌছে দেয়া হচ্ছে। তবে এর কয়েকদিন পরেই সেনা রিজিয়ন এর পৃষ্ঠপোষকতায় আয়োজিত নববর্ষ উৎসবে পাহাড়ি জনসাধারণের স্বত্যস্কূর্ত অংশগ্রহণ ও উপস্থাপনাও ছিল চোখে পড়ার মতো ও মনোমুঞ্কর।

পার্বত্য চট্টপ্রামে মোতায়েনকৃত প্রতিটি সেনা ইউনিটই স্ব স্ব এলাকায় শিক্ষা বিস্তারে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে থাকে। অনেক এলাকায় স্কুল কলেজ প্রতিষ্ঠা এবং শিক্ষার্থীদের বেতন-ভাতা প্রদানসহ প্রতিষ্ঠান পরিচালনার দায়িতেও সেনাবাহিনী নিয়োজিত রয়েছে। হাসান দেখল যে তার জোন কর্তৃক দুর্গম এলাকায় শিক্ষকদের বেতন ভাতা ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক খরচ প্রদানসহ একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিচালনা করা হচ্ছে, যার শতভাগ শিক্ষার্থী ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীভুক্ত। বিদ্যালয়টি সরকারিকরশের প্রক্রিয়াও প্রায় শেষের পথে। আরেকটি স্কুলে প্রতিমাসে বড় অংকের আর্থিক অনুদান এবং বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিবদের প্রশিক্ষণের জনাও নিয়মিত আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হচ্ছিল। এছাড়া বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা উপকরণ বিতরণের পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের জন্য আন্তঃস্কুল বিতর্ক ও কুইজ প্রতিযোগিতা, বাংসরিক জীড়া ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মতো সহশিক্ষা কার্যক্রমেও জোনের পক্ষ হতে নিরমিত সহারতা প্রদান করা হয়ে থাকে। একবার একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পক্ষ হতে বিভিন্ন অনুষ্ঠান আয়োজনের নিমিত্তে স্পিকারসহ শব্দযন্ত্র (পিএ ইকুইপমেন্ট) চাওয়া হলে তা প্রদান করা হয়। আরেকবার এলাকার একটি বিদ্যালয় আয়োজিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে সে যোগদান করে। সেখানে পাহাড়ি ছাত্র-ছাত্রীদের পরিবেশনা ছিল অত্যন্ত আকর্ষণীয়। এ থেকে পাহাড়ে বসবাসরত কুদ্র-নৃ-পোষ্ঠীর জনসাধারণের সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সম্পর্কে তার ধারণা আরও পোক্ত হলো। এছাড়া ভইমারা রিজিয়ন সদরের তত্ত্বাবধানে ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর শিশুদের জন্য আয়োজিত একটি ত্রীড়া প্রতিযোগিতায় উপস্থিত ছিল হাসান। সেখানে শিশুদের ও তাদের অভিভাবকদের স্বতঃস্কূর্ত অংশগ্রহণ ছিল দেখার মতো। এরই মাঝে এলাকার তরুণ ও যুবকদের জন্য জোনের পক্ষ থেকে আয়োজন করা হলো আন্তঃইউনিয়ন ফুটবল প্রতিযোগিতা। সেখানেও সকলের সাড়া ছিল অভুতপূর্ব। এছাড়া হাসান অধিনায়কের সাথে আলোচনা করে দুর্গম এলাকার বিভিন্ন ক্লাবে খেলাধুলার সরঞ্জাম বিতরণের ব্যবস্থা कत्रम ।





রোজার মাস। যদিও বর্ষাকাল এখনো ভরু হয়নি, তবে বৃষ্টি হচ্ছে অবিরাম। পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাডসমূহের বিশেষ গঠনশৈলীর কারণে একটানা বৃষ্টি হলে ভূমিধ্বসের আশঙ্কা তৈরি হয়। আর বৃষ্টি হলেই সামান্য পানির পাহাড়ি ছড়াগুলোও যেন মূহুর্তের মধ্যেই পানিতে টইটযুর হয়ে যায়। খবর পাওয়া গেল নিকটবর্তী ধূলিয়া খালে পানির তোড়ে ভাঙ্গন ওক্ন হয়েছে। অতএব, ভাঙ্গন প্রবন এলাকা হতে লোকজনকে উদ্ধার করতে উপজেলা প্রশাসনের সহায়তায় আশ্রুয়কেন্দ্র খোলা হলো। জোনের তরফে সেখানে তকনো ও রান্না করা খাবার প্রেরণ করা হলো। এছাড়াও প্রতিনিয়ত আশে পাশের এলাকায় ছোট-খাট ভূমিধ্বসের খবর পাওয়া মাত্রই লোকজনকে উদ্ধার করা হচ্ছিল। একদিন একটি ক্যাম্পে যাওয়ার পথে হাসান লক্ষ্য করলো যে একটি পাহাড়ের ঢালে ছেটি-খাট ভূমিধ্বস হয়েছে, কিন্তু তার নিচেই ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় দুইটি পরিবার বসবাস করছে। সে ঐ পরিবার দুইটির কাছে গিয়ে সরেজমিনে বিষয়টি প্রত্যক্ষ করে সাথে সাথে স্থানীয় জনপ্রতিনিধির সাথে যোগাযোগ করলো এবং বুঁকিতে থাকা লোকজনকে উদ্ধারের ব্যবস্থা করলো। এদিকে ভূমিধ্বলে সবচেরে বেশি হতাহতের খবর পাওয়া যাচ্ছিল রাঙ্গামাটি হতে। ভূমিধ্বদে মৃত্যুর মিছিলে প্রতিদিনই নতুন নতুন লোক সামিল হচ্ছিল সেখানে। আরো জানা গেল যে পার্বত্য চট্টগ্রামের বিভিন্ন দুর্যোগ কবলিত এলাকায় কাজ করে যাছে সেনাবাহিনীর সদস্যপণ। এমনি একদিন খবর পাওয়া গেল যে রাঙ্গামাটিতে ভূমিধ্বস পরবর্তী উদ্ধার কার্যক্রম পরিচালনা করতে গিয়ে দইজন সেনা কর্মকর্তাসহ সর্বমোট পাঁচজন সেনাসদস্য শহীদ হয়েছে। এছাড়া আহত হয়েছে আরও অনেকজন। শহীদদের নাম জানতে পেরে স্তব্ধ হয়ে পেল হাসান। কারণ এই তালিকায় যে রয়েছে তারই এক কোর্সমেটের নাম। সদা শান্ত, সৌযাদর্শন আর নিপাট ভদ্রলোক তার বন্ধটি বেঁচে নেই- এটা বিশ্বাস করতেই যেন কট্ট হচ্ছিল। এত অল্পতেই সে চলে যাবে, কখনো মনে হয়নি। নিজ কর্মের দ্বারা শেষ পর্যন্ত বাংলাদেশ সেনাবাহিনীকে গৌরবাধিত করেছে সে- তবে এজন্য তাকে উৎসর্গ করতে হয়েছে নিজের জীবন। তার স্ত্রী হয়েছে বিধবা, একমাত্র সম্ভানটি হয়েছে পিতৃহারা।

দেখতে দেখতে বর্বা মৌসুম চলে এল। বৃক্তরোপদের এখনই উপযুক্ত সমন্থ। পূর্ববর্তী বছরসমূহের ন্যায় এবছরও জোন সনরের পক্ষ হতে জনসাধারণের মাঝে বিভিন্ন রকমের প্রচুর ফলজ, বনজ ও ঔষধি পাছের চারা বিভরণ করা হলো। ওধু তাই নয়, হাসানের বিশেষ উৎসাহে কৃষি কর্মকর্তাদের মাধ্যমে সকলের মাঝে প্রয়োজনীয় কৃষি পরামর্শ প্রদানের ব্যবস্থা করা হলো। এখানে উল্লেখ্য যে পার্বত্য অঞ্চলে অপরিকল্পিতভাবে জ্বম চাষের বিজার ঘটার এবং দুষ্কৃতিকারীদের হারা নির্বিচারে বনজ সম্পদ লুটের কারণে অত্র অঞ্চলের প্রাকৃতিক ভারসাম্য আন্ধ হ্মকির মূখে। তবে আশার কথা এই যে কাঠ পাচারের বিক্লজে পার্বত্য চট্টয়ামের সেনা জোনসমূহের কঠোর অবস্থানের কারণে বনজ সম্পদের পাচার আগের চেরে অনেক কমেছে। এছাড়া বিভিন্ন পর্যায়ে গৃহীত পদক্ষেপের কারণে বাণিজ্যিকভাবে বনায়নের হারও অনেকখানি বেড়েছে।

সরকারের পক্ষ থেকে বিভিন্ন সময়ে পার্বত্য অঞ্চলে স্বাস্থ্যসেবা সম্প্রসারণে ব্যাপক উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। তবে দুর্গম অঞ্চলে বসবাসকারী প্রান্তিক জনগণের কাছে স্বাস্থ্যসেবা পৌছানো অত্যন্ত দুক্রহ একটি কাজ এবং এক্ষেত্রেও এপিয়ে এসেছে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী। প্রতি মাসে প্রতিটি ক্যাম্প এলাকায় জোন সদরের সামরিক ডাজার কর্তৃক স্থানীয় জনসাধারণকে চিকিৎসাসেবার পাশাপাশি বিনাম্ল্যে ঔষধ প্রদান করা হয়। উল্লেখযোগ্য সংখ্যক পাহাড়ি ও বাঙালি যারা ন্যূনতম চিকিৎসাসেবা খেকে বক্ষিত তানের জন্য নিয়সন্দেহে এ এক বিরটি আশীর্বাদ। এছাড়াও চিকিৎসাসেবা প্রদানকারী অন্যান্য সহযোগী সংগঠনের সাথে সমস্বয়ের মাধ্যমে প্রায়শ বিনাম্ল্যে চন্দু ও দন্ত শিবিরের আয়োজন করা হয়। এ ব্যাপারে জোন সদরের তক্ষণ সামরিক ডাজারের আয়হ ছিল চোখে পড়ার মতো। এরকম একাধিক শিবিরে জনসাধারণের অংশগ্রহণ ও ইতিবাচক প্রতিক্রিয়া দেখে আপ্রত হয় হাসান।

ভৌগোলিক অবস্থান ও অন্যান্য কিছু কারণে পার্বত্য চট্টপ্রাম বিভিন্ন ধরনের মাদকদ্রব্যের প্রচলন লক্ষ্য করা যায়। আর মাদকদ্রব্যের প্রসার ঘটলে তা একদিকে যেমন সামাজিক ভারসায় নাই করে, অন্যদিকে তা নিরাপজাজনিত হুমকিরও সৃষ্টি করে থাকে। এজন্য মাদকদ্রব্যের ব্যবহার ও প্রসার রোধকল্পে জোনের পক্ষ থাকে বিভিন্ন সহযোগী সংস্থার সমস্বয়ে সচেতনতামূলক ব্যাপক কার্যক্রম পরিচালনা করা হলো। এছাড়া মাদকদ্রব্যা পাচার ও ব্যবসার সাথে জড়িত ব্যক্তিবর্ণের ব্যাপারে শূন্যসহিক্ষ্ নীতি (জিরো টলারেপ) অবলম্বনপূর্বক জোনের পক্ষ হতে অনেককে আইন-শূক্ষালা রক্ষাকারী বাহিনীর কাছে সোপর্দ করা হয়।

পিছিরে পড়া এলাকার উন্নয়নে উপযুক্ত কর্মসংস্থান সৃষ্টির কোন বিকল্প নেই। পার্বত্য এলাকার জনসাধারণের কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে সরকার কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন কর্মসৃত্যি চলমান রয়েছে। এছাড়া অত্য এলাকার বিভিন্ন কর্মসংস্থান সহায়ক কার্যক্রমে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীও সম্পৃত্ত রয়েছে। এরই অংশ হিসেবে জোনের খরচে নির্বাচিত বেশ কিছু পাহাড়ি যুবককে কারিগরি প্রশিক্ষণে পাঠানো হলো। পাশাপাশি মহিলাদের জন্য সেলাই প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হলো, যাতে তারা আত্মনির্ভরশীল হতে পারে। এসবের পাশাপাশি গরীব ও অসার লোকজনকে প্রায়শ আর্থিক সহায়তা, গৃহনির্মাণ সামগ্রী ও শীতবন্ধ বিতরণ করা হয়।

বাংলাদেশের প্রায় এক দশমাংশ এলাকা জুড়ে পার্বত্য চইপ্রাম (খাগড়াছড়ি, রাঙ্গামাটি ও বান্দরবান) বিকৃত। পার্বত্য চইপ্রামের ইতিহাসের সাথে বহু সম্প্রদায় ও বিচিত্র ভৌগোলিক পরিবেশ জড়িত। এটি বাংলাদেশের চিরকালীন অখণ্ড ও অবিচ্ছেদ্য অংশ। দিগন্ত বিস্কুত পাহাড়িকার মৌন নিস্তব্ধ সৌনর্থিক বেশ এই পার্বত্য চইপ্রামে শান্তি বাহিনী নামক একটি বিচ্ছিন্নভাবাদী সংগঠনের কার্যক্রম তরু হওয়ার প্রেক্তিতে সেনাবাহিনী মোতায়েন করা হয়। অত্যন্ত সক্ষণতার সাথে বিচ্ছিন্নভাবাদীদের অপতৎপরতা নস্যাৎ করে দেশের অখণ্ডতা রক্ষায় নির্দ্রনভাবে কাজ করে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী। প্রায় দুই দশকের সংখাত শেষে ২ তিসেমর ১৯৯৭ সালে সম্পাদিত হয় ঐতিহাসিক শান্তি চুক্তি। কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের সাথে হাসান লক্ষ করল যে শান্তি চুক্তির পূর্বে পার্বত্য চইপ্রামে সেনাবাহিনীর ভূমিকা সম্পর্কে কিন্তুটা ধারণা থাকলেও শান্তি চুক্তি পরবর্তীতে পার্বত্য চইপ্রামে সেনাবাহিনীর ভূমিকা সম্পর্কে দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনসাধারণের বচ্ছ কোন ধারণাই নেই। বিভিন্ন ধরনের অপ্রচারের কারণে অনেকের ভিতরেই পার্বত্য চইপ্রামে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ভূমিকা সম্পর্কে নেতিবাচক মনোভাব বিদ্যমান। দেশের অখন্ততা রক্ষা করতে গিয়ে প্রতিকূল পরিস্থিতিতে প্রতিটি সেনাসদস্যের যে ত্যাগ, সীমাহীন কট্ট তা বেন অনেকেই ভূলে যায়।

শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরের দুই দশক পার হয়ে গেলেও পার্বত্য অঞ্চলে পুরোপুরি শান্তি এখনো আসতে পারেনি, বরং ঘোলা পানিতে মাছ শিকারের নেশায় উন্ত হয়েছে কিছু সুযোগসন্ধানী মহল। এদের কারো অবস্থান পার্বত্য চট্টপ্রামে আর কেউবা কলকাঠি নাড়ে, মদদ যোগার দুর থেকে। তবে একটি জায়গায় এদের সম্পূর্ণ মিল আর তা হলো যে কোনো প্রকারেই পার্বত্য অঞ্চলের শান্তি সম্প্রীতি বিনষ্ট করতে হবে, শান্তি প্রক্রিয়াকে করতে হবে বাধাগ্রন্থ। কথার আছে, 'মায়ের চেয়ে মাসীর দরদ বেশী'-আর এদের ক্ষেত্রে এ কথাটি যেন শতভাগ প্রযোজ্য। অনেকের হয়তো কোন দিন পার্বত্যাঞ্চলে পায়ের ছাপও পড়েনি, হলে কী হবে, তাদের আছে ক্ষুরধার লেখনী আর সদাসচল জবান। তিলকে তাল করতে এদের জুড়ি মেলা ভার। জারক রসেও সেনাবাহিনীর কোন সাফল্য এদের যেন হজম হতে চার না। গভীর হতাশার সাথে হাসান দেখলো যে পার্বতা চট্টগ্রামে সেনাবাহিনীর অজস্র ইতিবাচক কর্মকান্তের সামান্য অংশই সঠিকভাবে উপস্থাপিত হয়, বরং বিভিন্ন ধরনের নেতিবাচক প্রচারণাই হয় বেশি। সেনাবাহিনীর শত অর্জনের মাঝে কোন ব্যত্যয় হলেই তাকে উপজীব্য করে এবং ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে চলে অনবরত প্রচারণা। অবাধ তথাপ্রবাহের এই যুগে। সুযোগসন্ধানী গোষ্ঠী এবং প্রিন্ট ও ইলেবট্রনিক মিডিয়ার অপপ্রচার একদিকে হেমন জনসাধারণকে বিদ্রান্ত করছে, অন্যদিকে তেমনি পার্বত্য এলাকার বসবাসরত পাহাড়ি ও বাঙালিদের মাঝে বিভাঞ্জনের দেয়াল তুলে দিছে। এছাড়া স্বার্থাদ্বেখী মহল কর্তৃক সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার করেও চলে সার্বক্ষণিক অপপ্রচার। হাসান আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করে যে কেবল সংশ্লিষ্ট সকলের ইভিবাচক ও বিবেকপ্রসূত সচেতনতাই এ সকল নেতিবাচক কর্মকান্ত প্রতিরোধে কার্যকরী ভূমিকা পালন করতে পারে।

সময়ের সাথে তাল মিলিয়ে পার্বত্য চট্টয়ামে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর কার্যক্রমেও এসেছে পরিবর্তন, যোগ হয়েছে বহুমাত্রিকতা। পার্বত্য অঞ্চলে শান্তি-শৃক্তলা রক্ষা ও সন্ত্রাসী গোষ্টীসমূহের কার্যক্রম প্রতিরোধের পাশাপাশি জনসাধারণের জীবনমান উন্নয়নে নিরলসভাবে কাজ করছে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী। আসলে উন্নয়নের মহাসভূকে সকলকে সামিল করতে পারলেই তাকে প্রকৃত উন্নয়ন বলা যায়। আর এ লক্ষ্যে সরকারের বিভিন্ন সংস্থার পাশাপাশি নিজন্ব সক্ষমতার সব্টুকু নিংড়ে দিয়ে কাজ করছে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী। পার্বত্য অঞ্চলে শিক্ষা, যোগাযোগ, সাম্প্রদারিক সম্প্রীতি, দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা, কৃষি, স্বাস্থাসেবা, কর্মস্থান- প্রতিটি ক্ষেত্রেই বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর রয়েছে গৌরবসীও অংশগ্রহণ। সীমাহীন সৌন্দর্যের আযার পার্বত্য উট্টয়ামের রয়েছে অপার সন্তাবনা। তবে সেই সম্ভাবনাকে বাস্তবে রূপ দিতে প্রয়োজন স্থিতিশীল ও নিরাপদ পরিবেশ। আর এ লক্ষ্যে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী তক্ষ থেকেই অন্ত অঞ্চলে কাজ করে যাছে। শত প্রতিকৃপ পরিস্থিতির মোকাবেলা





# অপ্রতিরোধ্য অগ্রযাত্রায় বাংলাদেশ এবং বাংলাদেশ সেনাবাহিনী

লেফটেন্যান্ট কর্নেল মোঃ খালিদ সারফুরাহ, পিএসসি

# ভূমিকা

ষ্ট্রোন্নত দেশের ধারণাটি ১৯৬০ এর দশকে প্রথম প্রবর্তিত হলেও জাতিসংঘ প্রথম ব্যক্লোন্নত দেশগুলোকে পৃথকভাবে শ্রেণিবন্ধ করে ১৯৭১ সালে। মাথাপিছু আর, মানবসম্পন ও অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতার বিভিন্ন সৃহকে জাতিসংঘ নির্ধারিত সীমার (Threshold) মধ্যে থাকা দেশগুলো ব্যক্লোন্নত দেশ হিসেবে চিহ্নিত। ব্যক্লোন্নত দেশগুলোতে সাধারণত জীবনযাত্রার মান কম, শিল্প বাণিজ্যে এ সমস্ত দেশ অনপ্রসর এবং মানব উন্নয়ন সূচকে অপরাপর দেশের ভূলনার এই দেশগুলো পিছিরে। বিশ্বের অপেক্ষাকৃত দরিত্র দেশগুলো আর্থ-সামাজিক বিভিন্ন মানদঙ্গে ক্রমশ পিছিরে থাকার প্রেক্ষাপটে এ সমস্ত দেশের উন্নয়ন প্রক্রিয়াকে তরান্বিত করার লক্ষ্যে জাতিসংঘ প্রথম ব্যক্লোন্নত দেশের ধারণাটি প্রবর্তন করে।

অপরদিকে বর্তমানে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা বিশ্বের দেশগুলোকে তাদের আর এবং সামাজিক কিছু সূচকের ভিত্তিতে করেকটি তাগে তাগ করে থাকে। এগুলোর মধ্যে বিশ্ববাংক ঋণ প্রদানের সুবিধার জন্য সদস্য দেশগুলোকে নিমু আরের দেশ, নিমুমধ্যম আরের দেশ, উচ্চ আরের দেশ এই চার তাগে তাগ করেছে। প্রতিবছর এই তালিকা নতুন করে তৈরি করা হয়। তবে এই তাগটি বধু আয়ভিত্তিক বলে এখানে কোনো দেশের সামগুকি উন্নয়নের চিত্রটি বোঝা যার না। কেননা, উচ্চ মাধাপিছু আর থাকার পরও কাঠামোগত দুর্বলতার কারণে অনেক দেশ সামাজিক সূচকে পিছিরে থাকে।

জাতিসংঘের তথামতে বর্তমানে বিশ্বে সর্বমোট ৪৭টি দেশ স্বল্প্লোর্রত দেশের তালিকার রয়েছে। বাংলাদেশ স্বল্পোর্রত দেশের তালিকার অন্তর্ভুক্ত হয় ১৯৭৫ সালে। স্বল্পোর্রত দেশ নিয়ে জাতিসংঘের প্রতিষ্ঠান আন্তর্টাতের নেতৃত্বে ১৯৮১, ১৯৯০, ২০০১ ও ২০১১ সালে চারটি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। মাননীর প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে একটি উচ্চ পর্যায়ের বাংলাদেশ প্রতিনিধিদল গত ০৯-১৩ মে ২০১১ তারিখে তুরক্তের ইন্তামুল শহরে অনুষ্ঠিত স্বল্পোর্রত দেশসমূহের ৪র্থ জাতিসংঘ সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন। সম্মেলনে স্বল্পোর্রত দেশসমূহের সামপ্রিক উন্নয়নের লক্ষ্যে ইন্তামুল যোঘণা ও ইন্তামুল কর্মপরিকল্পনা (Istanbul Programme of Action-IPoA) গৃহীত হয়। এ কর্মপরিকল্পনার সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য হল, ২০২০ সালের মধ্যে অর্ধেক সংখ্যক দেশকে স্বল্পোর্রত দেশের ক্যাটাগরি থেকে উত্তরণ (graduation) ঘটানো। এখন পর্যন্ত সর্বমেটি পাঁচটি দেশ স্বল্পোর্রত দেশ থেকে উত্তরণে সক্ষম হয়েছে। এ দেশগুলো হল-বোতসোয়ানা (১৯৯৪), কেপ ভারদে (২০০৭), মালন্বীপ (২০১১), সামোয়া (২০১৪) ও ইকুয়েটরিয়াল গিনি (২০১৭)।

# বক্সোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণের সূচকসমূহ

জাতিসংঘের অর্থনৈতিক এবং সামাজিক কাউলিল (Economic and Social Council-ECOSOC) এর উন্নয়ন নীতিমালা বিষয়ক কমিটি (Committee for Development Policy-CDP) তিনটি সূচকের ভিত্তিতে তিন বছর পর পর উন্নয়নশীল দেশ থেকে উত্তরণের বিষয় পর্যালোচনা করে। এই কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী স্বন্ধোন্নত দেশ থেকে বেরিয়ে আসার সূচকগুলো হচ্ছে:

- মাধাপিছু জায় (Gross National Income per Capita)

   হা বিগত তিন বছরের গড়

  মাধাপিছু জাতীয় আয় হতে নির্ধারণ করা হয়।
- মানবসম্পদ সূচক (Human Assets Index)- এই সূচকটি পুষ্টি, স্বাস্থ্য, মৃত্যুহার, স্কুলে
  ভর্তি ও শিক্ষার হারের সমন্বরে তৈরি হয়।





 অর্থনৈতিক ভন্নরতা স্চক (Economic Vulnerability Index)- যা প্রাকৃতিক দুর্যোগ, বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক আঘাত, জনসংখ্যার পরিমাণ এবং বিশ্ববালার থেকে একটি দেশের দূরতুসহ আটটি বিষয়ের ওপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়।

উপযুক্ত যে কোনো দুটি স্চকের মান অর্জন করতে পারলেই একটি দেশ স্বল্লোন্নত দেশের তালিকা থেকে উত্তরণ ঘটানোর যোগ্যতা অর্জন করে। তবে ইচ্ছা করলে কোনো দেশ শুধু মাখাপিছু জাতীয় আরের ভিত্তিতেও এলভিসি থেকে বেরিয়ে আসার যোগ্যতা অর্জন করতে পারে। সে ক্ষেত্রে তার মাথাপিছু আয় মূল্যায়নের বছরে নির্ধারিত প্রয়োজনীয় আরের দ্বিশুণ হতে হবে।

কোনো দেশ পর পর দূটি ত্রিবার্ষিক পর্যাগোচনায় (৬ বছর) তিনটি সূচকের যে কোনো দূটিতে উঞ্জীর্দ হলে অথবা জাতীয় মাথাপিছু আয় নির্ধারিত মানের হিগুণ অর্জন করতে পারলে তাকে জাতিসংঘ উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে ঘোষণা দেয়।

#### মৃশ্যায়ন - স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উত্তরণে বাংলাদেশের যাত্রা

সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশ আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের বিভিন্ন সূচকে ব্যাপক অর্থগতি অর্জন করেছে। এরই সুবাদে গত ১২-১৬ মার্চ ২০১৮ তারিখে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে সিডিপি এর পরবর্তী ব্রিবার্ধিক পর্বালোচনা সভায় বাংলাদেশ প্রথমবারের মতো আনুষ্ঠানিকভাবে সঞ্জোন্নত দেশ থেকে উত্তরণের সকল মাননত পুরণের স্বীকৃতিপ্রাপ্ত হয়।

২০১৮ সালের এলডিসি থেকে উদ্তরণের জন্য সিভিপি কর্তৃক যে মান নির্ধারণ হয়, তাতে একটি দেশের মাথাপিছু আয় হতে হবে কমপক্ষে ১,২৩০ মার্কিন ভলার। বিশ্বব্যাংক নির্ধারিত যে আ্যটলাস পদ্ধতিতে এ আয় নির্ধারণ করা হয় সেই হিসাবে বাংলাদেশের মাথাপিছু আয় এখন ১,২৭১ মার্কিন ভলার। মানব সম্পন সূচক যা কিনা পুষ্টি, স্বাস্থ্য, স্কুলে ভর্তি ও শিক্ষার হারের সমস্বয়ে তৈরি হয়, সেখানে একটি দেশের ক্ষার থাকতে হবে ৬৬ বা তার বেশি। এক্ষেত্রে, বাংলাদেশের বর্তমান ক্ষার হচ্ছে ৭২,৯। অর্থনৈতিক ভসুরতা সূচক যেটি কিনা প্রাকৃতিক দুর্যোপ, বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক আঘাত, জনসংখ্যার পরিমাণ এবং বিশ্ববাজার থেকে একটি দেশের দূরতের ওপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয় সেখানে একটি দেশের ব্যার করা হত্ত হবে ৩২ বা তার কম। এক্ষেত্রে বাংলাদেশের ক্ষার ২৪.৮।

#### উত্তরণের সূচকে বাংলাদেশের অবস্থান

নির্ণায়ক	মানদণ্ড ২০১৮	সিভিপি	বিবিএস
মাথাপিছু আর	১২৩০ মার্কিন ভলার বা তার বেশি (গত তিন বছরের গড়)	১২৭২ মার্কিন ভলার	১২৭১ মার্কিন ডলার
মানব সম্পদ সূচক	৬৬ বা তার বেশি	92,6	92.3
অৰ্থনৈতিক ভদুৱতা সূচক	৩২ বা তার কম	₹₹.0	₹8,5

সূত্রঃ সিডিপি এবং বিবিএস এর সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী

গত ১২-১৬ মার্চ ২০১৮ তারিখে সিভিপি এর ত্রিবার্ষিক পর্যালোচনা সভার পরপরই সিভিপি আনুষ্ঠানিকভাবে জাতিসংঘে নিযুক্ত বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধিকে বাংলাদেশ প্রাথমিকভাবে স্বক্লোন্নত দেশ থেকে উত্তরপের মানদণ্ড পূরণ করেছে মর্মে অবহিত করে। পাশাপাশি সিভিপি আনুষ্ঠানিকভাবে ECOSOC কে পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহপের জন্য অবহিত করবে।

পরবর্তী ধাপে আন্টোড বাংলাদেশের আর্থ-সামান্তিক অবস্থা ও উন্নয়ন প্রেকাপটের আলোকে একটি ভঙ্গুরতা পর্যালোচনা বা Vulnerability Profile তৈরি করবে। একই সাথে DESA (Department of Economic and Social Affairs) স্বঞ্জোন্নত দেশ থেকে বাংলাদেশের উত্তরণের সম্ভাব্য প্রভাব কী হতে পারে, বিশেষত দেশে বর্তমানে বিদ্যমান উন্নয়ন সহযোগিতা কার্যক্রম ও বহির্বাদিক্ষ্যের উপর কি প্রভাব পড়তে পারে তার আলোকে একটি প্রভাব পর্যালোচনা বা Impact Assessment তৈরি করবে।

এরপর ২০২১ সালে অনুষ্ঠেয় পরবর্তী ত্রিবার্ষিক পর্যালোচনায় বাংলাদেশ যদি পুনরায় সিভিপি এর মানদণ্ডলো পুরণে সক্ষম হয় ভাহলে সিভিপি ECOSOC তা অনুমোদনপূর্বক জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের নিকট বাংলাদেশকে এলডিসি থেকে উত্তরণের সুপারিশ করবে। সেক্ষেত্রে, এর তিন বছর পর, অর্থাৎ ২০২৪ সালে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বক্সোত্রত দেশের তালিকা থেকে বেরিয়ে আসবে বাংলাদেশ।

স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উত্তরণের পূর্বেই তিন বছরে (অর্থ্যাৎ ২০২১ থেকে ২০২৪ সালের মধ্যে) বাংলাদেশ তার উন্নয়ন সহযোগীদের অংশগ্রহণে একটি ক্রান্তিকালীন কৌশলপত্র তৈরি করবে যা এলভিসি থেকে বেরিয়ে আসার পরবর্তী তিন বছরে (২০২৪-২০২৭) বান্ধবায়ন করা হবে। এ পুরকৌশল তৈরির মূল উদ্দেশ্য হল স্বল্পোন্নত দেশ থেকে বেরিয়ে আসার পরবর্তী থাপে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সহায়তা (International Support Measures) কমে আসার প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের উন্নয়ন কার্যক্রম যাতে ব্যাহত না হয় তা নিশ্চিত করা।

একটি সুখি সমৃদ্ধ সোনার বাংলা গঠনের প্রত্যয়ে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত হয় স্বাধীন বাংলাদেশ। সোনার বাংলা গড়ার লক্ষ্যে সরকার প্রেক্ষিতে পরিকল্পনা ও রূপকল্প ২০২১ বাজবায়নের কাজ শুরু করে। ইতোমধ্যে সরকার সফলভাবে সহস্রান্ধ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সক্ষম হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সঠিক ও যোগ্য নেতৃত্বের মাধ্যমে বাংলাদেশ আজ স্বল্পোত্রত দেশ থেকে উত্তরণের সুপারিশ লাভের মধ্য দিয়ে প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ও রূপকল্প ২০২১ এর সফল বাজবায়ন করতে বাচেছে। উন্নয়নের অপ্রতিরোধ্য অর্থযাত্রায় এখন বাংলাদেশ। এ অপ্রযাত্রাকে ক্রখে কার সাধ্যঃ এরই ধারাবাহিকতায় ২০৩০ সালের মধ্যে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন ও ২০৪১ সালে বাংলাদেশ পৌছে যাবে স্বপ্লের উন্নত দেশের তালিকায়।

## বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর উন্নয়ন ও আধুনিকায়ন

মহান স্বাধীনতা যুদ্ধের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর জন্ম। স্বাধীনতার পর পরই জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যুদ্ধ বিধ্বন্ত দেশকে গড়ে তোলার কঠিন সংগ্রামের মধ্যেও সদ্য স্বাধীন দেশের জন্য একটি আধুনিক সেনাবাহিনী পড়ে তোলার উপর জাের দেন। দেশরকার অতস্ত্র প্রহরী সেনাবাহিনীর পুনর্গঠন, উন্নয়ন ও আধুনিকায়নের যে ধারা জাতির পিতা সূচিত করে গেছেন তারই ফলঞ্চতিতে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী আজ বর্তমান অবস্থানে উপনীত। জাতির পিতার পলাছ অনুসরণ করে বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেষ হাসিনা সেনাবাহিনীর উন্নয়ন ও আধুনিকায়নে যুগান্তকারী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন। 'কাের্সেস গোল-২০৩০' তারই এক উজ্জ্বল দুষ্টান্ত।

# সাংগঠনিক উন্নয়ন

সেনাবাহিনীর আধুনিকারনের অংশ হিসেবে এই সময়কালে নতুন ব্রিগেড, রেজিমেন্ট ও ইউনিট প্রতিষ্ঠা করা হয়। এরই আলোকে ১৯৯৯ সালে যমুনা সেতুর নিরাপন্তার জন্য ৯৮ কম্পোজিট ব্রিগেড, ২৫ এয়ার ডিফেল (এডি) রেজিমেন্ট আর্টিলারি, ১০ রিভারাইন ইঞ্জিনিয়ার (আরই) ব্যাটালিয়ন এবং ২০০০ সালে ৫২ পদাতিক ব্রিগেড প্রতিষ্ঠা করা হয়। এছাড়া ২০০১ সালে সদর দশুর স্পেশাল ওয়ার্কস অর্থানাইজেশন প্রতিষ্ঠা করা হয়। দেশের সার্বিক নিরাপন্তা ও উন্নয়নে এই প্রতিষ্ঠানসমূহের ভূমিকা ওক্তপূর্প। এছাড়াও অভিযানিক সক্ষমতার জন্য এবং সেনাবাহিনীর সম্প্রসারণের অংশ হিসেবে ২৫ এপ্রিল ১৯৯৬ সালে ময়মনসিহে স্ট্যাটিক সিগন্যাল কোম্পানি ও ৩৭ ভিতিশন এসটি ব্যাটালিয়ন এবং ০২ অক্টোবরর ১৯৯৬ তারিখে ১২ ল্যালার নামে একটি নতুন ইউনিট্সহ উক্ত ইউনিট্র জন্য একটি ওয়ার্কশপ সেকশন ও একটি Armoured Fighting Vehicle (এএকভি) রিকভারি প্রাট্ন প্রতিষ্ঠা করা হয়। ১৯৯৮ সালে ১৭ ইঞ্জিনিয়ার কনস্ট্যকশন ব্যাটালিয়ন (ইসিবি), ৩৯ বার এবং ৩৯ ভিতিশন লোকেটিং ব্যাটারি, ৮১ ফিন্ড এ্যান্থলেল ও০৭ ভিতিশন অর্জন্যাল কোম্পানি প্রতিষ্ঠিত হয়। ২০০১ সালে ২১ বার, ১১৭ ব্রিগেভ সিপন্যাল কোম্পানি, ২২ বার, ১৪১ ফিন্ড ওয়ার্কশপ কোম্পানি, ১৯ ইঞ্জিনিয়ার কনস্টাকশন ব্যাটালিয়ন (ইসিবি) ওয়ার্কশপ প্রতিষ্ঠা করা হয়।

ফোর্সেস পোল ২০৩০ এর আলোকে একটি আধুনিক সেনাবাহিনী গড়ে তোলার লক্ষ্যে বর্তমান সরকারের প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। এরই ধারাবাহিকভায় ২০১৩ সালে সিলেট সেনাবাহিনীতে ১৭ পদাতিক ভিতিশন এবং একই সালে ১৯ কম্পোজিট ব্রিপেড প্রতিষ্ঠা করা হয়। সেনাবাহিনীর অপ্রধাত্রার এই ধারাবাহিকভায় ২০১৫ সালে ১০ পদাত্তিক ভিতিশন এবং একই সালে টাংগাইলে বঙ্গবন্ধু সেনানিবাস









প্রতিষ্ঠা করা হয়। সেনাবাহিনীর উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের অংশ হিসেবে ১০ মার্চ ২০১৬ তারিবে রামু সেনানিবাসে একটি ব্রিপেভসহ কয়েকটি ইউনিট এবং ২৩ নভেম্বর ২০১৬ তারিব সিলেটে ১৭ পদান্তিক ভিভিশনের অধীনে নবগঠিত ব্রিপেভসহ কয়েকটি ইউনিটের কার্যক্রম শুরু হয়। গত ৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৮ তারিবে লেবুখালিতে নবগঠিত ৭ পদাতিক ভিভিশনের পথ চলা শুরু হয়।

সেনাবাহিনীর উন্নয়নের অংশ হিসেবে পদ্মা সেতু এলাকার একটি সেনানিবাস গড়ার কাজ চলমান রয়েছে এবং কিশোরপঞ্জ জেলার মিঠামইন উপজেলার নতুন সেনানিবাস স্থাপনসহ একটি রিভারাইন ইউনিট প্রতিষ্ঠার কাজ চলমান রয়েছে। পাশাপাশি একটি এতহক প্যারা কমান্ডো বিগেডের অপারেশন কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এছাড়া দুইটি পনাতিক ব্যাটালিয়নকে প্যারা ব্যাটালিয়নে রূপান্তর করা হয়েছে। এ সময়কালে একটি পদাতিক ব্রিপেডকে ম্যাকাইনাইজত ব্রিপেড ও আটটি পদাতিক ব্যাটালিয়নকে ম্যাকানাইজত ব্যাটালিয়নে রূপান্তর করা হয়।

সেনাবাহিনীর আধুনিকায়নের অংশ হিসেবে নতুন জনবল বিশিষ্ট বিপসট (BIPSOT-Bangladesh Institute of Peace Support Operation Training) এর সাংগঠনিক কাঠামো, বাংলাদেশ ভিজেল প্র্যান্ট লিঃ এর পূর্ণাঙ্গ সাংগঠনিক কাঠামো অনুমোদন এবং বাংলাদেশ সমরাস্ত্র কারখানার সাংগঠনিক কাঠামো পুনর্গঠন করা হয়েছে।

#### অভিযানিক সক্ষমতা বন্ধি

একটি আধুনিক ও যুগোপযোগী সেনাবাহিনী গড়ে তোলার লক্ষ্যে সেনাবাহিনীকে আধুনিক অধুনিক তিনিক তিনিক

এরই আলোকে সেনাবাহিনীতে সংযোজিত হয়েছে চতুর্থ প্রজন্মের ট্যাংক এমবিটি-২০০০ এবং আর্মার্ড রিকভারি ভেহিক্যাল ও ওয়েপন লোকেটিং রাজার।

এছাড়াও উলেখ্যযোগ্য, সেনাবাহিনীর এসপি (SP-Self Propelled) রেজিমেন্টের প্রতিষ্ঠা, পদাতিক রেজিমেন্টের জন্য ক্রয়কৃত এন্টি ট্যাংক গাইতেড মিসাইল, এন্টি ট্যাংক উইপন এবং লাইট আর্মার্ড তেহিকল, আর্টিলারি রেজিমেন্টের জন্য সাউভ রেজিং ইকুইপমেন্ট।

যুদ্ধকেত্রে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সংযোজিত হয়েছে ফ্রান্সের তৈরি ভফিন হেলিকণ্টার, আর্মার্ড পার্সোনাল ক্যারিয়ার (এপুসি), আর্মার্ড পার্সোনাল ক্যারিয়ার (এপুলেন্স), ট্যাকে ট্রান্সপোর্টার, মান্টিপল লক্ষ রকেট-সিস্টেম (এমএলআরএস), সারকেস টু এয়ার মিসাইল (SAM)- GM 90)। এছাড়া আর্মি এভিয়েশন রুপে সংযোজিত হয়েছে অত্যাধুনিক Mi-171sh হেলিকণ্টার, মানুষ্যবিহীন এয়ারক্রাফট (ইউএভি), এয়ার এমুলেন্স, লাইট ইউটিলিটি হেলিকণ্টার (ট্রেনিং) ও ফিক্সড উইং মিভিয়ম এয়ার ক্রাফট ইউটি (মান্টি ইঞ্জিন), ফিক্সড উইং লাইট এয়ার ক্রাফট (ট্রনিং) সিংপেল ইঞ্জিন।

সেনাবাহিনীতে আরো সংযোজিত হয়েছে র্যাডার কট্রোল এডি গান সিস্টেম (এডডাব্সড মডেল), ইলেকট্রিক মেট স্টেশন, এসইউ-৯০ এম ট্যাংক লক্ষড ব্রিজ ও মেকানিক্যাল মাইন লেয়িং সিস্টেম। পাশাপাশি রিভারাইন ইঞ্জিনিয়ার ব্যাটালিয়নের জন্য যুগোপযোগী বিভিন্ন ধরনের ওয়াটার ক্রাফট ও আনুষ্ঠিক সরঞ্জামাদির মাধ্যমে সক্ষমতা বৃদ্ধি করা হয়েছে।

## উত্তরপের অভিযাত্রায় বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ভূমিকা

অপাভজনক প্রতিষ্ঠান হস্তান্তর। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সিদ্ধান্তে জাতীয় পর্বায়ের গোকসানি প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ মেশিন টুলস ফ্যান্টরি (বিএমটিএফ) ২০ জুলাই ২০০০ সালে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর কাছে হস্তান্তর করা হয়। এরপর থেকে এই প্রতিষ্ঠানটি একটি লাভজনক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়। এছাড়াঙ, বাংলাদেশ ভিজেল গ্র্যান্ট (বিভিপি) বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর নিকট হস্তান্তর করা হয়। সম্প্রতি চইপ্রাম ভেজিটেবল এডিবল কোম্পানি সেনাবাহিনীর নিকট হস্তান্তর করা হয়। শিক্ষার মানোদ্রয়নে অবদান। চিকিৎসা ও কারিগরি বিজ্ঞান চর্চার ক্ষেত্র প্রসারিত করার লক্ষ্যে মাননীর প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনায় ১৯৯৮ সালে আর্মভ ফোর্সেস মেভিক্যাল কলেজ (এএফএমসি) এবং মিলিটারি ইনস্টিটিউট অব সাইন্স এড টেকনোলজি (এমআইএসটি) প্রতিষ্ঠা করা হয়। বিভিন্ন সেনানিবাসে ৩১টি ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক ক্ষুল ও কলেজ এবং ২২টি ইংলিশ মিভিয়াম ক্ষুল রয়েছে। বাংলাদেশ সেনাবাহিনী পরিচালিত এ সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান দেশের শিক্ষা বিস্তারে ভক্ততুপূর্ণ অবদান রাখছে। এ সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মাখ্যমে উল্লেখিত সেনানিবাসসহ পার্শবর্তী এলাকার শিক্ষার্থীরা উত্তরত পরিবর্গে মানসম্পন্ন শিক্ষা পেতে সক্ষম হচ্ছে।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় ও মেডিক্যাল কলেজ সংযোজন। একবিংশ শতাধির বিজ্ঞান ও তথ্য প্রযুক্তির এই যুগে বাংলাদেশকে উন্নত বিশ্বের পর্যায়ে নিয়ে যাবার লক্ষ্যে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর তত্ত্বাবধানে কুমিত্বা, সৈয়লপুর ও কাদিরাবাদ সেনানিবাসে আর্মি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (BAUST) প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এছাড়াও ব্যবসার প্রশাসন বিষয়ে শিক্ষা প্রসারের অংশ হিসেবে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর তত্ত্বাবধানে আর্মি ইন্সটিটিউট অব বিজনেস অ্যাভমিনিক্রৌশন (AIBA) নামে ২টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সাভার ও সিলেট সেনানিবাসে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর তত্ত্বাবধানে ৫টি মেডিকেল কলেজ পরিচালিত হচেছ। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ১০ জানুয়ারি ২০১৫ তারিখে ভিডিও কনফারেক্যের মাধ্যমে বঙড়া, চর্মপ্রাম, ক্রমিল্লা, বংশার ও রংপুর সেনানিবাসে সেনাবাহিনী পরিচালিত মেডিকেল কলেজসমূহ উন্নোধন করেন। বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে প্রটি আর্মি নার্সিং কলেজ (বঙড়া, কুমিল্লা, চম্ব্রপ্রাম, মশোর ও রংপুর) চালু করার প্রশাসনিক অনুমোদন প্রাপ্ত হয়েছে। উক্ত ৫ টি আর্মি নার্সিং কলেজের মধ্যে ২টি আর্মি নার্সিং কলেজে (কুমিল্লা এবং রংপুর) শিক্ষা কর্মাইনিতে কন্ত ভিকিৎসক ঘটিতির বিষয় বিবেচনায় এনে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে প্রটি তেন্টোল কলেজ স্থাপনের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

ষায়্ব্য সেবার উন্নয়ন। চিকিৎসা সেবার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে বর্তমান সরকারের প্রচেষ্টায় সিএমএইচ ঢাকা সম্প্রসারণ ও আধুনিকীকরণ করা হয়েছে। এর ফলে সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যসহ দেশ ও বিদেশের বিশিষ্ট ব্যক্তিনের আধুনিক চিকিৎসা সেবা প্রদান সম্ভব হছেে। এছাড়া সিএমএইচ ঢাকায় বিভিন্ন ওয়ার্ডে ডিপার্টমেন্টসমূহ নতুন ভাবে সংযোজিত হয়েছে Emergency & Casualty, Critical Care Centre, Chest Pain Unit, Burn ICU, Child Development Centre, Male hemato-oncology, Pediatric surgery ward, Child Gastroenterology ward, Pediatric cardiac ICU, Pediatric hemato-oncology, Cataract clinic, Retina clinic, Pediatric emergency, Cancer Centre, Fertility Centre, Dylasis Centre, Cardiac Centre। পাশপাশি সিএমএইচ ঢাকায় পূর্বতন আইসিইউ-১ (১০ বেড) বর্ষিত ও সংস্কার করে একটি অত্যাধূনিক ৩৪ শ্বায় বিশিষ্ট আইসিইউ ছাপন করা হয়েছে। এছাড়া জটিল ও দুরায়োগ্য ব্যাধিসহ রোগীর উন্নত চিকিৎসার লক্ষ্যে বৈদেশিক চিকিৎসা সহায়াতা সেল (FTCS) প্রতিষ্ঠা এবং ইনফারটিলিটি সেন্টারের Tech Specification প্রস্কুত এবং নকশা প্রপন্নন করা হয়েছে। এছাড়া সিএমএইচ ঢাকা'তে Bone Marrow Transplantation Centre এবং প্রবণ প্রতিবন্ধীদের চিকিৎসার্থে Cochlear Implant Centre এর কান্ধ সম্পন্ন হয়েছে।

স্বাস্থ্য সেবা সর্বস্তরে পৌছে দেয়ার লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনায় ৫০০ শহ্যা বিশিষ্ট কুর্মিটোলা জেনারেল হাসপতাল নির্মাণ করা হয়েছে। ফলে সশস্ত্র বাহিনীর সদস্য ছাড়াও দেশের সাধারণ জনগণের আধুনিক চিকিৎসা সুবিধা প্রদান, ইন্টার্নি মেডিক্যাল শিক্ষানবিশ এবং নার্সদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাসহ তাদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

সেনাবাহিনীতে ভিজিটালাইজেশন। বর্তমান সরকার ঘোষিত 'ভিজিটাল বাংলাদেশ' নির্মাণের অংশ হিসেবে সম্পূর্ণরূপে ভিজিটাল সেনাবাহিনী গড়ে তোলার প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। সেনাবাহিনীর বিভিন্ন পর্যায়ের পরিকল্পনা প্রথমন এবং এর বাস্তবসমত প্রশিক্ষণের জন্য প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে আর্মি ভাটা সেন্টার এবং কম্পিউটারাইজত ওয়ার গেইম সেন্টার। মহামান্য রাষ্ট্রপতি গত ১৫ নভেম্বর ২০১৫ তারিখে নবনির্মিত আর্মি ভাটা সেন্টার এবং কম্পিউটারাইজড ওয়ার গেইম সেন্টার উদ্বোধন করেন। বাংলাদেশের সকল সেনানিবাসকে নেটওয়ার্ক কভারেজ (WAN) এর আওভায় আনা হয়েছে। স্ট্যাটিক যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্মনকল্পে সকল পুরাতন PABX সমূহ পর্যায়্পতমে অত্যাধানিক IP Based Soft Switch দ্বারা প্রতিস্থাপন এবং সেনাসদরের লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্ক এবং আর্মি





ওয়্যান সম্প্রসারণের কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। আন্তজার্তিক মানের Tier-3 ভাটা সেন্টার নির্মাণ করা হয়েছে এবং সেনাবাহিনীতে অফিসার এবং সৈনিক পদে ভর্তি কার্যক্রম অন-লাইন এর মাধ্যমে শুরু করা হয়েছে।

জাতিগঠনমূলক কর্মকাও। দেশ ও জনগণের প্রয়োজনে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর কর্মপরিধি আজ বিস্তৃত হয়েছে বিভিন্ন সেবামূলক কাজে। দেশের দুর্যোগনে দুর্বিপাকে মানুষের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে প্রতিনিয়ত। পাশাপাশি বর্তমান সরকারের নির্দেশনার দেশের বিভিন্ন উন্নয়ন মূলক কর্মকাণ্ডে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে চলেছে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী। এর সবচেরে বড় উদাহরণ হচ্ছে পদ্মা সেতু। সফল বাস্তবায়ন হতে চলেছে বহুল প্রতিক্ষিত পদ্মা বহুমুখী সেতু। প্রকল্পের নির্মাণ চলাকালীন সময়ে নিরাপত্তা প্রদানের পাশাপাশি সেনাবাহিনী জাজিরা ও মাওরা এপ্রোচ রোড এবং ব্রিজ এভ ফ্যাসিনিটিজ সার্তিস এরিয়ার কনস্ট্রাকশন সুপারতিশন কনসালটেন্ট হিসেবে কাজ করছে। সেতু নির্মাণ চলাকালে নদী শাসনে সেনাবাহিনী উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখছে। এছাড়া পদ্মা সেতুর রেল সংযোগ প্রকল্পের জন্য বাংলাদেশ সেনাবাহিনীকৈ সুপারতিশন পরামর্শক হিসেবে নিরোগ দেয়া হয়েছে।

হাতিরবিল সমন্বিত উন্নয়ন প্রকল্প আর একটি জাতিগঠনমূলক কর্মকান্তের উদাহরণ। হাতিরবিল সমস্বিত উন্নয়ন প্রকল্পটি বাংলাদেশ সেনাবাহিনী কর্ত্তক বাস্তবায়ন করা হয়েছে। এছাড়া উক্ত প্রকল্পের ইউ-লুপ এবং ঢাকা শহরের এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে প্রকল্পের সিফটিং এর কাজ সেনাবাহিনী কর্তৃক বাস্তবায়ন করা হয়। জয়দেবপুর-ময়মনসিংহ সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প বাংলাদেশ সেনাবাহিনী কর্তৃক বাস্তবারন করা হয়েছে। জয়দেবপুর-ময়মনসিংহ ৪ লেন সভৃক উন্নয়ন প্রকল্পের জয়দেবপুর থেকে রাজেন্দ্রপুর পর্যন্ত ১৩ কিলোমিটার এবং রাজেন্দ্রপুর থেকে মাওনা পর্যন্ত ১৮ কিলোমিটার সভক সেনাবাহিনীর ভন্নাবধানে নির্মাণ করা হয়েছে। গত জুন ২০১৫ তারিখে রেলওভার ব্রিজসহ প্রকল্পের মূল সভক নির্মাণ কান্ত সম্পন্ন হয়েছে। থানচী-আলীকদম সভকটি পার্বত্য চইগ্রামের ৬ রাস্তা প্রকল্পের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প। বর্তমানে এ সভকটি বাংলাদেশের সর্বাধিক উচ্চতা বিশিষ্ট সড়ক। বাংলাদেশ সেনাবাহিনী কর্তৃক প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হয়। বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর তন্তাবধানে মহিপাল ফ্রাইওভারটি ঢাকা-চইগ্রাম মহাসড়কের উপর নির্মিত হয়েছে। উক্ত ফ্রাইওভারটির মাধ্যমে ঢাকা-চট্টগ্রাম এবং ফেনী লক্ষ্মপুর এর সংযুক্ত সভুক দিয়ে সহজে ও স্বল্প সময়ে যাতায়াত নিচিত হয়েছে। বাঙ্গালহালিয়া-রাজস্থলী সভৃক উন্নয়ন প্রকল্প বাংলাদেশ সেনাবাহিনী কর্তৃক বাস্তবায়িত হয়। ২১ কি. মি. দীর্ঘ এ সড়ক উন্নয়ন প্রকল্পটি বাংলাদেশ সেনাবাহিনী কর্তৃক বাস্তবায়ন করা হয়েছে। এটি ২০১২ সালে সেনাবাহিনীর নিকট হস্তান্তর করা হয়। বান্দরবান-বাঙ্গালহালিয়া-চন্দ্রঘোনা-ঘাপড়া সভক উন্নয়নে সেনাবাহিনীর ভূমিকা অত্যন্ত গুরুতুপূর্ণ ৫২,৯২ কিলোমিটার দৈর্ঘ্যের এ সড়কটি সেনাবাহিনী কর্ত্রক নির্মাণ করা হয়েছে। ২০১২ সালে প্রকল্পটি সেনাবাহিনীর নিকট হস্তান্তর করা হয়। 'বহন্দারহাট ফ্রাইওভার নির্মাণ' শীষক প্রকল্পটি জানুয়ারি ২০১০ হতে জুন ২০১৩ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য অনুমোদিত হয়। ২৭ ডিসেম্বর ২০১২ তারিখে এটি সেনাবাহিনীর মাধ্যমে বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ১২ অক্টোবর ২০১৩ তারিখে বহন্দারহাট ফ্রাইওভার প্রকল্পটির শুভ উদ্বোধন করেন। ধানমতি লেক উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্পটি ঢাকা শহরের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প। এপ্রিল ২০১১ হতে ডিসেম্বর ২০১২ পর্যন্ত সময়ের মধ্যে এই প্রকল্পটি বাংলাদেশ সেনাবাহিনী কর্তৃক বাস্তবায়ন করা হয়েছে। জাতিগঠনমূলক কর্মকান্ডের ধারাবাহিকতায় ৬৪ বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী সেতুর (মুক্তারপুর সেতু) সংযোগ সভকে (পঞ্চবটি থেকে মুক্তারপুর) অবস্থিত দুটি সেতুর বিকল্প (বাইলেন) সড়ক নির্মাণ ও সেতু দুটির সংস্কার ও পুনঃনির্মাণ কাজ জরুরি ভিত্তিতে সম্পন্ন করার জন্য সেনাবাহিনীকে দায়িত প্রদান করা হয়েছে যা বর্তমানে চলমান রয়েছে। কক্সবাজার-টেকনাঞ্চ মেরিন ড্রাইড সড়ক প্রকল্প নির্মাণে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ভূমিকা সর্বজনস্বীকৃত মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে ৮০ কিঃ মিঃ দীর্ঘ কক্সবাজার-টেকনাফ মেরিন ফ্রাইড প্রকল্পটি সেনাবাহিনী কর্তৃক বাস্তবায়ন করা হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ০৬ মে ২০১৭ তারিখে উক্ত প্রকল্পটির ওড উল্লোখন করেন। উপরোক্ত প্রকল্পসমূহ বাজায়নের মাধ্যমে জাতিগঠনমূলক কর্মকাঙে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর অংশগ্রহণ দেশের উন্নয়নে অর্থগামী ভূমিকা রাখারই উদাহরণ।



#### উপসংহার

সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশ আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের বিভিন্ন সূচকে ব্যাপক অগ্রুগতি অর্জন করেছে। এরই সূবাদে গত ১২-১৬ই মার্চ ২০১৮ তারিখে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে সিভিপি এর পরবর্তী ত্রিবার্ষিক পর্যালোচনা সভার বাংলাদেশ প্রথমবারের মত আনুষ্ঠানিকভাবে স্ব্যোর্ম্বত দেশ থেকে উত্তরপের সকল মানদক্ষ পূর্বের স্বীকৃতিপ্রাপ্ত হয়। ২০১৮ সালের এলভিসি থেকে উত্তরপের জন্য সিভিপি কর্ত্বক যে মান নির্ধারণ হয়, তাতে একটি দেশের মার্থাপিছু আয় হতে হবে কমপক্ষে ১,২৩০ মার্কিন ভলার। বিশ্ববাংক নির্ধারিত যে আটুলাস পদ্ধতিতে এ আয় নির্ধারণ করা হয় সেই হিসাবে বাংলাদেশের মার্থাপিছু আয় এখন ১,২৭১ মার্কিন ভলার। মানব সম্পদ সূচক যা কি না পুরি, স্বাস্থ্য, স্কুলে ভর্তি ও শিক্ষার হারের সমস্বয়ে তৈরি হয়, সেখানে একটি দেশের ক্ষোর থাকতে হবে ৬৬ বা তার বেশি। এক্ষেত্রে, বাংলাদেশের বর্তমান স্কোর হচ্ছে ৭২.৯। অর্থনৈতিক ভঙ্গুরতা সূচক যেটি কিনা প্রাকৃতিক দুর্যোণ, বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক আঘাত, জনসংখ্যার পরিমাণ এবং বিশ্ববাজার থেকে একটি দেশের দুরত্বের ওপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয় সেখানে একটি দেশের স্কোর হতে হবে ৩২ বা তার কম। এক্ষেত্রের বাংলাদেশের স্কোর ২৪.৮।

একটি সুখী সমৃদ্ধ সোনার বাংলা গঠনের প্রত্যয়ে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত হয় স্বাধীন বাংলাদেশ। সোনার বাংলা গড়ার লক্ষ্যে সরকার পরিকল্পনা ও রূপকল্প ২০২১ বান্তবায়নের কাজ ওক্ব করে। ইতোমধ্যে সরকার সফলভাবে সহস্রান্ধ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সক্ষম হয়েছে। মাননীর প্রধানমন্ত্রীর সঠিক ও যোগ্য নেতৃত্বের মাধ্যমে বাংলাদেশ আজ সঙ্গোত্রত দেশ থেকে উত্তরপের সুপারিশ লাভের মধ্য দিয়ে পরিকল্পনা ও রূপকল্প ২০২১ এর সফল বান্তবায়ন করতে যাছে। উন্নয়ণের অপ্রতিরোধ্য অর্থাত্রায় এখন বাংলাদেশ। এ অপ্রযাত্রাকে রূপে কার সাধ্য। এরই ধারাবাহিকতায় ২০০০ সালের মধ্যে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন ও ২০৪১ সালে বাংলাদেশ পৌছে যাবে স্বপ্লের উন্নত দেশের তালিকায়।

মহান স্বাধীনতা যুদ্ধের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর জন্ম। স্বাধীনতার পর পরই জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যুদ্ধ বিধ্বন্ত দেশকে গড়ে তোলার কঠিন সংগ্রামের মধ্যেও সদ্য স্বাধীন দেশের জন্য একটি আধুনিক সেনাবাহিনী গড়ে তোলার উপর জোর দেন। দেশ রক্ষার অতন্ত্র প্রহরী সেনাবাহিনীর পুনর্গঠন, উন্নয়ন ও আধুনিকায়নের যে ধারা জাতির পিতা সূচিত করে গেছেন তারই ফলশ্রুতিতে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী আজ বর্তমান অবস্থানে উপনীত। জাতির পিতার পদার অনুসরণ করে বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সেনাবাহিনীর উন্নয়ন ও আধুনিকায়নে যুগান্তকারী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন। 'ফোর্সেস পোল-২০৩০' তারই এক উজ্কল দুষ্টান্ত।

মহান স্বাধীনতা যুদ্ধের মধ্য দিরে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর জন্ম। দেশ ও জনগণের প্রয়োজনে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর কর্মপরিধি আজ বিস্তৃত হয়েছে বিভিন্ন সেবামূলক ও উন্নয়নমূলক কাজে। দেশের দুর্বোপ-দুর্বিপাকে মানুষের পাশে এসে নাড়িয়েছে। প্রতিনিয়ত, 'সমরে আমরা শান্তিতে আমরা, সর্বত্র আমরা দেশের তরে' এই মত্তে সদা দীক্ষিত আমাদের এই সেনাবাহিনী। দেশের উন্নয়নে অণ্ডগামী ভূমিকা রাখার ব্যাপারে সেনাবাহিনী বছপরিকর।

## তথ্যসূত্র

- পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার এর তথ্য সূত্র।
- বাংলাদেশ দেনাবাহিনীর উন্নত্তন ও আধুনিকায়নে জাতির পিতা বঙ্গবদ্ধ শেখ মাজিবুর রহমান ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। প্রকাশনায়ঃ সামরিক গোয়েন্দা পরিনপ্তর, সেনাবহিনী সদর দপ্তর।
- The Theory of Economic Growth by W.Arthur Lewis, ISBN-13: 978-0415407083:









# মুক্তিযুদ্ধপূর্ব ইতিহাস ও মুক্তিযুদ্ধের পটভূমি

এ কে এম মহিউদ্দিন

# ভূমিকা

একজন মানুষ হিসেবে আমানের যতগুলো অনুভূতি রয়েছে তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে প্রেম বা ভালোবাসা। আর এই ভালোবাসা প্রতিটি মানুদের জন্যই তীব্রতর এবং নিঃস্বার্থ হয়ে থাকে মাতৃভূমির জন্য। অপরদিকে ইতিহাস হচ্ছে একটি জাতির বড় পরিচায়ক। আমরা সৌভাগ্যবান কারণ আমাদের রয়েছে মাতৃভূমির জন্য গভীর আত্মত্যাগ, অবিশ্বাস্য সাহস ও বীরত্বের ইতিহাস। যখন কেউ আমাদের অতীতের দিকে দৃষ্টি দিবে সে যে তথু দেশের জন্য একটি গভীর ভাগোবাসা আর মমতা অনুভব করবে তা নয়, এই দেশ, এই দেশের মানুষের কথা ভেবে গর্বে তার বুক ফুলে উঠবে। কিছু বর্ণনা করতে হলে সেটি একটু আগে থেকে বলতে হয়, তাই বাংলাদেশের ইতিহাস জানার জন্যেও একটু পূর্ব থেকে তক্র করা হলো।

## বাংলায় ইংরেজদের আগমন

বাংলায় মুখল শাসন প্রতিষ্ঠার পর থেকেই বিভিন্ন সময় বিভিন্ন সূবেদার এই অঞ্চলে শাসন পরিচালনা করতেন। ১৭৪০ সালে সুবেদার সরফরাজ খানের অযোগ্যতায় বিহারের শাসক আলীবদী থান বাংলার মসনদ দখল করেন।<sup>১</sup> আলীবর্দীর মৃত্যুর পর তার দৌহিত্র সিরাজ-উদ্-দৌলা বাংলা, বিহার ও উডিয্যার নবাব হিসেবে ক্ষমতার উত্তরাধিকারী হন। মাত্র কৈশর পেরুনো তরুণ এ নবাবের সরগতা, রাজ্য চালনায় অনভিজ্ঞতা এবং তার পারিষদদের গোপন শক্রতাকে পুঁজি করে ইংরেজরা দখল করে নেয় বাংলার মসনন। ১৭৫৭ সালের ২৩ জুন ভাগিরখী নদীর তীরে পলাশীর প্রাপ্তরে সেনাপতি মীর জাফর আলী খানের বিশ্বাসখাতকতায় ধূর্ত ইংরেজ সেনা সর্ভ ক্লাইভের বাহিনীর কাছে পরাজিত এবং নিহত হন বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজ-উদ্-দৌলা। প্রার এ ঘটনার মধ্য দিয়েই ২০০ বছরের পরাধীনতার আধারে নিমজ্জিত হয় বাংলাসহ গোটা ভারতবর্ষ।

#### পাকিস্তানের জন্ম লাভ

ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংখ্যামের ইতিহাস ব্যাপক ও বৈচিত্রময়। এ সংখ্যামে মহাত্মা গান্ধী ও মোহাত্মদ আলী জিল্লাহ ছিলেন অতি পরিচিত দৃটি নাম। ভারতবর্ষে হিন্দু মুসলমান আলাদা দেশ গঠনের বিষয়ে প্রস্তাবের বিরোধীতা করে আসছিলেন মহাত্মা গান্ধী। তিনি ভারতে হিন্দু মুসলমান আলাদা না হয়ে এক হয়ে থাকার পক্ষে ছিলেন। এজন্য তিনি মুসলিমলীগের প্রধান নেতা কায়েদে আযম জিন্নাহের শরণাপন্ন হলেন। ভারত ভাগ বন্ধে দীর্ঘ আলোচনার পরও মুসলিমলীগ নেতারা আলাদা রাষ্ট্রের ব্যাপারে অনত থাকেন। এরকম অবস্থায় ১৯৪৬ সালের মার্চে তৎকালীন ব্রিটিশ সরকারের ক্ষমতাসীন দল লেবার পার্টির প্রতিনিধিরা দিল্লিতে আসেন ভারতের স্বাধীনতার বিষয়ে আলোচনা করতে। তারা গান্ধী, জিল্লাহসহ বড় বড় নেতাদের সাথে আলোচনা চালান। এরই ধারাবাহিকতার শিমলার ডাকা হয় ঐতিহাসিক স্বাধীনতা সম্মেলন ° মাওলানা আবুল কালাম আজান, জওহরলাল নেহেরু, আব্দুল গাফফার খান, সরদার বল্পুভ ভাই পেটেলের মত বাখা বাখা নেতারা উক্ত সন্দেলনে অংশগ্রহণ করেন এবং স্বাধীনতার বিষয়ে চুলচেরা বিপ্লেখণ পূর্বক অন্তরবর্তীকালীন সরকার গঠনের সিদ্ধান্ত নেন। কিন্তু সেখানেও কংগ্রেস ও মুসলিমলীগ নেতারা এক হতে পারেননি। ফলে ১২ মে ঐ বৈঠক ভেঙ্গে যায়। ১৬ আগস্ট মুসলিমলীগ নেতা কায়েদে আযম অন্তরবর্তীকালীন সরকার গঠন প্রতিরোধে ভাইরেট্ট এ্যাকশন ঘোষণা করেন।\* কংগ্রেস এই কর্মসূচি প্রতিহত করার ঘোষণা দিলে

- 1. bu.banglapedia.org/index.php/inde অতীবদী\_ৰান 2. en.wikipedia.org/wiki/Battle\_of\_Plassey 3. en.wikipedia.org/wiki/Simla\_Conference





পরিস্থিতি সহিংস হয়ে ওঠে। হিন্দু মুসলমানের মধ্যে ভয়াবহ দাঙ্গা কলকাতায় শুরু হয়ে ছভিয়ে পড়ে নোয়াখালি সহ বাংলার প্রত্যন্ত অঞ্চলে, ছডিয়ে পড়ে ত্রিপুরা ও পাঞ্চাবেও। দাঙ্গা থামাতে প্রথমে গান্ধী অনশন এবং পরে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে সফর করতে তরু করেন। তিনি সবাইকে বোঝাতে চেষ্টা করতে থাকেন হিন্দু মুসলমান ভাই ভাই। এ দাঙ্গায় কারোরই কোন লাভ হবে না। তার আপ্রাণ চেষ্টায় এবং মুসলিমলীগ নেতা হোসেন শহীদ সোহরাওয়াদী এর সহযোগিতায় পরিস্থিতি উন্নত হয়। এরই মধ্যে ২য় বিশ্বযুদ্ধের কারণে দ্রুত পান্টাতে থাকে বৈশ্বিক রাজনীতির প্রেক্ষাপট। এরই মাকে ২২ মার্চ ১৯৪৭ সালে ভারতের ভাইসরয় লর্ভ মাউন্ট ব্যাটেন গান্ধীকে তার সরকারি বাসায় আমন্ত্রণ জানান। সেখানে তিনি ভারতবর্ষকে দুই ভাগে বিভক্ত করে স্বাধীন করে দিতে যাচ্ছেন বলে জানান। গান্ধী এর তীব্র বিরোধীতা করেন। কিন্তু আরো রক্তক্ষয় এড়াতে তিনিসহ কংগ্রেস নেতারা মুসলিমলীগের দাবী মেনে নিয়ে ভারত ভাগের বিষয়ে একমত হন। শতাধিক বছর ধরে চলা সশস্ত্র ও অহিংস আন্দোলনের মুখে এবং ২য় বিশ্বযুদ্ধের আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে ১৯৪৭ এর মধ্য আগস্টে দ্বি-জাতি তত্তের ভিত্তিতে জনু হয় পাকিস্তানের।

#### ভাষার উপর আঘাত

প্রায় ১১০০ মাইল ব্যবধান সন্তেও তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের প্রায় সাড়ে ৪ কোটি মানুষ ভেবেছিল পশ্চিম পাকিস্তানের নেতৃতাধীন শাসনে তারা মুসলিম পরিচয় সমুন্নত রেখে সুখ শান্তি ও সমৃদ্ধির মধ্যে বসবাস করতে পারবে। কিন্ত খুব শীঘ্রই বাঙালির সেই স্বপ্নে ঋড়ে বালি ঢেলে দেয় পাকিস্তানি শাসক চক্র। প্রথমেই তারা কেড়ে নিতে চাইল বাঙালির মুখের ভাষা- বাংলাকে। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার আপেই আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয় এর উপাচার্য ড. জিয়াউদ্দিন আহমেদ প্রস্তাব করেছিলেন 'উর্দৃই হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্র ভাষা'।° কিন্তু ভাষাবিদ ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহসহ এ দেশের বৃদ্ধিজীবী মহল এর তীব্র বিরোধীতা করেন। ১৯৪৮ এর ২৫ ফেব্রুয়ারি পাকিস্তানের গণপরিষদের অধিবেশনে বাংলাকে অন্যতম রাই ভাষার স্বীকৃতির দাবী তোলেন শহীদ ধীরেন্দ্রনাথ দন্ত ে কিন্ত প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান, প্রাদেশিক মুখ্যমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দিন গণপরিষদের সহ-সভাপতি মৌলভী তমিজউদ্দিন খান এ দাবী নাকচ করে দেন। এ ঘটনার প্রতিবাদে পরো বাংলা ফুসে ওঠে। ১১ মার্চ পর্ব পাকিস্তানের সর্বত্র ডাকা হয় ধর্মঘট। ধর্মঘট দমনে পুলিশ ১৪৪ ধারা জারি করে এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আন্দোলনরতদের উপর লাঠি চার্জ ও ব্যাপক ধর-পাকড তরু করলে পরিস্থিতি আরো উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। এ অবস্থায় পূর্ব পাকিস্তানের মুখ্যমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দিন আন্দোলনকারীদের সাথে ৮টি বিষয়ে সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষর করেন যার অন্যতমটি ছিল উর্দুর পাশাপাশি বাংলাও রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা পাবে। । কিন্তু পূর্ব পাকিস্তান সফরে এসে ১৯৪৮ এর ২১ ও ২৪ মার্চ আলাদা আলাদা সভায় পাকিস্তানের গতর্নর জেনারেল কায়েদে আযম মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ এ চুক্তির প্রতি বৃদ্ধান্থলি প্রদর্শন করে বললেন "Let me make it very clear to you that the state language of Pakistan is going to be Urdu and no other language."20 এতে দাবানদের মত দ্রুত ভাষা আন্দোলন ছডিয়ে পরে পরো বাংলায়। এর মধ্যে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান আততায়ীর গুলিতে নিহত হলে খাজা নাজিমুদ্দিন হন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী। ১৯৫২ সালের ২৭ জানুয়ারি ঢাকা সফরে এসে তিনিও জিন্নাহর প্রতিধ্বনি করে বললেন 'উর্দৃই হবে পকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা'। এবার থৈর্যের বাঁধ ভাঙ্গে বাঙ্কালির। ৪ ফেব্রুয়ারি সারা পূর্ব পাকিস্কানে ধর্মঘট পালন করা হয়। চলতে থাকে লাগাতার আন্দোলন। ২০ ফেব্রুয়ারি ছিল প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভার বাজেট অধিবেশন। এ অধিবেশনকে কেন করে সব সভা-সমাবেশ মিছিল নিষিদ্ধ করে ১৪৪ ধারা জারী করা হয়। আন্দোলনকারীরা ভাষার দাবী বাস্তবায়নে এই কার্ফিউ ভাঙার সিদ্ধান্ত নেন। সে যোতাবেক ১৯৫২ সালের ২১ শে ফেব্রুয়ারি

academia.edu/28206687/LANGUAGE\_PLANNING\_AND\_LANGUAGE\_POLICY\_DILEMMA\_IN\_PAKISTAN

<sup>7.</sup> thedailystar.net/news-detail-173191

transparamentes-cream-173192
 epinion, behavio24-construiptionapla/archives/4582
 b. m. wikipodia.ceg/wiki/engiv\_fvbv\_Avtp\*vjb
 lo. forderii.ce/midex.php/24-history-of-bangladesh/1952-bhashs-andolon/206-bhashs-undolon-bangladesh-lamovernenii-1948-1952-jimah-dec/lamilon-history-of-bangladesh
 movernenii-1948-1952-jimah-dec/lamilon-history-of-bangladesh

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা থেকে মিছিল করে পরিষদ ভবনের দিকে অগ্রসর হতে থাকে। ৩ টা ৩০ মিনিটের দিকে পুলিশ অতর্কিত গুলি চালায় মিছিলের উপর। আর সাথে সাথে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে রফিক, সফিক, সালাম, জব্বার, বরকতসহ আরো নাম না জানা অনেক বীর শহিদ। ২২ ফেব্রুয়ারি এই ঘটনা গণআন্দোলনে রূপ নেয়। তখন প্রাদেশিক পরিষদ বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষার অধিকার দিতে চলতি অধিবেশনেই ১টি বিল আনে। তবে এই বিল পাস করতে বাঞ্জলিকে অপেক্ষা করতে হয় ১৯৫৬ সালের ২৩ মার্চ পাকিস্তানের প্রথম সংবিধান কার্যকর হওয়ার দিন পর্যন্ত।"

# যুক্তফুন্ট গঠন, নির্বাচনে জয় ও কেন্দ্র সরকার কর্তৃক বরখান্ত

এরই মাঝে মজলুম জননেতা মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ডাসানী আসাম থেকে পূর্ব বাংলায় এসে মুসলিমলীগ বিরোধী রাজনীতি ওক্ন করেন। টগবগে তরুণ নেতা শেখ মুজিবুর রহমানসহ আরো অনেককে নিয়ে তিনি ১৯৪৯ সালের ২৩শে জুন গড়ে তোলেন আওয়ামী মুসলিমলীগ 🗠 পূর্ব বাংলায় ক্রমশ সাম্প্রদায়িক ও সার্বজনীন হওয়ার পথে গঠিত হয় যুক্তফুন্ট (আওয়ামী মুসলিমলীগ, কৃষক-প্রজা পার্টি, গণতান্ত্রিকদল এবং নিজাম-ই-ইসলাম নিয়ে গঠিত যুক্তফ্রন্ট)। ভাষা আন্দালনের ঘটনা বাঙ্কালির মনে যে জাতীয়ভাবাদের বীজ রোপণ করে তারই ধারাবাহিকতায় ১৯৫৪ এর প্রাদেশিক নির্বাচনে এ কে ফজলুল হক হোসেন শহীদ সোহরাওয়াদী ও মাওলানা আবুল হামিদ খান ভাসানীর নেতৃত্বাধীন যুক্তফ্রন্ট ব্যাপক বিজয় লাভ করে।<sup>১০</sup> যুক্তফ্রন্টের বিজয়ের প্রবল স্রোতে বলা চলে মুসলিমলীগের রাজনীতি পূর্ব বাংলা থেকে ভেসে যায়। যুক্তক্রক্রের এই বিজয়ের মাধ্যমে কৃষক-প্রজা পার্টির প্রধান এ কে ফরালুল হক পূর্ব বাংলার প্রধানমন্ত্রী হয়েছিলেন। এদিকে ভারতের সাথে সুসম্পর্ক গড়ে তোলার চেষ্টার অভিযোগে মাত্র ৪৫ দিনের মাথায় যুক্তফ্রন্ট সরকারকে বরখান্ত করে পূর্ব বাংলায় গভর্নরের শাসন কায়েম করা হয়। যুক্তফুউকে বরখান্তের এই ঘটনা পশ্চিমা শাসকদের বিরুদ্ধে বাঙালিদের মনে জন্ম দিয়েছিল প্রবল ক্ষোভের। এর ধারাবাহিকতায় মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী ১৯৫৭ সালের ৭ ফেব্রুয়ারি ঐতিহাসিক টাঙ্গাইলের কাগমারি সন্মেলনে উন্যুক্ত ঘোষণা দিলেন দুই পাকিস্কান পৃথক হওয়া এবং স্বাধীনতার। 28

#### অরক্ষিত পূর্ব পাকিস্তান

যুক্তমুন্ট সরকারকে বরখান্ত করার পরের কয়েক বছর কেন্দ্রের পছন্দের দুর্বল সরকার দিয়ে পূর্ব পাকিস্তান শাসন করার এক পর্যায়ে ১৯৫৮ এর অক্টোবরে ফিন্ড মার্শাল আইয়ুব খান পাকিস্তানে সামব্রিক শাসন জারি করেন।<sup>১৫</sup> তিনি সংবিধান পরিবর্তন মৌলিক গণতন্ত্র চালুসহ নানা প্রক্রিয়ায় ক্ষমতা পাকা-পোক্ত করার ষড়যন্ত্র অব্যাহত রাখেন। তার শাসনামলে পূর্ব পাকিস্তানে দমন পীড়ন চরম পর্যায়ে পৌছে। বিশেষ করে ১৯৬৫ এর পাক-ভারত যুদ্ধের সময় পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি পশ্চিম পাকিস্তানের শাসকদের দৃষ্টি ভঙ্গি নগ্নভাবে প্রকাশ হয়ে পড়ে। পাকিস্তানের রাজস্ব আদায়ের সিংহভাগ পূর্ব পাকিস্তান থেকে গেলেও ঐ যুদ্ধের সময় এ অংশে কোন প্রতিরক্ষার ব্যবস্থাই করেনি তারা। এ কারণে সম্পূর্ণ অরক্ষিত হয়ে পড়ে পূর্ব পাকিস্তান। ফলে পূর্ব পাকিস্তানিদের মনে এ ধারণা জন্মায় যে পশ্চিমারা আর বাংলার কোন প্রয়োজনীয়তাবোধ করছে না।

# আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা

পূর্ব পাকিস্তান তথা বাঙালি জাতিকে অবমাননার আরেকটি বিষয় ঘটেছিল ১৯৬৬ সালে। এ বছরের ফেব্রুয়ারিতে আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিবুর রহমান আমাদের বাঁচার দাবী শিরোনামে ৬ দফা দাবী উত্থাপন করেন।<sup>20</sup> এ দাবীর মাধ্যমে প্রতিরক্ষা, পররাষ্ট্র, রাজস্ব ও মুদ্রা ব্যবস্থায় পাকিস্তানের দুই অংশের মধ্যে সাম্য তৈরির মাধ্যমে ১টি কার্যকর ক্ষেডারেল স্টেট গড়ে তোলার প্রস্তাব করা হয়। পাশাপাশি পূর্ব পাকিস্তানের জন্য ১টি স্বতন্ত্র আধা-সামরিক বাহিনী গড়ে তোলারও কথা বলা হয়। কিন্তু এর পরপরই পাকিস্তান রাষ্ট্রের অভ্যাচারের খড়গ নেমে আসে শেখ মুজিবসহ ৬ দফা







<sup>11.</sup> en.wikipedia.org/wiki/Constitution\_of\_Pakistan
12. en.wikipedia.org/wiki/Bengladesh\_Awami\_League
13. en.wikipedia.org/wiki/United\_Prost\_(East\_Pakistan)
14. beoks\_pogle\_com\_babeosh\_Sid=Srigo\_TrawigGE&pg=PA148&dq=msulana+bhashani+assalama+alaikum+pekista
en&se=X&ei=ohHRUev0B8KzrgeOtYGgAQ&redir\_eso=y#w=onepago&q=msulana-bhashani-assalama-alaikum 



প্রস্তাবকারীদের উপর। ব্রাষ্ট্রদ্রোহীতার অভিযোগে তাদের সবাইকে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় জেলে ঢোকানো হয়। পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক বিচ্ছিন্রতার আগুনে যেন ঘি ঢেলে দেয়া হলো। বিশেষ করে ঐ মামলার সার্জেন্ট জহুরুল হককে ক্যান্টেনমেন্টে আটকাবস্থায় গুলি করে হত্যা, " সার্জেন্ট ফজপুদ হককে আহত করা, রাজপাহী বিশ্ববিদ্যাদয়ের প্রষ্টর ডা. শামসুজ্ঞোহাকে" সেনাবাহিনী হত্যা করায় পরিস্থিতি খুব খারাপ হয়ে যায়। শেখ মুজিবুর রহমানসহ সকলকে মুক্ত করতে তৎকালীন প্রখ্যাত কৌশলী টমাস উইলিয়ামসকে লন্ডন থেকে আনা হয়।" তার প্রধান সহযোগী ছিলেন তখনকার তরুণ ব্যারিস্টার আমিরুল ইসলাম ও ব্যারিস্টার মধনুদ আহমেদ। এরূপ অবস্থায় আইয়ুব বিরোধী আন্দোলন আরো তীব্র হয়ে ওঠে। পরিস্থিতি সামাল দিতে ১৯৬৮ এর ২২ ফেব্রুয়ারি আইয়ব খান আকস্মিকভাবে আগরতলা মামলা প্রত্যাহার করে সকল আসামিকে মুক্তি দেন। আগরতলা ষভ্যস্ত মামলা থেকে মুক্তি পাওয়ার পর এক জনসভায় শেখ মুক্তিবুর রহমানকে বঙ্গবন্ধ উপাধিতে ভ্রষিত

#### গণ অভ্যত্থান ও আসাদসহ অনেককে গুলি করে হত্যা

আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা থেকে শেখ মুজিবসহ সকলকে মুক্ত করার পরও পূর্ব পাকিস্তানে আইয়ুব विदायी सनदाय जलक पुत इंजिट्स भएक। সर्वमनीस हाळ সध्धाम भतियन ১১ मका मिरा সर्वाख्यक আইয়ুব বিরোধী আন্দোলন শুরু করে। এর মূল কথা ছিল পূর্ব পাকিস্তানের সম্পূর্ণ স্বায়ন্ত শাসন। এরই অংশ হিসেবে ১৯৬৯ এর ২০শে জানুয়ারি গণ অভ্যুত্থান চলাকালে ছাত্র নেতা আসাদসহ অনেকেই পুলিশের গুলিতে শহীদ হন 🍄 এর পরপরই পশ্চিমা শাসকদের নানা শঠতামূলক আলোচনায় ভপ্ন মনোরথে শেখ মুঞ্জিবুর রহমান ২১ দফা উত্থাপন করলে তা পরিণত হয় বাঙালি জাতির মুক্তির সনদে। এ রকম উল্লাল পরিস্থিতিতে ১৯৬৯ এর ২৫শে মার্চ এক বেতার ভাষণের মধ্য দিয়ে স্বযোষিত লৌহমানব আইয়ুব খান বিদায় নেন। আর মঞ্চে আসেন আরেক সামরিক শাসক মোহাম্মদ ইয়াহিয়া খান। তিনি এসেই শুরু করেন আরেক দক্ষা দমন পীতন। ৬৯ সালের যে গণঅভ্যত্থানের কারণে আইয়ুব পদত্যাগ করেছিলেন সেই গণঅভ্যুত্থান সম্পর্কে ইয়াহিয়া বলেন, 'সকল আন্দোলন এবং বিদ্রোহ শক্তভাবে দমন করা হবে, আমি কোন ফোঁড়া সহ্য করবো না।<sup>২১</sup> এরপর হতে ভয়াবহ নিপীড়ন, নির্বাতন, অইন শৃঞ্জলার খারাপ অবস্থা, দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি, কৃষি, শিল্প, বাণিজ্যের চরম অচলাবস্থার পাশাপাশি মৃক্তির আকাক্ষার দুর্বার গণ আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে কেটে যায় ১৯৭০ এর দিনগুলি।

# ১৯৭০ এর ঘূর্ণিঝড়ে ত্রাণ তৎপরতায় দীর্ঘসূত্রতা

১৯৭০ এর ১২ নভেম্বরে শক্তিশালী ঘূর্ণিঝড়ে পূর্ব পাকিস্তানে প্রায় ৫ লক্ষ মানুষের মৃত্যু ঘটে। লভডণ্ড হয়ে যায় এ দেশের উপকূলীয় অঞ্চল। ভয়াবহ এই প্রাকৃতিক দুর্যোগে পশ্চিমা শাসকদের ত্রাণ কার্যক্রম পরিচালনায় ছিল ধীর পতি। প্রায় ১০ দিন পর চালানো ত্রাণ তৎপরতার জন্য ইয়াহিয়া খানসহ পশ্চিম পাকিস্তানের বিরুদ্ধে সমালোচনার ঝড় উঠেছিল পূর্ব পাকিস্তানসহ পুরো পৃথিবী ছুড়ে। ভারত পাকিস্তানের সাথে বৈরী সম্পর্ক থাকা সড়েও এ দুর্যোপে সর্বপ্রথম সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল। ত্রাণ সম্বলিত কোন ভারতীয় আকাশ যান পূর্ব পাকিস্তানে প্রবেশে পাকিস্তান সরকারের নিষেধাজ্ঞা ছিল। একাজে পাকিস্তান সরকার ভারতীয়দের তথু সভৃক পথ ব্যবহারের অনুমতি দিয়েছিল। যার ফলে ত্রাণ পৌছাতে সময় লেগেছিল অনেক। তাছাড়া নিজেদের ত্রাণ পৌছাতে দেরীর কারণ হিসেবে ইয়াহিয়া বলেছিল ভারতীয় আকাশসীমা ব্যবহারের অনুমতি না থাকায় ত্রাণ সম্থলিত সামরিক হেলিকন্টার পূর্ব পাকিস্তানে প্রেরণে সম্ভব হচ্ছিল না কিন্তু এ অভিযোগ ভারত কর্তৃক অস্বীকার করা হয়। " এর কারণে এ অঞ্চলের মানুষ সিদ্ধান্ত প্রায় হড়ান্ত করে: আর নয় ছন্তবেশী শক্রব সাথে বসবাস।

#### ১৯৭০ এর নির্বাচনে জয়লাভ এবং ক্ষমতা হস্তান্তরে বিলম্ব

bn.banglapedia.org/index.php?title =
 8. en.wikipedia.org/wiki/Mohammad Shamsuzzoha
 19. opinion.bdnews24.com/2017/02/22/the-day-the-agartala-case-was-withdrawn/
 20. en.banglapedia.org/wiki/
 21. bn.wikipedia.org/wiki/
 22. en.wikipedia.org/wiki/
 32. en.wikipedia.org/wiki/
 33. opinion.bdnews24.com/2017/02/22/the-day-the-agartala-case-was-withdrawn/
 34. opinion.bdnews24.com/2017/02/22/the-da

অনেক লাঞ্ছনা আর গঞ্জনার ফলাফল যে কখনও তালো হতে পারে না তা পুরো বিশ্ব দেখেছিল ১৯৭০ সালের ৭ই ডিসেম্বরে পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদের নির্বাচনে। পূর্ব বাংলার ১৬৯টি আসনের মধ্যে ১৬৭টি আসন পায় আওয়ামী লীগ। এর মধ্যে দিয়ে ৩০০ আসনের জাতীয় পরিষদের নিরন্ধুশ সংখ্যা গরিষ্ঠতা পায় তারা ।<sup>২০</sup> ইয়াহিয়া খানও অভিনন্দন জানান আওয়ামীলীগ নেতা শেখ মুজিবুর রহমানকে। ৭০ এর নির্বাচনে ব্যাপক জয়লাভের পর সংখ্যা গরিষ্ঠ দলের নেতা শেখ মুঞ্জিবুর রহমান দেশবাসীর উদ্দেশ্যে এক ঐতিহাসিক বক্তব্য রাখেন ১৯৭১ এর তরা জানুয়ারি। সেখানে তিনি একদিকে যেমন সারাদেশের ভোটারদের ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন অন্যদিকে তুলে ধরেন ক্ষমতা হস্তান্তরের পর তার সরকারের করণীয় সম্পর্কে। সেখানে তিনি দুই পাকিস্তানের ভিতর ক্ষমতার ভারসাম্যের উপর বিশেষভাবে জোর দেন। কিন্তু মাত্র ৮৮ আসন পাওয়া পাকিস্তানের পিপলস পার্টির নেতা জলফিকার আলি ভুটোর যড়যন্তে ক্ষমতা হস্তান্তর প্রক্রিয়া বিলম্বিত করতে থাকে পশ্চিম পাকিস্তান। তারা চাইছিল না পশ্চিম পাকিস্তানের বাহিরের কোন দল পুরো পাকিস্তানের শাসনভার নিক। তাই তারা নানা কুটচাল চালতে তরু করে। ভুটো প্রকাশ্যেই বলতে থাকে পিপলস পার্টি ছাড়া ক্ষমতা হস্তান্তর মেনে নেওয়া হবে না। তার বিরোধীতার কারণে নির্বাচনের প্রায় ২ মাস পর ১৯৭১ এর ৩রা মার্চ জাতীয় পরিষদের অধিবেশন আহ্বান করা হয়। কিন্তু শেষমেষ সে অধিবেশনও বাতিল করা হলে পরিস্থিতি আরো ঘোলাটে হয়ে পড়ে। শেখ মুঞ্জিবুর রহমানের সামনে ৭ কোটি বাঙ্গালির ভাগ্য নিয়ন্ত্রণে তাদের মুক্তির আহ্বান বনানো ছাড়া আর কোন পথ খোলা ছিল না বলেই মনে করেন অনেক ঐতিহাসিক। তাই ৭ই মার্চ রেসকোর্স ময়দানে তিনি উদান্ত আহ্বান জানালেন, 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম'। ৭০ এর নির্বাচনে আওয়ামী লীপের নিরম্ভণ বিজয়ের পর ক্ষমতা হস্তান্তর নিয়ে যখন ইয়াহিয়া সরকার নানা টাল বাহানা তরু করে. সে সময় বঙ্গবন্ধু বিদেশি সাংবাদিকদের কাছে দেয়া এক সাক্ষাতকারে স্পষ্ট করেন তাঁর ক্ষমতার ভিত্তি কত মজবৃত ও যৌক্তিক।

#### অপারেশন সার্চলাইট ও গণহত্যা

বঙ্গবন্ধর ডাকে মুন্ডির জন্য এ দেশের মানুষের মানসিক প্রস্তুতি থাকলেও পাকিস্তানি সামরিক বাহিনী চূড়ান্ত করে বাছালি নিধনের মহা পরিকল্পনা 'অপারেশন সার্চলাইট'। পাকিস্তানে বৈরাচারী শাসনের বিরুদ্ধে আন্দোলনকারী মুক্তিকামী বাছালিদের কঠোর হন্তে দমনের লক্ষ্যে ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ এ অভিযান চালানো হয়। এর উদ্দেশ্য ছিল ঢাকাসহ তহকালীন পূর্ব পাকিস্তানের প্রধান শহরগুলোতে বিশিষ্ট আন্তয়ামী লীগ নেতা ও ছাত্র নেতাবৃন্দ এবং বাছালি বুদ্ধিজীবীনের প্রেফতার ও প্রয়োজনে হত্যা, সামরিক, আধা সামরিক ও পুলিশ বাহিনীর বাছালি সনস্যানের নিরপ্তীকরণ, অস্ত্রাগার, রেভিও ও টেলিফোন এক্সচেন্ধ দখলসহ প্রদেশের সামন্ত্রিক কর্তৃত্ব গ্রহণ এবং বঙ্গবন্ধ্ শেখ মুন্ধিবুর রহমানের নেতৃত্বে পরিচালিত অসহযোগ আন্দোলন কঠোর হন্তে দমন করে প্রদেশে পাকিস্তান সরকারের নিয়ন্ত্রশ প্রতিষ্ঠা করা। ১৭ মার্চ চীফ অব স্টাফ লেঃ জেনারেল আবলুল হামিদ খানের নির্দেশে মেজর জেনারেল খালিম হোসেন রাজা অপারেশন সার্চলাইটের আওতায় অভিযানে ঢাকায় নেতৃত্ব দিবেন মেজর জেনারেল রাভ ফরমান আলী। দেশের অন্যান্য অঞ্চলে নেতৃত্ব দিবেন মেজর জেনারেল বাদিম হোসেন রাজা। অপারেশন সার্চলাইটের আওতায় নিম্নোক্ত পরিকল্পনা নেয়া হয়ঃ

- একযোগে সমগ্র পূর্ব পাকিস্তানে অপারেশন।
- সর্বাধিক সংখ্যক রাজনীতিক ও ছাত্রনেতা, শিক্ষক ও সাংস্কৃতিক সংখ্যর চরমপন্থীদের
  সংক্ষরতা
- ঢাকার অপারেশনকে শতকরা ১০০ ভাগ সফল করতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় দখল।
- সেনানিবাসের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ।
- যাবতীয় অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক যোগাযোগ মাধ্যম বিচ্ছিত্র করা ৷ টেলিকোন এক্সচেন্ত, রেডিও,
  টিলি, টেলিপ্রিন্টার সার্ভিস, বৈদেশিক কনস্যুদেটসমূহের,টাল্মিটার বন্ধ করা ।
- ইপিআর সৈনিকদের নিরস্ক করে তদস্থলে পশ্চিম পাকিস্তানি সৈনিকদের অস্ত্রাগার পাহারায়

<sup>23.</sup> translate.geogie.com/translate?hl-bn&si-en&u-http://www.dawn.com/news/686541&prev-search









নিয়োগ এবং তাদের হাতে অস্ত্রাগারের কর্তৃত্ব গ্রহণ।

অপারেশন সার্চদাইটে ঢাকা শহরে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠায় প্রাধান্য দিয়ে পাকিস্তান সামরিক কর্তৃপক্ষ উপরোক্ত পরিকল্পনা বান্তবায়নে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত নেয়ঃ

- পিলখানার অবস্থিত ২২নং বালুচ রেজিমেন্ট কর্তৃক বিদ্রোহী ৫ হাজার বাঙালি ইপিআর সেনাকে নিরন্ত করা এবং তাদের বেতার কেন্দ্র দখল করা।
- আওয়ামী গীগের মুখ্য সশস্ত্র শক্তির উৎস রাজারবাগ পুলিশ লাইন ৩২ নং পাঞ্জাব রেজিমেন্ট কর্তৃক এক হাজার বাঙালি পুলিশকে নিরম্ভ করা।
- ১৮ পাঞ্জাব রেজিমেন্ট কর্তৃক শহরের হিন্দু অধ্যাধিত নবাবপুর ও পুরনো ঢাকা এলাকার আক্রমণ চালানো।
- ২২নং বালুচ, ১৮ ও ৩২নং পাঞ্জাব রেজিমেন্টের বাছাই করা একদল সৈন্য কর্তৃক আওয়ামী লীগের বিদ্রোহী শক্তিকেন্দ্র হিসেবে পরিচিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইকবাল হল (জহুরুল হক হল), জগন্নাথ হল ও প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের লিয়াকত হল আক্রমণ।
- বিশেষ সার্ভিস ঞাপের এক প্রাট্টন কমাজে সৈন্য কর্তৃক শেখ মুজিবুর রহমানের বাড়ি আক্রমণ ও তাঁকে গ্লেফতার করা।
- ক্বিন্ত রেজিমেন্ট কর্তৃক রাজধানী ও সংশ্লিষ্ট বসতি (মোহাম্মদপুর-মিরপুর) নিয়ন্ত্রণে রাখা।
- শক্তি প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে এম ২৪ ট্যাংকের একটি ছোট ক্ষোয়াদ্রন আপেই রাজায় নামবে এবং প্রয়োজনে পোলা বর্ষণ।
- উপর্যুক্ত সৈন্য কর্তৃক রাজায় হেকোন প্রতিরোধ ধ্বংস করা এবং তালিকাভুক্ত রাজনীতিবিদদের বাড়িতে অভিযান চালানো।

পাকিস্তানী সৈন্যরা ১১:৩০ মিনিটে সেনানিবাস থেকে বেরিয়ে এসে ফার্মগেটে মিছিলরত বাঙালিদের উপর ব্যাপক হত্যায়ক্ত চালিয়ে অপারেশন সার্চলাইটের সূচনা ঘটায়। এরপর পরিকল্পনা মোতাবেক একথাগে পিলখানা, রাজারবাণে আক্রমণ চালায়। রাত ১:৩০ মিনিটে বলবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে তাঁর বাড়ি থেকে শ্লেফতার করে। গজীর রাতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে তকলালীন ইকবাল হল, জগন্নাথ হল, রোকেয়া হলসহ শিক্ষকদের আবাসিক এলাকায় আক্রমণ চালিয়ে ৯ জন শিক্ষকসহ বছ ছাত্রকে হত্যা করে। একই পরিকল্পনার আওতায় পুরনো ঢাকা, তেজলাও, ইন্দিরা রোড, মিরপুর, মোহাম্মপপুর, ঢাকা বিমানবন্দর, গণকটুলী, ধানমত্তি, কলাবাগান, কাঁঠালবাগান প্রভৃতি ছানে আক্রমণ চালায়। এ রাতে চউয়ামে পাক সেনাদের গুলিতে অনেকে হতাহত হন। মার্চ মাসের মধ্যেই অপারেশন সার্চলাইট পরিকল্পনায় সেনানিবাসকে কেন্দ্র করে পাকবাহিনী তাগুব চালায়। এছাড়া বাঙালির মুজির আন্দোলনে সমর্থনের কারণে ইত্তেফাক, সংবাদ ও দি পিপুলস অফিসে অম্নিসংযোগ করে বহু সংবাদকর্মীকে আগুনে পৃড়িয়ে মারা হয়।

পাকিন্তান সরকার ৫ আগস্ট এক শ্বেতপর প্রকাশ করে তাতে এই সামরিক অভিযানকে অত্যাবশ্যকীয় হিসেবে চিহ্নিত করে। অপারেশন সার্চগাইটের আওতায় ২৫ মার্চ রাতের অভিযানে প্রকৃত হতাহতের হিসাব পাওয়া যায়নি। বিদেশি সাংবাদিকদের ২৫ মার্চ অভিযানের আগেই দেশত্যাগে বাধ্য করা হয়। দেশি সংবাদপত্রের উপর কঠোর নিষেধাজ্ঞা থাকায় এ সম্পর্কে তেমন বিশেষ কিছু জানা যায় না। জীবনের ঝুঁকি নিয়ে লুকিয়ে থাকা তিন বিদেশি সাংবাদিক আর্নভ জেটলিন, মাইকেল গরেন্ট ও সাইমন জ্রিং এর লেখা থেকে সে রাতের ভয়াবহ নৃশংসতা সম্পর্কে জানা যায়। সাইমন জ্রিং 'ডেটলাইন ঢাকা' শিরোনামে ভেইলি টেলিয়াফ পত্রিকায় যে প্রতিবেদন প্রকাশ করেন তাতে ইকবাল হলের ২০০ ছাত্র, বিশ্ববিদ্যালয় আবাসিক এলাকায় শিক্ষক ও তাদের পরিবারের ১২ জন নিহত হওয়ার সংবাল পরিবেশিত হয়। পুরনো ঢাকায় পুড়িয়ে মারা হয় ৭০০ লোককে। দেশি বিদেশি বিভিন্ন সৃত্র থেকে যে বিবরণ পাওয়া যায় তাতে ঐ রাতে তথ্ ঢাকায় ৭ হাজার বাঙালি নিহত হয়।

#### উপসংহার

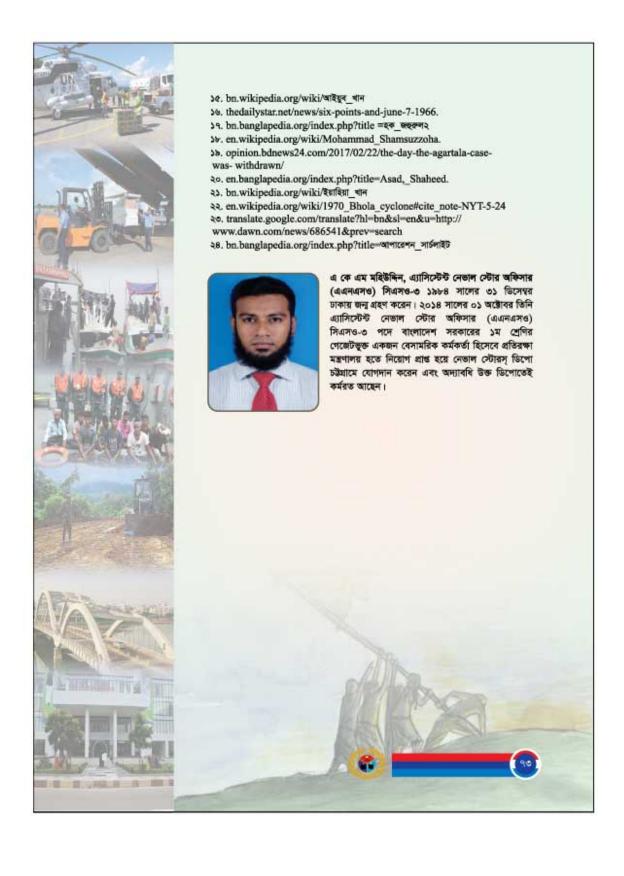
তার পরের ইতিহাস আমাদের প্রায় সকলেরই জানা। কমান্ডো বাহিনী বঙ্গবন্ধকে প্রেফতার করে নিয়ে যাওয়ার আপে তিনি বাংলাদেশকে একটি স্বাধীন দেশ হিসেবে ঘোষণা করেন। সেই ঘোষণায় তিনি পাকিস্তান সেনাবাহিনীর হাত থেকে দেশকে মুক্ত করার আহবান জানিয়ে যান। এর পরিপ্রেক্ষিতে এক রক্তক্ষরী যুদ্ধে এ দেশের কৃষক, শ্রমিক, ছাত্রসহ সকলস্তরের মানুষ বাঁপিয়ে পড়ে এবং দেশমাত্রকাকে দখলদার মুক্ত করে আমাদের উপহার দেয় একটি স্বাধীন দেশ। ৩০ লক্ষ ভাজা প্রাণ ও লক্ষ মা-বোনের সম্রুমের বিনিময়ে অর্জিত আমাদের এই সোনার বাংলা। আজ আমরা মাথা উঁচু করে বলতে পারি আমার স্বাধীন, আমরা একটি স্বাধীন দেশের নাগরিক। আমাদের আছে আলাদা একটি সংস্কৃতি, ভাষা, মানচিত্র, আছে আলাদাভাবে চিন্তা করার শক্তি এবং তা বাস্তবায়নের স্বাধীনতা। ৯ মাস ব্যাপী চলা এ যুদ্ধ আমাদের শিখিয়েছে কিভাবে একসাথে যে কোনো ধরনের পরিস্থিতি সকল ধর্ম, বর্ণ, গোত্র, উটু-নিচু মিলে মোকাবিলা করতে হয়। জাতি হিসেবে যে আমারা দমবার পাত্র নই তা উপলব্ধি করেছে পরো বিশ্ব। তবে স্বাধীনতার ৪৭ বছর পার হওয়ার পরেও ১৯৭১ সালে পাকিস্তানি হানাদার ও তাদের দোসর এ দেশের রাজাকারদের দেয়া নানা ক্ষত বয়ে বেড়াচেছ আমাদের দেশ। স্বাধীনতা পরবর্তী প্রজন্ম আমরা যারা আছি অর্থাৎ আমরা যারা স্বাধীনতা যুদ্ধ দেখিনি, তারা এ সকল কত দেখে বিসায়ে হতবাক হয়ে যাই। বিশেষ করে ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ রাতে চালানো পাকিস্তানিদের অপারেশন সার্চলাইট, যাতে নিরস্ত্র, ঘুমস্ত, নিস্পাপ এ জাতির উপর চালানো হয়েছিল পুরো শক্তির সামরিক অভিযান। আবার ৭১ সালের ১৪ ভিসেম্বর পরাজয় নিশ্চিত অনুমান করে এ দেশের সূর্য সম্ভানদের ঘর থেকে ধরে নিয়ে গিয়ে চোখ, হাত বেঁধে গুলি করে হত্যা করা হয়েছিল। এ গুলো কি কোন যুদ্ধ ছিল? এগুলো কি কোন যুদ্ধের অংশ হতে পারে? যা চলে গিয়েছে তা আর ফিরে আসবে না জানি। আমাদের এ ক্ষতি কখনো পুরণীয় নয় জানি। কিন্তু তারপরও এই প্রশ্নগুলো কেন যেন বার বার আমাদের মনে ফিরে ফিরে আসে। জীবন থেমে থাকে না। আমরাও থেমে নেই। শত কট, শত গ্রানি-জরা মুছে ফেলে আমারা আজ এগিয়ে যাক্সি নিজেদের স্বাধীনতার চেতনাকে বুকে আগলে রেখে। এর ধারাবাহিকতায় সর্বশেষে বলতে পারি; ৭১ হউক আমাদের এপিয়ে যাবার অনুপ্রেরণা, ৭১ হউক আমাদের পথ চলার দিক নির্দেশক।

#### তথ্যসত্ৰ

- ১. bn.banglapedia.org/index.php?title = আলীবৰ্নী\_বান।
- 2. en.wikipedia.org/wiki/Battle\_of\_Plassey.
- e. en.wikipedia.org/wiki/Simla Conference.
- 8. en.wikipedia.org/wiki/Direct\_Action Day.
- translate.google.com/translate?hl=bn&sl=en&u=https://www.quora.com/Was-lord-mountbatten-called-back-after-Indian-independenc&prev=search.
- academia.edu/28206687/LANGUAGE\_PLANNING\_AND\_ LANGUAGE\_POLICY\_DILEMMA\_IN\_PAKISTAN.
- thedailystar.net/news-detail-173191
- ₩. opinion.bdnews24.com/bangla/archives/4582
- >. bn.wikipedia.org/wiki/বাংলা\_ভাষা\_আন্দোলন।
- Iondoni.co/index.php/24-history-of-bangladesh/1952-bhashaandolon/206-bhasha-andolon-bangladesh-language-movement-1948-1952-jinnah-declaration-history-of-bangladesh.
- 33. en.wikipedia.org/wiki/Constitution of Pakistan.
- ١٤. en.wikipedia.org/wiki/Bangladesh\_Awami\_League.
- 30. en.wikipedia.org/wiki/United Front (East Pakistan).
- books.google.com.bd/books?id=Szfqq7ruqWgC&pg=
- PA148&dq= ulana+bhashani+assalamu+alaikum+pakistan&hl= en&sa=X&ei=obHRUcv0B8KzrgeOtYGgAQ&redir\_esc=y#v= onepage&q=maulana bhashani assalamu alaikum pakistan&f=false.







# বিখ্যাত ব্যক্তিত্বদের স্মরণীয় উক্তি

যে ব্যক্তি তার গোপনীয় কথা গোপন রাখে না, সে তার নিরাপত্তার ব্যবস্থা করে না - গুমর ফারুক (রাঃ)

চিস্তা ব্যতীত শিক্ষা হচ্ছে বৃথা, আর শিক্ষা ছাড়া চিস্তা বিপদ জনক - কন্মুসিয়াস

যদি মৃত্যুহীন হতে চাও তবে তোমাকে সংভাবে দেশের কাজ করতে হবে - জে. জি. হল্যান্ড

দেশাত্মবোধ মানুষকে কাজ কর্মে আন্তরিক করে তোলে
- কট

মানুষের পরিচয় তার ব্যক্তিগত স্বকীয়তার মধ্যে নয়, মানুষের সত্যিকার পরিচয় তার কীর্তির মধ্যে -টেনিসন



# সশস্ত্র বাহিনীর আধুনিকায়ন

# সেনাবাহিনী



স্বৰ্ণদ্বীপ এলাকায় মহামান্য রাষ্ট্রপতি কর্তৃক ৩১ শব্যা বিশিষ্ট হাসপাতালের ভিত্তিপ্রক্তর হাপন



বাংলাদেশি শান্তিরক্ষীদের নিরাপত্তা বিধানে মালি মিশনে (মিনুসমা) মাইন রেজিসটেন্ট অ্যায়ুস প্রোটেকটেড ভেহিক্যাল মোভায়েন



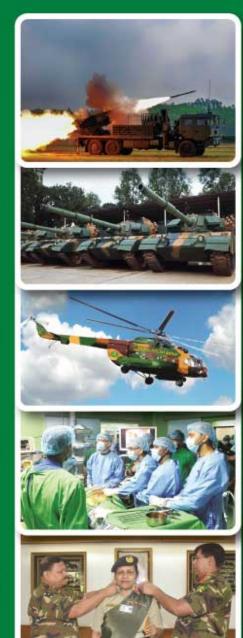
ভারতের পুনেতে অনুষ্ঠিত বিমসটেক (BIMSTEC) এর মান্টিন্যাশনাল ফিল্ড ট্রেনিং এক্সারসাইজে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর অংশগ্রহণ



अपातकाक CASA







এমএলআরএস

ট্যাংক টি-৫৯ জি 'দুর্জয়'

Mi-171 Sh হেলিকণ্টার

সিএমএইচ ঢাকায় কিডনী ট্রান্সপ্লান্টেশন কার্যক্রমের সূচনা

বাংলাদেশ সেনাবাহিনী তথা সশস্ত্র বাহিনীর ইঙিহাসে প্রথম নারী মেজর জেনারেল হিসেবে মেজর জেনারেল সুসানে গীতিকে পদোন্নতি প্রদান



# *নৌবাহিনী*

ত্রিমাত্রিক নৌবাহিনীর রূপকার মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ঐকান্তিক আগ্রহে নৌবহরে আধুনিক দুটি সাবমেরিন 'বানৌজা নবযাত্রা' ও 'বানৌজা জয়য়াত্রা' সংযোজনের মাধ্যমে বাংলাদেশ নৌবাহিনী একটি ত্রিমাত্রিক বাহিনী হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে। নৌবাহিনীর আধুনিকায়নে বর্তমান সরকারের সময়ে নৌবহরে সংযোজিত হয়েছে এযাবংকালের সর্বাপেক্ষা বেশী ফ্রেপেট, করভেট, লার্জ প্রেটল ক্রাফট এবং হাইড্রোপ্রাফিক সার্ভে জাহাজসহ বিভিন্ন যুদ্ধ সরজাম। সমুদ্রে নজরদারী ও টহল জোরদার করতে গড়ে তোলা হয়েছে নেভাল এভিয়েশন। জঙ্গীবাদ, সন্ত্রাস দমন এবং দেশের সার্বিক নিরাপত্তা বৃদ্ধির লক্ষ্যে গঠিত হয়েছে বিশেষায়িত নৌ কমান্ডো দল 'সোয়াডস'। নৌবাহিনীর সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে আরো ২টি মেরিটাইম প্রেটোল এয়ারক্রাফ্ট ও ২টি হেলিকপ্টার ক্রম্ম প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে। এছাড়া খুব শীড্রই আরো ২ ফ্রিপেট এবং ২টি করভেট নৌবাহিনীতে সংযোজিত হবে আশা করা যায়।







# বিমান বাহিনী

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেব হাদিনার বিমান বাহিনীকে শক্তিশালী ও আধুনিক করে গড়ে তোলার অব্যাহত প্রচেটার ধারাবাহিকভার ১৯৯৬-২০০১ মেয়াদে বিমান বাহিনীকে সম্যোজিত হয় চতুর্য প্রজম্মের অত্যাধুনিক MiG-29 যুদ্ধবিমান, সুপরিসর C-130 পরিবহন বিমান এবং উক্ত ক্ষমতাসম্পন্ন আকাশ প্রতিরক্ষা রাজার। ২০০৯-২০১৩ মেয়াদকালে সম্যোজিত হয়েছে F-7 BGI, MI-171SH ফেলিকভার, অত্যাধুনিক আকাশ প্রতিরক্ষা কেপাল্ল FM-90। বিমান বাহিনীর আধুনিকারন ও সক্ষমতা বৃদ্ধির অংশ হিসেবে যুক্ত হয়েছে অত্যাধুনিক ভিন্নিটাল ককপিট বিশিষ্ট K-8W জেট প্রশিক্ষণ বিমান, আধুনিক প্রযুক্তির L-410 পরিবহন প্রশিক্ষণ বিমান, অত্যাধুনিক চিy-by-Wire এবং ভিন্নিটাল ককপিট সম্বলিত কমব্যাট ট্রেইনার বিমান YAK-130, অত্যাধুনিক মেরিটাইম সার্চ এক রেসকিউ AW-139 হেলিকভার, AW-119KX হেলিকভার। বিমান বাহিনীর সম্প্রসারণ ও আধুনিকারনের অংশ হিসেবে C-130J MK5 পরিবহন বিমান, অধিক সংখ্যক K-8W জেট প্রশিক্ষণ বিমান, Long Range Air Defence Radar, Short Range Air Defence System সংযোজন, বরিশাল ও সিলেটে মাটি ছাপনসহ বিভিন্ন ধরনের সামরিক সরঞ্জায় সংযোজন এবং অবকাঠামোণত উন্নয়ন প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।













Captain M Moinul Hassan, (ND), ncc, psc, BN

# Introduction

The word "Collaboration" has wider and diversified meaning. According to Wikipedia, "Collaboration refers to abstractly to all processes wherein people work together." Oxford Dictionary refers collaboration as "United labour, co-operation; especially in literary, artistic or scientific work." On the other hand, Webster defines the term as "To work jointly with others or together especially in an intellectual endeavor." Collaboration requires a process and the purpose is to create value. Civil-Military collaboration means cooperative arrangements between civil and military organizations towards a common goal. It is also a key tenet of knowledge management which is an effective method of transferring know how among individuals (Business Dictionary).

Bangladesh is a thriving maritime nation and we have an excellent maritime heritage. By virtue of the two verdicts, given by International Tribunal of the Law of the Sea (ITLOS) and Permanent Court of Arbitration (PCA) sovereign rights have been established on 118,813sq km of maritime territory, 200 nautical miles (NM) of the exclusive economic zone, and 354 NM of the continental shelf. It has raised hopes of extracting "plenty of resources" from the Bay of Bengal (BoB). Bangladesh comprising approximately 147,570 sq. kilometers of the land territory is an over populated country. As one of the developing countries with a shortage of land-based food and fuel, it needs to look increasingly towards the sea for economic development and sustenance. Since our land-resources are being exhausted gradually, it will be necessary for Bangladesh to depend increasingly on maritime resources.

In Bangladesh, the blue economy issue has come into discussion just after the settlement of maritime boundary delimitation. The proliferation of marine resources in this newly settled marine area offers Bangladesh to explore and utilize marine resources for economic development. The blue economy based on marine resources should be for a sustainable development that denotes development not only for today but for future also. This is really a great opportunity that might need our prudence and acumen to manage this huge resource for our economic benefit. About 19 ministries and divisions of the government are involved with this initiative to translate the opportunity into action to our advantage and enrich Bangladesh economy in real terms. But there are numerous challenges for managing this maritime domain. Technological gap, lack of maritime domain awareness, poor ocean governance, inadequate human resources, law enforcement challenge,



capability gap of law enforcing agencies, and above all lack of coordination and integration among law enforcing agencies and field level operators (civilian counterpart) are critical for the overall management of this maritime domain. Thereby, participatory approach between military and various civilian stakeholders will be needed to manage the maritime resources in order to fulfill the vision of Blue Economy of the government.

#### Marine Resources of Bangladesh

Marine resources of Bangladesh can be described based on the volume of stock and regeneration (living and non-living), "potential" based on their immediate availability and readiness for harvest/ utilization. The maritime human resource is also an important resource. However, some important resources are described in succeeding paragraphs.

Exploration of Oil and Gas. Bangladesh is yet to assess the true potential of its offshore oil and gas prospects (Imam 2013). The figure shows the exploration blocks defined by Bangladesh in the shallow sea (SS, up to 200m depth) and the deep-sea (DS, >200 to 2500m). The shallow offshore blocks of Bangladesh adjacent to the Myanmar blocks are considered an area of particular interest because of the recent discoveries of several large gas fields in the Arakan offshore of Myanmar (Hossain MS et al. 2014).



Fig 1: Geological basins in the Bay of Bengal (left); and oil/gas exploration blocks in the shallow sea and deep-sea in Bangladesh EEZ (right)

Mineral Resources. The potential mineral resources besides oil and gas in the BoB are yet to be investigated in full. So far, the entire coastal belt has been explored with the discovery of 17 deposits of potentially valuable minerals such as zircon, rutile, ilmenite, leucoxene, kyanite, garnet, magnetite and monazite (Alam 2004).

Ocean Renewable energy. Marine-based renewable energy such as wind, wave and tidal range and currents offers a significant potential to contribute to low-carbon energy supplies. Bangladesh plans to generate 5% of its electricity from renewable energy sources by 2015 and 10% by 2020 (Rio+20 MOEF,2012).

Marine Fisheries Capability. The marine fisheries sub-sector has an estimated 57,863 non-mechanized, mechanized fishing boats and more than 232 industrial trawlers including 21 midwater trawlers (BOBLME 2013). The fisheries sector contributes about 4.37% of total GDP. Approximately 1.2 million people directly derive their livelihoods from fishing and fishery-based activities, and according to estimates, fish products account for 60% of total protein intake. Marine fish production is 0.59 million. Bangladesh ranks 2nd in export earning; 4th in Inland Capture Fisheries and 5th in Aquaculture Production (Humayun, 2014). The EEZ part of Bay of Bengal is home to 405 species of fish, 28 species of crabs, 4 species





of lobster, 33 species of shrimps, 437 species of marine and brackish water mollusks and 165 species of marine algae and sea weeds (BOBLME,Ecology-4,2013). The artisanal mechanized and non-mechanized boats and industrial trawlers are engaged in fishing in the coastal waters upto 60 km (within 40m depth) from our coastline. However, there are hardly any capabilities of catching demersal fishes below 50 m depth of water. There is tremendous scope for increasing marine catch introducing technology and longline fishing with bigger ocean-going trawler in venturing beyond 60 km coastline (Alam, 2014).

Marine Biotechnology. Marine biotechnology refers to the science and technology that uses marine bio-resources to bring desirable products and other benefits for humans. The promising pharmaceutical and coastal aquaculture sectors would benefit if marine organisms in the BoB can be used as a source of new materials/ products especially for applications in health (antibiotics, anti-cancer, nutritional supplements, etc.) and food (Hossain MS et al. 2014).

Shipping. More than 90% of the Bangladesh's external freight trade is seaborne. Presently Bangladesh's value of export and import stands at about USD 67 billion (2013-14) and are carried by 2500 foreign ships visiting our ports (Zillur, 2014). There are only 74 registered (2014) Bangladeshi merchant ships which are not sufficient to carry even a fraction of our cargo. Bangladesh must facilitate local shipping companies to add more ships to the existing fleet.

Sea ports. Maritime ports of Bangladesh play the key role of transporting 94% of our foreign trade. 40% of annual revenues of Bangladesh earned from custom related formalities and Chittagong port alone contributes 72% of this revenue. In the year 2016-2017 cargo handled in Chittagong and Mongla port is 79.9 million metric tons and 7.5 million respectively (CPA and MPA website, 2018). Bangladesh must enhance the existing handling capacities of ports and develop deep sea ports with more capabilities and modern handling equipment in Sonadia, Matarbari and Payra to cater for increased trade and commerce.

Shipbuilding and Ship Recycling Industries. There are more than 300 shippards and workshops in Bangladesh and almost 100% requirement of inland vessels are being built by these yards. Ship building yards are constructing 10,000 DWT sea going ships for export and are expected to upgrade their capacity to 25000 DWT. Ship breaking industry provides undeniable contribution to infrastructure development in Bangladesh. Bangladesh ranks in the 2nd position in ship breaking industry having an annual turnover USD 2.4 billion (Alam, 2015).

Maritime Human Resource. A thrust in blue economic growth may come from a large army of skilled coastal and offshore engineers, navigators, merchant mariners, fisheries technologists, biotechnologists, etc. Bangladeshi seafarers are working in the

international shipping and earn about \$400 million per annum. Besides seafarers, a good number of marine engineers, technicians, and welders including skilled laborers are working in foreign shippards. Currently 01 public and 17 Private Marine Academies are producing yearly about 800 cadets to serve the national and international maritime trade (Halima 2014).

# Maritime Security Issues and Challenges

Maritime Security. Maritime security is understood as a state of affairs of the global/regional maritime domain, in which international and national laws are enforced, freedom of navigation/trade and commerce is guaranteed and maritime transportation, environment and marine resources are protected (Alam MK 2105).Referring to the responsibility for maritime security, all nations have a responsibility to ensure

"Good Governance at Sea" (Lutz Feldt et al. 2013). Navies, Coast guards and other maritime agencies have an increasingly vital contribution to make in support of good order at sea. The basic requirements for the good order at sea are shown in Figure 2.



# **Maritime Security Threats**

Maritime security threats mainly include: Inter-state conflicts, piracy, maritime terrorism, human trafficking, maritime pollution, drug trafficking, gun-running, maritime accidents, preservation of living and non-living resources, maritime SAR, natural disasters and many more. Illegal, Unregulated and Unreported (IUU) fishing is the cause of overexploitation and destruction of our marine species. Illegal fishing in the coastal waters by artisanal and traditional fishermen results overexploitation of fishes. There is no management and monitoring of the artisanal sector, where fishing pressure increases alarmingly (BOBLME 2013). The implications are exacerbated further by the illegal intrusion of foreign fleets. BN ships in last 30 years apprehended 248 boats and trawlers engaged in illegal fishing which includes foreign trawlers from Thailand, Myanmar, Sri Lanka and India (DNO, NHQ 2018). The trafficking of small arms, drugs, contraband goods etc has also in the rise in Bangladesh's maritime waters in recent times. BN so far apprehended 1404 vessels/boats and 3039 smugglers involved in smuggling activities worth Tk 387crore(DNO, NHQ 2018). Pollution from upstream sources threatens marine biodiversity in Bangladesh's waters. There are currently over 900 polluting industries, which directly or indirectly discharge untreated liquid and solid wastes into coastal rivers and other waterways that eventually make their way into the BoB (Islam 2003).





# Challenges of Maritime Resource Management

The challenges of Maritime resource management in BD is enormous. The main challenges for maritime resource management are: Poor ocean governance, Technological gap, Lack of maritime domain awareness, Inadequate human resources in the maritime area, Improper roles of different focal points present in the maritime sectors, Inadequate public participation and stakeholders inclusion, Capability gap of law enforcing agencies and Lack of coordination and integration among law enforcing agencies and civilian counterpart. These challenges demand wider collaboration between military and civilian counterparts.

### Civil- Military Collaboration in Bangladesh

Civil-Military collaborations in Bangladesh basically centers on the role of Armed Forces in natural calamities or disaster, in aid of civil administration and nation-building activities (Director CMR, AFD). Besides, there are some special operations conducted by BN and Coast Guard at sea/coastal areas in collaboration various ministries/ divisions/District & Upazilla administration/MFD and other related organizations which are: Anti-smuggling duties, Special operation for protection and conservation of Juvenile Hilsa, Mother Hilsha conservation program, Prevention of intrusion of Foreign fishing trawlers in BD waters, Monitoring the Fishing trawlers in the BOB and update Inventory list and conservation, Providing security to the Ports, Hydrographic and Oceanographic survey, SAR at sea, Conducting annual exercises integrating all maritime agencies of Bangladesh etc (DNO, NHQ, 2015). Though it is directed to conduct these operations in collaboration with various civil agencies but their presence and participation in the field is not very encouraging (personal communication).

# Requirement of Civil-Military Collaboration in Maritime Sector

To conduct the above specific maritime operations, collaboration between civil and maritime security forces is essential. In our country, Navy and Coast Guard have relatively better equipped human resource and technological capability to perform the task in the maritime domain. As law enforcing agencies, military forces are the key players for managing maritime resources. Particularly, maritime forces are better equipped to perform any maritime tasks assigned by the government and they have access to all part of maritime domain. These forces can work as effective coordinator between all stakeholders provided proper support/collaboration obtained from the civilian counterpart. Thus, there is a requirement to formulate a framework and central body under which civil and military forces can work together to manage maritime resources. The formulation of maritime policy is a prerequisite for ensuring the integrated approach in the maritime domain for sustainable development.

## Challenges in Civil-military Collaboration

Civil-military collaboration constitutes a bargain. There are three parties to the bargain: the people; the government; and the military establishment (Huntington P, 1957). The bargain must be periodically re-negotiated to take account of political, social, technological, or geopolitical changes. The communication gap and the lack of trust and understanding between military and civil bureaucrats are the main bottleneck that hinders the collaboration. However, there are other pervasive factors like lack of strength of the political institutions, Lack of adequate professionalism amongst all the components of CMR, and Poor military-media relationship etc. The principal problem lies how civilian control over the military is established and maintained (Huntington P, 1957).

#### Ocean Governance

Safe and secure ocean is a pre-requisite to economic development, and sustainable marine resource management is one of the key elements for that development. While the activities maritime economic substantially grown in size and diversity, their management has barely been founded on holistic principles. Not withstanding, the disconnects among various marine activities, most major marine sectors have progressed on their own in terms of developing the 'rules of the game', however fragmentary and incomplete (Hossain MS et al. 2014). Figure 3 shows the complex interactions of resource base, users, actors, challenges and opportunities of ocean management leading to the logical response of governance.



# **Development Initiatives**

Some development initiatives have recently been taken in different sectors, namely shipping, fisheries, environment, research, etc. Among notable developments in the shipping sector, besides modernization of existing ports, a new sea-port Payra is being constructed in Patuakhali district. Developments in the marine fisheries sector particularly with respect to conservation and sustainable exploitation are going on. A temporary ban on fishing in a certain period of the year has been imposed for several years now to allow breeding and recruitment of important fishes, specifically Hilsa. Several Marine Protected Areas (MPA) are in the process of being declared to maintain marine biodiversity and fish stocks at sustainable levels (although there is no national policy on MPA development needs or priorities). Destructive fishing methods and gear (e.g., set bag net) have been completely banned from operation. Vessel Tracking and Monitoring





System (VTMS) with satellite communication links (AIS) are going to be installed soon in fishing vessels in phases, in order to monitor and control their maneuver at sea. Recently, Bangladesh Oceanographic Research Institute (BORI) has been founded for coastal and oceanic research of all kinds. An initiative has also been taken to establish a Chief Hydrographer's Officer at Naval Headquarters to coordinate and lead hydrographic surveys and other related research activities in the BoB (Hossain et al. 2015). A committee comprising of 20 members headed by Cabinet Secretary of Honorable Prime Minister has been formed to develop action plans on Blue Economy. The committee will formulate short, mid and long-term plan based on the inputs forwarded by various ministries and coordinate various actions. Once the plan is received, then the Action plan will be finalized (Alam, 2015).

#### Requirement of a Maritime Policy

Present Ocean Management system has different actors having divergent missions, visions and code of conduct. Ocean provides huge base of human activities and characterized with lot of complexities. To turn these difficulties into opportunities, ocean management demands holistic and integrated approach. This can only be possible by developing and formulating a Maritime Policy. The purpose of the national Maritime Policy is to direct the development of maritime activities for the optimum use of the maritime zones under national jurisdiction and beyond, all done being in line with national interest in an integrated, harmonious and sustainable way for the socio-economic well being of the country (Shamsul, 2014). The objectives of Maritime Policy would be:

- Developing institutional framework for ensuring good governance in the maritime domain.
- Promote economic growth.
- · Ensure security of all maritime stakeholders.
- · Ensure control of sea under national jurisdiction.
- Create opportunities through research, education and generating maritime awareness.
- Improve the quality of maritime environment and ensure sustainability.
- Foster cooperation (Regional & International).

In this respect, Bangladesh should enact an integrated maritime policy focusing on maritime security; maritime pollution; preservation and protection of marine living and non-living resources; maritime scientific research and transfer of technology; protecting marine environment; global climate change, etc. The policy can be formulated taking into consideration UNCLOS 1982, the conventions adopted by International Maritime Organization (IMO), conventions adopted by United Nations Environment Program (UNEP) etc. (The Daily Star, March 08, 2015).

# Formulation of an Integrated Framework for Civil-Military Collaboration

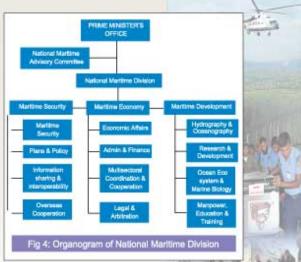
the Following purpose objectives of a National maritime Policy it will be prudent to create an organization which will ensure the proper outcomes of all the activities. Hence, it is suggested to create a National Maritime Division (NMD) which shall be central to every action initiated, promulgated, implemented and monitored in maritime domain across broad spectrum of maritime sectors (Shamsul, 2014). This will ensure the active participation of civil and military in the management of overall maritime domain of Bangladesh and ensure cooperative arrangements

between these organs towards a common goal. It will be also an effective method of transferring 'know how' among individuals, both civil and military. Considering the highly multidimensional nature of coastal and ocean affairs, no specialized ministry/agency should be designated as the lead agency for coastal and ocean management (Hossain, 2015).

Organogram of NMD. The division shall function directly under the Prime Minister's office and be manned by both civil and military officials from different ministries and Bangladesh Navy respectively. The NMD may be placed under Prime Minister's Office (PMO). The NMD may be headed by a senior Secretary of Government (with experience in maritime related field) or a Vice Admiral from BN who will be designated as Secretary NMD. The NMD shall have three broad organs: Maritime Security, Maritime Economy and Maritime Development. Each organ may be headed by a Joint Secretary or equivalent rank being designated as Director General.

Functions of NMD. The NMD shall advise government on maritime activities; guide actions of different agencies/ departments; Coordinate, monitor and evaluate target-based achievement goals stipulated; maintain database and Render annual reports in a form of a 'year book of statistics' (Shamsul,2014). The NMD shall be a role model of civil-military collaboration to attain specific objectives. Three main organs of NMD may perform following functions:

Maritime Security. Coordinate on maritime security matters between various concerned ministries/agencies; Plan, formulate and execute policies to harmonize on maritime short, mid and long-term plans for sector wise implementation; maintain data base for ready reference and establish a cooperative mechanism with international agencies and pursue national maritime interest across the globe.











Maritime Economy. Central to maritime economic matters to explore economically contributive areas and promulgate action plans; Initiate infrastructural development of NMD and oversee financial inflow and outflow; and work towards formulating and implementing rules and regulations required for governance of maritime domain.

Maritime Development. Plan for preservation of ocean ecosystem and marine biology; Maintain database for oceanic and hydrographic information to formulate policies for sustained development; Initiate actions to carry out marine scientific and other research; and Initiate actions and programs to develop human resources.

# Composition and Functions of National Maritime Advisory Committee (NMAC)

Presently Constituted committee for preparing Action plan for Blue Economy may comprise NMAC. However, the NMAC alongwith various ministers may include Chief of Naval Staff, PSO AFD, DG Coast Guard and secretary NMD. The NMAC shall advise on scope and effectiveness of the maritime policy, sit periodically to assess the development in the maritime sectors and consider reviewing and revising the policy in place, and furnish NMD with policy, strategy and guidelines for implementation through lead ministries. This integrated framework will foster maritime capacity building and develop maritime domain awareness through information sharing at different levels of civil and military. This will ensure improved Ocean Governance through multisectoral cooperation and coordination in marine affairs; broad stakeholder inclusion and establishing a rigorous marine-oriented monitoring and assessment to weigh national activities and implementation.

# Recommendations

Basing on the discussion and findings following are recommended:

- An integrated Maritime Policy (Ocean Management Policy) may be formulated interfacing all the maritime stakeholders.
- Basing on the Policy an integrated ocean management framework (National Maritime Division) may be developed at the highest level of the government (under the PMO's Office) to ensure proper coordination and integration among different ministries and line agencies.
- Integrate civil-military in the ocean governance system in order to fulfill the Blue Economy vision of Bangladesh.
- Improve Ocean Governance through multisectoral cooperation and coordination in marine affairs (including civil and military), establish a rigorous marine-oriented monitoring and assessment facility (through NMD) to measure national activities and implementation, and to assess their effectiveness at meeting goals as laid down in the maritime policy.
- The civil-military collaboration in maritime resource management may be included in the 7th Five Year Plan.



#### Conclusion

Our Oceans are global 'commons'; and will continue to provide valuable resources and services to support human health, societies and economies. So, our common future will be significantly determined by the way we conserve, develop and tap into oceanic resources and services. The main challenges in the ocean economy included human and physical sustainability in catering sea resources, capacity gap among the stakeholders, equity and benefit sharing, technology, knowledge and governance.

Bangladesh needs to build a comprehensive maritime security arrangement for protecting the maritime expanse from external threats. Recently, the government has given due importance on ocean management and started planning for capacity building. Though there have been lot of policies and laws related to marine resources management, but lack of institutional backbone for holistic and integrated approach barely bring sustainable result. Therefore, considering the value added maritime sector for the economic growth of Bangladesh, the government needs to implement a comprehensive maritime policy interfacing all the maritime stakeholders.

BN and Coast Guard have relatively better equipped human resource and technological capability to perform the assigned task in the maritime domain. Maritime security, maritime economy and maritime development demands wide range of collaboration between civil and military counterpart. A comprehensive framework for civil —military collaboration is required to ensure proper coordination and integration among different ministries and line agencies in order to balance ecological, economic, and social goals toward sustainable development. There is a need to promulgate strategies where the collaboration between civil and military component will be clearly spelt out.

The result of the study identified the bottlenecks that hinder present civil-military collaboration. Frequent social and professional interaction is necessary to reduce the gap. Enhance maritime awareness and information sharing is the key enablers to enhance collaboration in the maritime sectors. Thereby, a comprehensive and integrated framework of National Maritime Division under the PMO is suggested in the paper which may foster the existing collaboration of civil-military officials. The Civil service shall come forward and work hand to hand with military to fulfill the vision of Blue economy of GoB for a prosperous Bangladesh.

## Bibliography

- Alarm MK (2004), Bangladesh's Maritime Challenges in the 21st Century, Dhaka: Pathak Shamabesh Book.
- Alam MK (2015), Maritime Boundary and the use of Marine Resources, published in News Today, http://www.newstoday.com.bd/i ndex.php? option=details&news\_id=2387796&date=2014-08-28,retrieved on 08 Aug 15.
- 3. Alam MK (2014), Ocean/Blue Economy for Bangladesh, online







article, retrieved on 11 August 2015. (http://www.mofa.gov.bd/index.php?option=com\_content&view=article&id=706&Itemid=202).

 Aslam A (2011), Role of Armed Forces in Disaster Management: Coordination and Cooperation. Presented in a seminar on "Civil Military Relations" organized by BIISS in Dhaka, 2011.

 Azad AK (2009), Maritime Security of Bangladesh, presented in a Seminar organized by BIISS at Dhaka, (http://www.biiss.org/seminar\_ 2009/papers/dap.pdf), retrieved on 07 Aug 2015.

 BALANCE (2008), Towards Marine Spatial Planning in the Baltic Sea, BALANCE (Baltic Sea Management –Nature Conservation and Sustainable Development of the Ecosystem through Spatial Planning) Technical Summary Report 4/4, Copenhagen, Denmark. 133pp.

 Blakeley I (2010). Frontier Exploration: Bay of Bengal - Many Possibilities and Challenges Ahead. GeoExpro 7(1):30-34.

 BOBLME (2012). Management advisory for the Bay of Bengal Hilsa fishery. Bay of Bengal Large Marine Ecosystem.

 Blue Economy: Necessarily A Biodiversity Driven Economy, online article, retrieved 08 August 2015. http://www.saveoursea.social/ programs/our-mission-blue-economy

 Chowdhury S (2012), Sobhan (ed), Marine Protected Areas in Bangladesh: a framework for establishment and management, Submitted by IUCN, BOBLME Project of FAO.

11. European Marine Biological Resource Centre (2014), Training and Education Trends in the Blue Economy (Deliverable D11.9) February 2014.

12. Fahmida A Khatun, Mustafizur Rahman, Debapriya Bhattacharya (2004), Fisheries Subsidies and Marine Resource Management :Lessons from Bangladesh, Prepared for the Economics and Trade Branch (ETB) United Nations Environment Programme (UNEP).

 GeoffreyTill (2004), Seapower: A Guide for the Twenty-first Century, Frank Kass, UK.

 Halima Begum, (2014) The Role of Maritime Cluster in Enhancing the Strength and Development of Maritime Sectors of Bangladesh, online article, retrieved on 05 August 2015.

15. Hossain MS, Chowdhury SR and Sharfuzzaman SM (2014a), Reflections on the Opinions of Marine Scientists on the Roles and Responsibilities of the State in Utilizing and Managing Marine Resources of Bangladesh, submitted to H.E. the Prime Minister of GoB, August 20, 2014.

16. Hossain M S and others (2014), Opportunities and Strategies for Ocean and River Resources Management, Background paper for preparation of the 7th Five Year Plan for Food and Agriculture Organization of the United Nations, Bangladesh Country Office, Dhaka, Bangladesh.

17. Hossain S (2014), Marine Bio-Diversity and Coastal Zone management- A Way forward, presented in a seminar on "Safeguarding and Harnessing Maritime Resources of Bangladesh- A Strategic Roadmap for Economic Security" organized by Bangladesh navy at Chittagong (3-4 December 2014).

18. Hossain, Md. M. Maruf. (2011). Report on National Stakeholders



Consultation Workshop on the Bay of Bengal Large Marine Ecosystem (BOBLME) Trans boundary Diagnostic Analysis (TDA), Bangladesh". Prepared under the BOBLME Programme 2011 project 03.

 Hussain, M.G. et al. 2009. Marine and coastal fisheries resource s, activities and development in Bangladesh: Relevance to BOBLME Project. Presentation for BOBLME Programme/FAO. 23 Slides.

20. Hussain, M.G. and Hoq, M.E. (eds.). 2010. Sustainable Management of Fisheries Resources of the Bay of Bengal- Compilation of national and regional workshop reports. Support to Sustainable Management of the BOBLME Project, Bangladesh Fisheries Research Institute. SBOBLMEP Pub./Rep. 2. 122 p. Printed in Dhaka, Bangladesh.

21. Humayun N (2014), Management and Harnessing of Marine Fisheries Resources- A Strategic Response, presented in a seminar on "Safeguarding and Harnessing Maritime Resources of Bangladesh- A Strategic Roadmap for Economic Security" organized by Bangladesh Navy at Chittagong (3-4 December 2014).

 Huntington P (1957). The Soldier and the State: The Theory and Politics of Civil-Military Relations. Belknap Press, United States.

23. Imaduddin M (2014), Hydrocarbon Exploration in the Deep offshore Area of Bangladesh, presented in a seminar on "Safeguarding and Harnessing Maritime Resources of Bangladesh- A Strategic Roadmap for Economic Security" organized by Bangladesh Navy at Chittagong (3-4 December 2014).

 Lutz Feldt, Dr. Peter Roell, Ralph D. Thiele, (April 2013), Maritime Security – Perspectives for a Comprehensive Approach, online article, retrieved on 06 Aug 2015.

 M.G. Hussain, M. EnamulHoq, M. Emran and M. Asaduzaman (2009), Marine & Coastal Fisheries Resources, Activities and Development in Bangladesh: Relevance to BOBLME Project (BOBLME-2009-REG-5.0-IWS-09).

 Morne, Masud Ara. 2007. The potential of the artisanal hilsa fishery in Bangladesh: an economically efficient fisheries policy. Final project for the United Nations University Fisheries Training Programme. Reykjavic, Iceland. 57pp.

 Momen Abdul (2015), Presentation on Blue Economy, at the side event organized by UN-ESCAP during the High Level Segment of the ECOSOC 2015 UNHQ, New York, 8 July 2015.

28. Mukul, S.A, Uddin, M.B., Uddin, M.S., Khan, M.A.S.A and B. Marzan. 2006. Protected areas of Bangladesh: Current status and efficacy for biodiversity conservation. Proceedings of the Pakistan Academy of Sciences. 45(2). Pp. 59-68.

29. Rahman Zillur (2014), Maritime Security and Sustainable Trade and Commerce of Bangladesh, presented in a seminar organized on "Safeguarding and Harnessing Maritime Resources of Bangladesh- A Strategic Roadmap for Economic Security" by Bangladesh Navy at Chittagong (3-4 December 2014).

 Rio + 20: National Report on Sustainable Development (May 2012) published by Ministry of Environment and Forest.





31. Shamsul M (2014), Comprehensive Maritime Policy for Bangladesh-A Suggested Framework, presented in a seminar on "Safeguarding and Harnessing Maritime Resources of Bangladesh-A Strategic Roadmap for Economic Security" organized by Bangladesh Navy at Chittagong (3-4 December 2014).

 The Daily Star editorial, September 01, 2014, PM for Marine-Based Economic Activities.

 Wadud Abdul (2011), "Existing Positive Interaction between Bangladesh's Civil-Military Agencies" presented inseminar on "Civil Military Relations" organized by BIISS in Dhaka, 2011.

https://www.thedailystar.net/integrated-maritime-policy-for-blue-economy-46456.

35. www.cpa.gov.bd accessed on 16 Jul 18.

36. www.mpa.gov.bd accessed on 16 Jul 18.



Captain M Moinul Hassan, (ND), ncc, psc, BN is presently holding the appointment of Commanding Officer, Flying Wing of Naval Aviation. He was commissioned in the executive branch of Bangladesh Navy on 01 January 1992. His 26 and half years of service career has fine blend of command, staff and instructional appointments. He is a navigator and devoted great length of service at sea in navigational duties. Captain Moinul commanded one Corvette, two Offshore Patrol Vessels, three medium and small Fast Attack

Craft, and one missile boat of Bangladesh Navy. In instructional field, Captain Moinul contributed immensely. He was a Directing Staff (Naval Wing) of the Defence Services Command and Staff College (DSCSC) of Bangladesh Armed Forces. He was also a Directing Staff of Bangladesh Navy Junior Staff Course. Apart from all mandatory training, Captain Moinul had undergone number of training courses both at home and abroad. Few mentionable are: Meteorology Course, Bridge Simulator Operator Course from Italy, Junior Staff Course, Long Navigation and Direction Course from Pakistan, Defence Services Command and Staff College (DSCSC), Mirpur and Defence Services Staff Course from Wellington, India. He has done Masters in Defence Studies (MDS) from National University Bangladesh and Masters in Strategic Studies from Tamilnadu University, India. The officer is an alumnus of Bangladesh Public Administration Training Centre, Savar, Dhaka. Captain Moinul is also an alumnus of Naval War College, Rhode Island, USA where he has completed Naval Command College Course. The officer participated in the United Nations Mission on Ivory Coast (UNOCI) as Military Observer in 2007-08.

# People's War, Pro- People Armed Forces and Demographic Depth in the Overall Defence System of Bangladesh

Colonel Husain Muhammad Masihur Rahman, SPP, afwc, psc Lieutenant Colonel Raju Ahmed, afwc, psc

#### Introduction

Bangladesh Armed Forces emerged and developed through the great Liberation War 1971. Armed Forces started functioning jointly from 21 November 1971. Being the symbol of independence and sovereignty, Armed Forces remain standby to safeguard the country from any aggression or disaster. People, national structures, and organizations of any independent country play important role in the defence of the country, yet Army, Navy and Air Force i.e. Armed Forces act as the bastion of defence system. Parliamentary Standing Committee has recently emphasized for a pro - people Armed Forces¹. With the passage of time, Armed Forces as a symbol of people's confidence have grown pro-people forces and is going ahead as a companion to the country's progress and development.

Nine months armed struggle i.e. people's war is a chapter of bloodshed in one hand, on the other; it is the bearer of national intrinsic traits and strategic culture. Following the example of great Liberation War, our national defence system will be built up centering people's participation in any future war. People play a very important role in creating depth in the defence system. Bangladesh follows the concept of people's war against external aggression. Besides, like many other modern militaries, government employs Armed Forces for different development and disaster management duties. The concept of People's War, Pro-people Armed Forces and Demographic Depth are being developed and studied in the defence domain<sup>2</sup>. Considering the Liberation War and any future war, it is necessary to clarify this concept to the general population of the country in addition to Armed Forces personnel. An effort has been taken in this paper to elaborate these concepts.

#### Geo- Political Background and Military Forces

Foreign military power is not the only source of threat to any country. Individual or group based threats are also surfacing as major threat against all. International terrorist organizations, extremist communal groups, and separatist parties are regularly changing their strategy using new techniques specially using information technology during the implementation of their strategies. Pro-people Armed Forces and a population ready for People's War are the greatest strength of a country

<sup>2.</sup> Draft Defence Policy of the People's Republic of Bangladesh



Parliamentary Standing Committee for Defence Affairs on Defence Policy vide file No -2/bnps/ / khasha-7/kha: Bat/ defence/2009/50 dt 22 Mar 2010



to face any traditional or non-traditional threats. If the population is blended in the overall defence system like many other countries, country's defence system becomes stronger and more formidable.

Presently, changes in the concept of national security are observed following the changes in war doctrine, strategy, and geo-political background. Socio-economic development and State's Strategic Culture embrace these changes. Bangladesh is considered as the developing economic power in South Asia<sup>3</sup>. Since post-Liberation War, Bangladesh's development is the highest in this region. Political leadership always seeks to strengthen country's defence system due to nation's increased geo-political importance in the international atmosphere. In light of a visionary guiding principle, formulation of Defence Policy is in progress keeping in mind overall security concerns of Bangladesh. In this arrangement, optimum use of population and Armed Forces in the defence system will facilitate overall country's defence management.

#### People's War

The Chinese revolutionary communist and political leader, Mao Tze Dong (1893-1976), introduced People's War as part of politico-military strategy. Maintaining people's support, bringing enemy into deep inside territory, thereby stretching out enemy's line of supply and gradually depleting his combat power through conduct of guerilla warfare with the help of people is the core concept of People's War. People's war was successfully applied during World War II by the Japanese Army and also against nationalist government in the Chinese Civil War\*.

Global Trend in People's War. People's War is the fighting for the country with the help of inhabitants. The main strength of people's war stems from population, though Armed Forces as part of population perform leading role in the war. Pro-people forces effectively use people's power in defending the country during war. State and state system evolve from the people. Therefore, the interest of the nation and citizen are coined in the same platform. Mao Tze Dong won against mighty military forces while outstretching war from city to village by constituting people's force. With the passage of time, due to technological involvement in the overall warfare few changes have taken place in the concept of Chinese People's War, yet, the basic concept of People's War remain unchanged.

Liberation War and Subsequent Composition of Armed Forces. Bangladesh Liberation War strategy cum independent entity begins with the formulation of the independent geographical entity like independent District/Thana centering population. During the Liberation War,

<sup>3.</sup> Bangladesh is grouped as "The Next Eleven", the eleven countries having a high potential of becoming, along with the BRICs, among the world's largest economies in the 21st century. They include Bangladesh, Egypt, indonesia, Iran, Mexico, Nigeria, Pakistan, the Philippines, Turkey, South Korea and Vietnam-Identified by Goldman Sachs Investment bank and economist Jim O' Neill in a research paper, https://en.wikipedia.org/wiki/Next\_Eleven

<sup>4.</sup> https://en.wikipedia.org/wiki/Chinese\_Civil\_War

appropriate defence system was raised against Pakistani regime declaring local independence of different Thanas. To declare independence in small areas, the local population was completely involved in the process. Patriotic people have fought Liberation War 1971. However, member of Armed Forces / retired personnel / other participants have acted as the prime driving force for the strategy and conduct of different small groups and forces in the war. Due to the huge involvement of population during Liberation War, it was possible to defeat mighty Pakistani Forces without having a considerable size of Armed Forces. That is why; Liberation War of Bangladesh is an example of successful People's War.

Concept of People's War in Defence System. Bangladesh achieved independence sacrificing millions of lives through fighting nine months Liberation War. Formation of appropriate Armed Forces started immediately after achieving independence. It has gradually grown up basing on the Defence Policy of 1974 and reached to its present state. Bangladesh Armed Forces is being structured as timely and appropriate Armed Forces with the inclusion of modern weapon systems besides contemporary training. The concept of People's War is embedded in our defence system since the formation of Armed Forces.

Nature of People's War in Bangladesh. Lead role in organizing the defence of the country lies with the Military Force; Bangladesh is no exception to that. Historically people remains involved in defence system of Bangladesh. With this intent, Bangladesh Government is maintaining Armed Forces to defend the country. However, historical analysis of Bengali Nation through the ages signifies that resistance and demonstration cum Liberation War against occupation forces has started from the freedom seeking mind of Bengali population. Simultaneous participation by both Armed Forces and Population in war is an experienced and essential aspect of Bangladesh. This freedom seeking mind of Bengali people plays a special role in planning defence of the country against any external aggression. Since independence, as per the decision of government, the amount of experience Bangladesh Armed Forces has earned in different developmental, structural and disaster management activities taking all walks of people will be very effective in leading any future People's War.

Relation between Pro People Armed Forces and People's War. Considering demographic features, traditions, history of independence, strategic culture and political leadership philosophy, People's War is felt as an ideal arrangement for country's defence. With this background, our defence system needs to grow up. Therefore, our Armed Forces need to be more people oriented and demographic depth needs to be utilized for our defence.

## **Pro- People Armed Forces**

Role of Armed Forces. In every country, Defence Forces are the symbol of independence, sovereignty, and valor. Warfare was an incidental affair in the ancient period where Armed Forces used to be employed for national defence or in the aggression of another country. Such employment of Armed Forces continued till the end of World War II.





However, with the development of humanity, the possibility of war has eroded but not completely ended. Therefore, the process of Armed Forces' reformation and manpower reduction started during post-Cold War. During this process, existing superpower like the USA and many other big military powers (state system and international alliance) have been able to realize that instead of reducing troop strength, it's more effective to redefine the military forces' ambit of responsibility. Though in early time army only performed the responsibility of defending the country, with the passage of time military domain has changed. Armed Forces as part of international alliances besides participating in defence are also employed for country's defence and different development and nation-building activities. In most of the countries, disaster management and nation-building activities have been recognized as the important role of Armed Forces. Background of Bangladesh Armed Forces' integrated structure and growth is Liberation War. Like many other countries in the world, Bangladesh Armed Forces' fields of responsibility have also changed and made the forces more effective.

Modern Armed Forces and Society. Social scientist Charles Moskos, considering domain of responsibility has categorized US Military Forces in three different ages5. According to his observation, the first stage is from early nineteen century to end of World War II, the second stage is from the end of World War II to Cold War in 1990, and the third stage is from the end of Cold War to till date which will continue for unknown future. As per his opinion, present US Military Forces need to remain more involved with civil atmosphere and need to perform more internal duties of the State. He also observed recent different military duties of few other developed countries in the world like UK, France, Germany, Italy etc. It is found that military of these countries needs to get involved more in the internal duties of the State. As a result, structuring and developing any country become easier and maintaining Armed Forces for the state also becomes cost-effective. Therefore, by regular employment of military in different activities the gap between Armed Forces and the general population is reducing gradually, employment pattern of Armed Forces is changing and Armed Forces is becoming more people oriented.

Armed Forces Capability and Employment in Terms of Normal Territorial Reality. Security is the highest responsibility of the state. Irrespective of threat magnitude from neighbours, regional or superpower, it is the responsibility of the state to maintain appropriate Armed Forces to deter all kind of threats against the state. Size of Armed Forces primarily depends on this concept in all countries. Size of Bangladesh Armed Forces has also evolved from this concept. On this realism, Bangladesh Armed Forces development has been enhanced gradually since Independence. Armed Forces, basing on government's directives, besides defending the country, has established themselves as pro-people forces playing the appropriate role in the overall progress and development of the country.

Charles Moskos, The American Soldier after the Cold War: Towards a Post-Modern Military/Northwestern University October 1998.

Armed Forces Responsibilities in different Developmental and Disaster Management of the Country. During post-independence period, Bangladesh Armed Forces has been engaged very skillfully in different development, internal security and other responsibilities of the country.<sup>6</sup> Armed Forces has very successfully performed all the responsibilities assigned by the Government ranging from Counter Terrorism Operation, preparation of voter ID Card, Hatirjhil Project, Padma Bridge, preventing piracy, smuggling in the sea, illegal human trafficking, drug smuggling, engaging naval ships and Air Force helicopters in disaster management etc. Bangladesh Armed Forces the way is managing disaster remaining with people, equally performing the very important role in protecting world peace in the international arena. Armed Forces besides ensuring national defence is performing these responsibilities and is also playing special role in earning Bangladesh's fame in the globe.

Pro-people - Bangladeshi View. Pro-people is the performing responsibilities with people in a coordinated way. Pro-people in the military is the process of performing functions with people ensuring security and welfare of the state cum citizens as per the instruction of government. After independence, the necessary directive was given to shape military as pro-people Armed Forces. Keeping the directive in mind, Armed Forces will be maintained and developed to remain engaged for protection of the population. Armed Forces and defence system of the People's Republic of Bangladesh will have to be developed involving citizen of the country. However, concept of pro-people does not imply any change within the existing country's defence concept. State's responsibility is to provide defence and it has to be within the country with general people as per overall plan of the state.

Natural Territorial Reality and Pro people - Bangladesh. recent world, the concept of Armed Forces necessity and employment is becoming different from that of Twentieth Century. Every state is taking an effort to strengthen her defence system. Developed states are doing that through integrating and using modern technological military weapons. On the other, developing countries are increasing their size or shape of Armed Forces. Bangladesh will maintain an appropriate force for defence which will be affiliated with the overall National Power of the country. People of Bangladesh will be integrated with the defence system utilizing their patriotism and courage/tendency against any foreign exploitation. At this backdrop, it may be mentioned that pro-people Armed Forces is essential for Bangladesh. Bangladesh government is modernizing Armed Forces as per her own capability and necessity. As part of this, the process of forming strong Armed Forces is in progress. It's a common perception that military forces in developing countries are like white elephants. They create hindrance to the development of the

Civil-Military Relation in Democracy: Bangladesh Perspective, BISS journal Volume 37, Number 1, 2016, Lieutenant General Chowdhury Hasan Sarwardy, 88, S8P, RSP, ndc, psc. PhD in







country by using assets from production sector. Realizing this aspect properly, Statesmen of Bangladesh have employed Armed Forces very skillfully in national development and In Aid to Civil Administration.

# Demographic Depth

Demographic depth is relatively a new concept in defence parlance, being articulated in draft Defence Policy. There is a scope of discussing this concept prior relating it to the Armed Forces. Demographic depth may be generally termed as the density or depth of patriotic general mass who are affiliated with defence along Enemy Avenue of Approach. The more is the density, the more is difficult for aggressive force and the more advantageous is for defence force.

Bangladesh considering her size lacks geographical depth. In some cases, distance from border to capital is less than approximately 150 kilometers. Demographic depth can play a special role in defence system considering less geographical depth. To mitigate our limited geographical depth, besides strengthening natural obstacles like river-canals, water bodies etc, full utilization of our demographic depth will surely ease our defence system.

Any advancing military need to be assured that the crossed over area is free from the enemy. Therefore, aggressive forces prior to their advance should confirm neutrality and likely involvement of the inhabitants residing in every village/town/ city etc along their avenue of approach. Like other countries in the world, settlement area in Bangladesh has also grown along the roads leading to borders. Habitations, villages, townships have started right from the bordering areas. Aggressive forces need to follow systematic methods for capturing land during a war and bring all areas along Avenue of Approach under their control. Aggressive military have to displace all people along their axis of advance for capturing the objective. Otherwise, the conduct of conventional war amongst general settlement is not permitted as per the Geneva Convention. Therefore, aggressive military always try to keep areas near or along the axis of advance free from general mass. On the other, defensive forces try to keep the territory in normal condition so that people can stay in their own residence as per Laws of Armed Conflict. This will otherwise create a tremendous unfavourable condition for any aggressive or attacking force.

Other than few areas in the Chittagong Hill Tracts, the population density of Bangladesh is one of the highest in the world; approximately 1300 people live in every square kilometer. Our history testifies that people of this country remain ready to make supreme sacrifice for their own and country's independence. Being one of the world's populace countries, patriotic citizen of this country will remain in their residence and will not leave the country during the war. Therefore, any aggressive force has to over through about 1,20,000 individuals from their respective location to capture an area of 100 square kilometers from the border which will be a very difficult task. This population density can provide depth to our defence system.

During the war, following three types of situation may take place for population along bordering areas or areas close to borders:

- a. Moving towards Frontier. The main advantage of leaving the present location and moving towards border is that people will not have to face enemy repeatedly. It's very difficult to move towards the border. This course is comparatively more risky to follow due to the presence of enemy and enemy border force pressure.
- b. Moving towards Centre of the Country. It's the easiest to move towards capital or center of the country. However, the possibility of facing repeated enemy's attack gradually increases. In addition, excessive people towards capital may adversely affect defence in war.
- c. Staying in Own Location. Other than above two situations, staying in respective location as per Laws of Armed Conflict is more appropriate and less risky. As per Laws of Armed Conflict, densely populated Bangladeshi people have the right of staying in the present location. It will enhance our own security in one hand, on the other, it will restrict enemy's tactical movement area. This will indirectly assist own forces in defending the country.

International Laws of Armed Conflict recognize general mass right to safely stay in their respective location during the war. According to Laws of Armed Conflict, none of the fighting groups can turn general mass dwellings into their objectives in battlefield. Under this law, patriotic populations have to stay courageously in their own village, city or township. Youth society from the patriotic people should remain ready to fight against enemy. The enemy with military power may make some progress in advancement; however, it will be risky for him to enter vast populace area of Bangladesh. Therefore, the population has an important role in achieving victory in war.

Use of demographic depth is not a single military arrangement; rather it's a political and social issue. The Larger population of the country should be integrated into defence. Under this arrangement, the population may remain in their respective local or geographical area declaring local independence like Liberation War and enjoy their freedom as per Laws of Armed Conflict. According to the principles of Laws of Armed Conflict, military forces can only strike military objects. Laws of Armed Conflict prohibit striking any civilian dominated area. It assists military forces in defence. Habitation pattern of Bangladesh is such that vegetation or aerial cover exists despite huge settlement in villages. Use of vegetation by military forces is legitimate provided population is not used as human shield. Besides, use of the human shield is also prohibited in Laws of Armed Conflict.

During war, civilian and innocent people of Bangladesh have to adopt the principle of 'Moving towards Border' instead of 'Moving towards Capital'. This will make enemy's advance difficult creating pressure on his economy too. General mass considering their security should be primarily encouraged to stay in their own residence as per provision of





Laws of Armed Conflict. However, considering threat to general mass location, adoption of 'Moving towards Border' policy instead of 'Moving towards Capital' by the defender will pose a challenge to the attacker. Under this principle, national strategy will accept demographic advantage or effective utilization of demographic depth in defence system. It is essential to propagate the concept of demographic depth amongst citizen and plan defence system accordingly to achieve this strategy.

#### Recommendations

Patriotic population, professional Armed Forces and well-planned defence system are essential for any country. Policy makers have felt the requirement of structuring our defence system with indigenous outlook.

Political leadership and military organizations are working parallelly to achieve that aim. It is certain that population is involved in the defence system and will remain so. Integrating these patriotic people to form a suitable defence system following aspects need to be secured:

- a. Considering country's socio-economic background, maintain Armed Forces who are decorated with modern weapons, trained in modern training, professionally competent and who are suitable to counter any traditional and non-traditional threat. Similarly, like People's War, the total population of Bangladesh should be integrated into the overall defence system following example of Liberation War. To safeguard sovereignty of the country, all able personnel will participate voluntarily with regular forces in the war. During peacetime, necessary administrative planning and arrangement may be carried out by all three services to accommodate these volunteer participants within services during war.
- b. As per directives of the government, considering the call of the country Armed forces should be habituated to work with people for 'In Aid to Civil Power'. In doing so, they need to be more people oriented through enhancing their professionalism, building cooperation, solidarity, mutual respect and confidence with people.
- c. To employ demographic depth for the country's defence, military operations need to be planned giving due importance to the safety of the people. In order to make emercency attack difficult during war, the strategy of keeping people in their respective residence as per Laws of Armed Conflict needs to be introduced amongst citizen. Civil-Military Relation should be given required importance to optimize people's strength and create awareness about their needful during the war. Civil experts can be integrated into this aspect.
- d. Role of general mass in different stages of conventional war should be kept in mind during the planning of military operations. Required preparations should be taken during peacetime to integrate citizens in People's War in order to utilize their strength.

Cottey, Andrew, & Foster, Anthony (2004), 'Reshaping Defence Diplomacy: New Roles for Military Cooperation and Assistance', Oxford University Press, UK.



Rajagopsian, Rajeswari Pillai Dr. \* Military Diplomacy: The Need for India to Effectively Use in its Conduct of Diplomacy' available at rajeswarirajagopalan@pmail.com

#### Conclusion

State system begins with people. In many cases, the interest of country and people are composed on the same principle. The core concept of people's war is to allow enemy into deep inside territory, thereby stretching out his line of supply and gradually depleting enemy's combat power through the conduct of guerrilla warfare with the help of people. Simultaneous participation of Armed Forces and General People in war is an experienced and essential aspect for Bangladesh. The amount of experience Bangladesh Armed Forces has earned due to their involvement with local people in different development and disaster management program will be quite effective during People's War if required in future. This mass involvement of Armed Forces can be a good advantage for defence system if it is planned appropriately.

The state grows up with intrinsic language characteristics, culture, anthropological arrangement, and traditions. An independent state ensures confidentiality of the citizen in these aspects. Security being the highest responsibility of the state extends up to the individual level. In war, Bangladesh follows the concept of People's War, therefore, defence needs to be structured in that line. Bangladesh Armed Forces being people oriented can play a very effective role in that defence system. With the evolution of time, following examples of different countries, Bangladesh is also employing Armed Forces in different development projects beside defence more efficiently. It has impact on the national growth and advancement of the country. It will also strengthen overall defence system of the country. Therefore, required preparation should be taken in peacetime to integrate people in the military operation planning process so that demographic depth can be utilized for People's War in future.

# **Bibliography**

# Books

- Operations of War- Volume One, GSTP 0032, Army Headquarters, General Staff Branch, Military Training Directorate, April 2006.
- 2. BISS journal Volume 37, Number 1, 2016.
- Rajagopalan, Dr Rajeswari Pillai, 'Military Diplomacy: The Need for India to Effectively use in its Conduct of Diplomacy'.
- Charles Moskos, 'The American Soldier after the Cold War: Towards a Post-Modern Military? 'Northwestern University October 1998.
- Cottey, Andrew, & Foster, Anthony (2004). Reshaping Defence Diplomacy: New Roles for Military Cooperation and Assistance'. Oxford University Press, UK.

#### Web Site

- https://en.wikipedia.org/wiki/Next\_Eleven
- https://en.wikipedia.org/wiki/Chinese\_Civil\_War











Colonel Husain Muhammad Masihur Rahman, SPP, afwc, psc was commissioned with 27 BMA Long Course in the East Bengal Regiment on December 20, 1992. During his long service tenure he served as Regimental Staff, Company Commander, Grade III Staff Officer at a formation HQ, Brigade Major of an Infantry Brigade and General Staff Officer Grade-I in an Infantry Division and Army Training and Doctrine Command. He commanded 5 Bangladesh Infantry Regiment (Support Battalion). He also has served as a Platoon Commander and Term Commander in Bangladesh Military Academy. Recently he has

completed his tenure serving as Colonel Staff of Operations and Plan Directorate in Armed Forces Division, Dhaka Cantonment. The Colonel dedicated his service for the world peace by participating in the UN Peacekeeping efforts in United Nations Mission in Sierra Leone and DR Congo. He is a graduate from National Defence College (AFWC wing) and Defence Services Command and Staff College Mirpur. He is also a Hafiz-E-Quran. He is an MBA graduate from University of Dhaka and MDS graduate from National University. Besides, he is a student of M Phil. He is married and blessed with two daughters. He enjoys golfing and traveiling. Presently, he is the Contingent Commander of BANBAT in MALI.



Lieutenant Colonel Raju Ahmed, afwc, psc, was commissioned on 28 November 1995 with 33rd BMA Long Course. He has commanded 12 East Bengal Regiment. Beside serving as instructor at School of Infantry and Tactics, his important staff appointments Include Brigade Major of an Infantry Brigade, Military Observer in UN Mission, Operations Officer in UN Contingent, General Staff Officer-3 (Operations) of an Infantry Division. Presently, he is serving as General Staff Officer-1 (Joint Operations) in Armed Forces Division.

# Armed Forces Day: Glory, Significance and Source of Inspiration for Its Members

Colonel Humayun Quyum, afwc, psc

#### Introduction

21st November - the Armed Forces Day, bears immense significance in the history of Bangladesh. This is the day which announces the glorious history of Bangladesh military encompassing all the three services. In 1971, it was the call of Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman with which the entire Bengali nation including all Bengali men in uniform joined the liberation war to save the beloved motherland from the Pakistani military attack. It was 21st November, when all three military services i.e. Army, Navy and Air Force formally started joint operation against Pakistani forces. Since then, members of the Armed Forces along with the freedom fighters from all walks of life joined hand to hand and started all-out offensive against the occupation forces taking support from the Indian friendly forces. The fierce attack coordinated from all sectors annihilated the occupation forces and accelerated to achive our victory on 16 December 1971.

Every year, 21st November is observed as the Armed Forces Day in Bangladesh with a renewed pledge for safeguarding the sovereignty of our beloved nation. On this day, nation along with the members of the Armed Forces solemnly pay their homage to the martyrs and heroes of the Liberation War and express heartfelt gratitude to all the freedom fighters and their families. Day long events are organized and people from all spheres of life irrespective of cast, creed and ideology join together in the celebrations organized by the Armed Forces Division not only in Senakunja of Dhaka Cantonment but also in all the Cantonments of Division Headquaters. This is also celebrated in all the foreign missions wherever there is a Defence Attaché from Bangladesh. People sincerely acknowledge the supreme sacrifice of the bravest sons of the soil and pay the tribute to the martyrs of great Liberation War.

Observance of Armed Forces Day in every year certainly offers a unique opportunity for the members of the Armed Forces to know about the heroic and momentous victory during Liberation War. It also helps them significantly to learn the glorious role of all three services in fastening the victory in 1971. This historic day imparts the invaluable teaching that 'Unity is strength'. The spirit of 'Armed Forces Day' gives a sense of pride, develop bond and spirit-de-corps within the members. Besides, it helps the military members in developing inter-personnel relationship with their civilian counterpart. Apart from this, young generations of the Armed Forces can take lessons by knowing the glorious past of their predecessors. The derived lessons can help to develop the patriotism and patriotic feelings among all the members,





particularly the young members. Therefore, it is our solemn responsibility to ensure the best possible arrangement to keep all the members of Armed Forces informed about the Armed Forces Day. Keeping this in mind, this paper takes a humble initiative to present the salient aspects of Armed Forces Day recalling 1971, highlights positive aspects of observing the day and suggest few ways to inspire all the members for better future.

### Recalling 1971

Declaration of Independence and Initial Resistance. The Liberation War started as the Pakistan Army cracked down on unarmed civilians in the darkness of night of 25 March 1971. Following the declaration of independence by father of the nation, Bengali Officers revolted and countered the Pakistan Army units in Jashore, Chattogram and other areas in the then East Pakistan. The Bengali military personnel who were members of Pakistan Army, Navy and Air Force deserted from their respective units, joined Bangladesh Forces and organized themselves into regular units across the border of Indian Territory primarily as Land Force.

Gradual Formation of Bangladesh Force. On 04 April 1971, Bangladesh Force started forming under the leadership of Colonel M. A. G. Osmani, as the Commander-In-Chief.By September 1971, the force was officially organized as Bangladesh Armed Forces comprising Bangladesh Army, Navy and Air Force.

- Army Members. Initially, Army was organized with small groups of guerrilla fighters who followed 'hit and run' tactics. After continuing the guerrilla warfare for couple of months, restructuring was undertaken, and the Bangladesh Forces were organized into three brigade size combat groups.
- Naval Members. Many of the Bengali sailors and officers in the Pakistan Navy decamped, in order to form an emerging Bangladesh Navy. Initially, there were two ships Padma and Palash and 45 navy personnel. They prevented the supply of arms, ammunition and ration for the occupation forces.
- BAF Members. BAF was formed with all officers and airmen of, Bengali origin serving in the Pakistan Air Force prior to the war.
   The BAF started their operation from an abandoned airfield at Dimapur.
- Ceremonious Birth of Armed Forces. It was the time when national priorities were clear. Except a small group of people, all sectors of the society irrespective of their religion and culture were united to defend the motherland. Everyone was fighting but there was lacking of organized force and joint action against Pakistan army to achieve the desired victory. November 21, 1971 is the day when it was for the first time, a deliberate joint and coordinated attack by all three services of Bangladesh Armed Forces along with the Para Military Forces and other fighters was launched against the

occupation forces. This was the turning point which changed the scenario of the total war and helped us to earn our long awaiting independence.

Outcome of Jointness in 1971. Though the war got fierce from the outset, but within few days lines of communication were disrupted in the face of undaunted attack by the combined forces. The Air Force having achieved air superiority over East Pakistan provided the ground forces the freedom to undertake offensive operations relentlessly. Aircraft from aircraft carrier flew effective missions destroying Pakistani patrol boats making their flotilla ineffective. Furthermore, the Navy undertook a raid with missile boats on Karachi causing damages to the port and oil installations. The Air Force in conjunction with the Army undertook heliborne operations at Sylhet and across the Meghna River and also para dropped a battalion at Tangail which hastened the liberation process. Gradually the defenders were routed. All their munitions of war, their morale, their organizational setup, fight worthiness, everything collapsed. The joining of these forces resulted in large areas along the border to be liberated every day. This allowed the Bangladesh Forces to disrupt the lines of communication within a few days. And, as a result of such helpless situation the occupation forces had to surrender.

## Positive Aspects of Observing Armed Forces Day

General. The spirit of the Armed Forces Day is pungent and all-inclusive. The day focuses the spirit of War of Liberation. It signifies the glorious history of the nation and teaches the importance of remaining united for the sake of the motherland. For military, the day symbolizes and recalls the spirit of standing united against any aggressor and sacrificing the life for the call of duty. The observance of this day also reminds the nation regarding the importance of maintaining a credible Armed Forces for the sovereignty and territorial integrity. On November 21, every year, oath is taken by the members of the Armed Forces that they would stand beside the nation like 1971 in case of any need of the nation.

Understanding the Contribution of Armed Forces in Liberation War. A composed study would reveal the remarkable role of Bengali military personnel of three services in the War of Liberation. The Bengali courageous military members fought numerous campaigns all over the country against the occupation forces. The timely and effective operational role during the Liberation War especially from 21 November onwards by the valiant sentinels of the Armed Forces have significant contribution for the freedom of our homeland. The well-coordinated simultaneous joint operations by all three services from 21 November 1971, were decisive and acted as a turning point of the long nine month war. It is imperative to remember that five among seven BIR SRESHTHOs are the proud members of our Armed Forces.

Recalling the Support of Common People. The emergence of Bangladesh as a free and sovereign independent state in the map of the world is undoubtedly unique and distinctive. During the glorious War of Liberation the valiant military fighters fought along with the common people from all walks of life which turned the Liberation War into a





'Peoples War'. Observance of Armed Forces Day helps us in recalling the support and assistance of freedom-loving people and nations of the world that strengthened our War of Liberation with due respect and gratitude.

Gives Sense of Pride and Honour. The spirit of the day gives us a deep sense of pride and honour and is ever imprinted in the mind of every member of our Armed Forces. The supreme sacrifice of military members are duly echoed while observing the day when the members of the Armed Forces and the common people recall the memories of the highest sacrifice made by the martyrs. The entire nation express sincere gratitude towards the members of the martyr families too.

Inspires and Promotes Sense of Duty. By sheer efficiency and ability, transparency and strong integrity, the Armed Forces have earned the reputation and confidence both at home and abroad. The trust that has been built over the years, demands even greater responsibility to shoulder. It inspires and promotes the sense of duty and responsibility of building the nation keeping pace with the progress and prosperity of the modern world.

Revives the Espirit-de-corps. The Armed Forces Day every year revives the espirit de corps between the members of the three services and strengthens their ties with the civil services personal. It also refreshes and renews our sense of sacrifice, patriotic sensibility and our feelings of commitment to the nation and its people.

Promotes Bonding among the Services. This historic day imparts the invaluable teaching that "Unity is Strength". This day specially marks an enduring bond of inter-service harmony. By enhancing inter-service bonding, the day also strengthens solidarity among the rank and file of the three services.

Developing Civil-Military Relation. The Armed Forces of Bangladesh are people-oriented with a commitment to uphold the values of democracy. Such an atmosphere ushers the sense of belonging in the members to their service, society and state. The Armed Forces, thus, form an important and integral part of the social ambiance and contribute to the progress of the state. For that better civil-military relations is also important. This relationship gain momentum by the impulsive turn up of the enthusiastic masses irrespective of gender, age, faith and colour in the exhibitions and displays organized by the three services at different places all over the country.

Reminding the Commitment for the Sovereignty. Revitalized by the memories of the great War of Liberation and the supreme sacrifice made by the martyrs, all members are ever more committed to safeguard the sovereignty and territorial integrity of our beloved motherland. The exposition of reliability of each and every member of the Armed Forces to the country's flag and for upholding the constitution is distinctive. In this regard, like all patriotic citizens, the defence services personnel are committed to unflagging assiduity for even sacrificing their precious lives at the altar of preserving the country's freedom and sovereignty. Every member of the defence services takes a fresh vow to preserve what has been achieved and aim to accelerate further by acquiring the required efficiency through regular hard training.



#### Inspiration for the Members for Better Future

**General.** During Liberation War, members of the Armed Forces had left behind giant footprints for the future generations to follow. All the members particularly the young generation needs to be proud of the devotion, patriotism and the heroism that were demonstrated during the war of liberation, especially, the valor and gallantry showed on the 21st November. The spirit and sentiment of the Armed Forces Day must be eternalized among our members of three services.

Instilling the True Spirit of Liberation War. Instilling the sense of patriotism is very important for the men in uniform. The present generation needs to know the contributions and the sacrifice that their predecessors made as freedom fighters to liberate the motherland. For military members, due attention must be given for instilling the true spirit of Liberation War from the first day of the military life. In order to ensure that, appropriate efforts must be taken by the authority during the initial training for the members of Armed Forces at all level. This will lead them to honesty and inspire them to remain dedicated to uphold the dignity and honour of the national flag.

Respecting the Sacrifice of the Martyrs. From the observance of the Armed Forces Day, members must learn to practice remembering the noble sacrifice of the courageous freedom fighters at all time. Seeing common people's respect to the martyrs and their families, members of Armed Forces should take pride to continue the same at their level all the time. In order to show due respect, the values and spirits of our Liberation War must be infused among the members for materializing the dreams and aspirations of the martyred freedom fighters.

Understanding True Jointness. The lessons derived from the Armed Forces Day acts as a beacon for each and every patriotic member of Bangladesh. It simply teaches us that unified command and action of the three services fastened the victory. So, for the betterment of our country and Armed Forces, all the members must understand the importance of true jointness which can be achieved by having good and respectful relation among all three services. All should practice to discharge their responsibilities by maintaining confidence in senior leadership, mutual trust, brotherhood, dutifulness and discipline remaining well integrated to ensure professionally sound and effective timely support.

**Upholding the Image of Armed Forces.** Present digitalization has offered our young generations to be wrongly motivated and guided. Young members must be well motivated so that, their flawed efforts do not tarnish the hard earned image of the Armed Forces. All members of Armed Forces should get the inspiration to continue their works with prudence, professional efficiency and dutifulness for the country's progress.

Earning Respect and Trust of Common People. Members of Bangladesh Armed Forces are always expected to remain well prepared with its resources to stand beside the common people in the time of natural calamities and in national development activities. With a view to earn due respect and trust of common people, Armed Forces members must display their true professionalism at all times whenever deployed. They must earn mutual respect by displaying good behavior and helping attitude.





Love Your Country. Loving the motherland, the martyred freedom fighters sacrificed their todays for the tomorrows of the people of Bangladesh. The epoch-making love for the country was the foundation stone for the love and devotion of the present Armed Forces Members. Being rightly motivated, members must be propelled and rightly inspired for indefinite period of time in future to make any sacrifice for the motherland. To do so, all the members have to love the country, love the organization and love their own work.

Remaining Prepared for World Peace. Our Armed Forces credibility and professional competency have been commended world-wide by their performance in United Nations Peace keeping Mission. They have earned trust and confidence of the international community whenever called upon. The spirit of accepting responsibility of the Armed Forces for the nation and its people is 21st November 1971. All these demands the members of Bangladesh Armed Forces to remain well trained, equipped and jointly prepared for future assignments.

#### Conclusion

The historical significance of Armed Forces Day is very important. This day is observed every year since Bangladesh Armed Forces, comprising army, navy and air force came into being and launched an all-out attack on the occupation forces. On this day in 1971, the three services simultaneously started their operations against various targets of the occupying force and liberated the country. Thus, a new country called Bangladesh emerged on the world map, for which the members of the Armed Forces had to sacrifice a lot. The day is observed with zeal, enthusiasm and with national spirit to pay tribute to all the martyrs who sacrificed their lives for our beloved motherland. The nation always recalls their role during the country's Great War of Liberation with deep respect.

The Armed Forces Day essentially shows how patriotism, zeal and dedication for the cause of motherland can overcome well-equipped and much larger enemies. The learning of Armed Forces Day certainly refresh the inner love of the members of military, remind about the civil military cooperation in the days of 1971. It would certainly enlighten and nourish the bravery to sacrifice lives for this motherland as forefathers did in 1971. Jointness of the services on 21st November in 1971 still remains a subject of inspiration and motivation for the post-independence generation like us.

With the spirit of the country's founding president Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, it is expected that Armed Forces remains prepared for any kind of eventualities ranging from addressing foreign invasion to stand beside common people during crisis. They also want Armed Forces to be a great saver for the nation in all respect and able to contribute meaningfully in the development of the country and nation through achieving professional proficiency. For that it demands to remain highly prepared with highest possible patriotism and sound professionalism being well organized, equipped and trained jointly.

The spirit and sentiment of our Liberation War must be eternalized among our succeeding generations particularly the young members of Armed Forces. The values and spirits of our Liberation War must permeate all levels of our social and political strata for materializing the dreams and aspirations of our martyred freedom fighters. It demands our members of Armed Forces to get instilled with the spirit of War of Liberation in developing and building up Bangladesh as a prosperous, peaceful and stable golden Bengal as was dreamt by the martyrs (shaheeds) of the Liberation War.

#### **Bibliography**

- Lieutenant Colonel Md G R Jahangir, Our Liberation War and 21<sup>st</sup> November, Article written in Armed Forces Division Journal in 2008.
- Professor Dr. Md. Tawfiqul Haider, Reflections on the Armed Forces Day, Article written in Armed Forces Division Journal in 2016.
- 3. Historic Speech of 7th March delivered by the father of the nation.
- Special supplements on the daily newspapers on the Armed Forces Day.
- Discussion with Lieutenant Colonel Shazzad Hossain, BSP, afwc,psc, GSO-1, Formation Training Evaluation.
- Discussion with Lieutenant Colonel Md Shafiul Alam, SUP, psc, GSO-1, Doctrine Division, HQ ARTDOC.
- 7. Discussion with the Officers of Mymensingh Area.



Colonel Humayun Quyum, afwc, psc was commissioned in the Regiment of Infantry in June 1993. He attended a good number of courses both home and abroad. He is a Graduate from the Defence Services Command and Staff College, and National Defence College Mirpur and obtained Master of Defence Studies Degree from the National University, Dhaka. Apart from serving in three infantry regiments, he also served as 'General Staff Officer-3 (Operations), General Staff Officer-2 (Intelligence) and Brigade Major in

Infantry Brigades and General Staff Officer-1 (Operations) in an Infantry Division. He served as Instructor Class 'B' in Tactics Wing and as Instructor Class 'A' in UCC Wing of SI&T. He served as a contingent member in United Nations Peacekeeping Mission both in Sierra Leone and DRC. He also served as chief of Staff at Ituri Brigade in DRC. As Commanding Office he served in Ideal Twenty One. He also served as Deputy President at ISSB. Presently, he is serving as 403 Battle Group Commander under ARTDOC.







# The Establishment of Air Defence Identification Zone Over Bangladesh: A Paradigm Shift in the Air Space Management

Gp Capt Md Mamunur Rashid, afwc, psc, ADWC

#### Introduction

On 01 Sep 1983, Korean Airlines Flight-007 (Boeng-747 New York-Seoul) had deviated more than 200 miles from its planned route and strayed over Soviet territory. The aircraft was shot down by Sukhoi-15 of USSR due to Cold War-fueled tragedy of suspicions of spying, killing 269 passengers.1 On 03 July 1988, Iran Air Flight-655 (Airbus-300, Tehran-Dubai) was shot down by US War Ship USS Vincennes killing 290 passengers.2 After the breakup of USSR in 1991, the Cold War has ended and war between states has stopped significantly. But conflict within state among different fractions has increased where fighting forces are involved in shooting down even civil commercial airlines making airspace management (ASM) more challenging. The Malaysian Airlines flight MH-17 (Boeing 777-200ER, Amsterdam-Kuala Lumpur) crashed on 17 July 2014 after being hit by a Russian-made Buk missile operated by pro-Russian separatists over Donetsk area of Eastern Ukraine killing 283 passengers though the accusation was rejected by both Russian officials and pro-Russian rebels.3 Countries involve in information gathering, often involve in international dispute if aircraft is used for intelligence purpose. On 01 April 2001, US Navy EP-3E Aries II Signal Intelligence aircraft was operating about 70 miles (110 km) away from China controlled island of Hainan and mid-air collision occurred between a Chinese J-8II interceptor fighter jet causing death of a Chinese pilot, while the EP-3 was forced to make an emergency landing on Hainan Island. The 24 crew members were detained and interrogated by the Chinese authorities until a letter of apology was issued by the US

Armed conflict inside state has increased dramatically and the world has experienced the most devastating activities of terrorist group al-Qaeda on 11 September 2001 when the civil airliners were used as weapon of mass destruction (WMD) destroying World Trade Centre and Pentagon of USA killing more than 3000 people.<sup>5</sup> This incident has led War on Terror throughout the world and changed the human security namics making air space management very demanding task. In Syrian Conflict, a Turkish Air Force F-16 fighter jet has shot down a Russian

Ayub Siddiquee, University of NSW, "The 2015 Russian Sukhoi Su-24 shoot down by Turkish F-16; Events, Context and Dispute".



<sup>1.</sup> www.cmn.com

<sup>2.</sup> http://m.warhistoryouline.com>irun-sir

<sup>3.</sup> www.bbc.com/news/world-europe-28357880

<sup>4.</sup> https://worldhistoryproject.org/2001/4/1/the-hainsn-island-incident

<sup>5.</sup> http://www.history.com/topics/9-11-attacks.

Sukhoi-24 Maritime Strike Aircraft near the Syria-Turkey border on 24 November 2015.6 In that incident, the Russian Pilot died but Weapon System Officer survived. Diplomatic relation between Russia and Turkey went worse due to this incident despite having lot of energy and economic agreements between the two states. Again, on 20 June 2017, a Polish NATO F-16 fighter jet tried to intercept the plane of Russian Defense Minister Sergei Shoigu over the Baltic Sea and the NATO jet was "driven off" by a Russian Su-27 fighter, which "demonstrated" its armament by swinging its wings.7 It was proved over the past decades that nations had to pay heavy price due to mistakes in air space management (ASM).

Due to geographic location, ASEAN countries and China transport man and material to South Asia, Middle East, Europe and Africa by air using Bangladesh airspace as a gateway. On the other hand, main land of India communicates by air with her seven provinces located in the north, east and north-east of Bangladesh using Bangladesh airspace. That is why, the operation of number of international and domestic airlines over Bangladesh has increased significantly using international and domestic air routes. Bangladesh is gradually becoming air transportation hub like UAE or Singapore. Existing navigation, communication, surveillance and search and rescue (SAR) facilities over land territory of Bangladesh are adequate but Bangladesh needs to increase those facilities over Bay of Bengal to monitor and assist overflying aircrafts on the international routes thus earn quantum revenues that could contribute immensely in national economy. Moreover, expansion in ASM arrangement in the south would increase job employment opportunity for aviation professionals.

As the number of overflying aircraft is increasing day by day, the number of airspace violation has also increased significantly. To monitor those aircrafts and take necessary air defence measures, Bangladesh has established Air Defence Identification Zone (ADIZ) since 01 February 2018. Many countries have already implemented ADIZ including neighbouring states, India and Myanmar. Well integrated and vigilant air space management system with accurate identification and engagement procedure can ensure security and sovereignty of airspace and reduce incidents and accidents of wrong engagement in future. For that, establishing and enforcing ADIZ is a prerequisite.

#### Traffic Intensity over Bangladesh Air Space

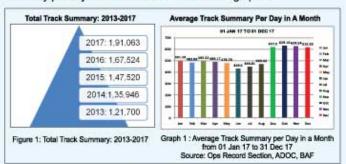
Bangladesh constitutes a vital part of interntional and regional air traffic routes. Many south and south-east Asian countries connect their air routes to the west through Bangladesh Air Space and vice versa. India takes transit while connecting its seven eastern provinces with the rest of the provinces. Bangladesh has its own traffic too. It consists of military and civil ones. There is a steady growth in total aircraft operation over Bangladesh. On an average about 1,52,751 aircraft overflew over BD, took off and land from HSIA and other airfields. The total track summary

<sup>7.</sup> http://www.fourstateshomepage.com/news/politics/nato-jet-intercepts-cussian-ministers-plane/747591110



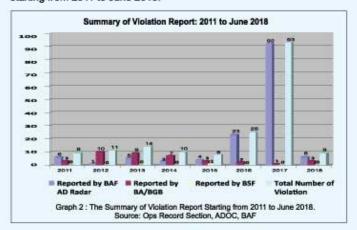


from 2013 to 2017 is shown in Figure-1. Calculation shows that about 523 aircraft overflew over Bangladesh, took off and land in a day from HSIA and other airfields in 2017. In 2017, highest flying conducted in the month of October and the lowest in June 2017. The average track summary per day in a month in 2017 is shown in graph-1.



# Border Violation over Bangladesh Air Space

As the number of flight over Bangladesh has increased significantly, a good number of violations have also been reported by Bangladesh Air Force (BAF) Air Defence (AD) radars, Border Guard Bangladesh (BGB), Bangladesh Army (BA) and Border Security Force (BSF) of India. Some civil aircraft deviate from designated international route due to weather and technical problem. But, it is also true that some civil aircraft crisscross violating their prescribed international route to save fuel and reduce flying time. To stop such violation, it is prudent to establish ADIZ and enforce it. The summary of violation report is shown in the graph 2 starting from 2011 to June 2018.9



Ops Record Section, Air Defence Operation Center, BAF.
 Ops Record Section, Air Defence Operation Center, BAF.

# Air Space Management (ASM) Over Bangladesh Air Space

During war or emergency period, the total control of airspace of Bangladesh will be vested with Bangladesh Air Force (BAF).10 The movement and utilization of all civil aircraft and overall airspace control and security will be planned by BAF.11 AD Cell of Air Command Operation Center (ACOC) will formulate and revise AD Plan (ADP) including Airspace Control Order (ACO) for effective AD over Bangladesh Airspace during war or emergency. During peace time, BAF looks after the sovereignty, security and safety aspects of airspace including aerial search and rescue (SAR) whereas CAAB functions as the regulatory body for all aviation related activities. BAF is responsible to take necessary actions against any air space violation. Air Defence Operation Center (ADOC), BAF, on behalf of Chief of Air Staff, is primarily responsible for air defence battle over Bangladesh Airspace during war or emergency period. ADOC also looks after the sovereignty and security of Bangladesh Airspace during peace time as well. Air traffic within the Flight Information Region (FIR) bounded by the geographic boundary of Bangladesh. This organization is responsible to keep all civil airfields, allied facilities including air navigation facilities operational.

Aviation activities in Bangladesh started in the last week of December 1971. Over the years, the infrastructure and facilities were developed. At present, aviation activities are being carried out from 3 international, 7 domestic and 5 Short Take-off and Landing (STOL) airports. Air Traffic Services (ATS) of different types are provided for the entire airspace including over territorial waters of Bangladesh encompassed by Dhaka FIR (under Dhaka FIC) except that portion which has been delegated to Kolkata FIR/Yangon FIR for provision of Air

Traffic Services (Route L-507 from 26,000 to 40,000 feet). FIR boundary of Bangladesh (Map 1 Below) is not covering the airspace beyond the line joining Hariabhanga River (South West tip of Bangladesh), Southern tip of Danger Area-29 (near Teknaf) and Reporting Point APAGO (near Bandarban). FIR boundary Bangladesh needs to be extended up to the sea space including the airspace over South East International Boundary as the air space is very important for AD of Bangladesh. CAAB has established surveillance system at



Book, Cabinet Division, Cabinet Secretarist, Government of the People's Republic of Bangladesh 1977 (revised in 2004), Chapter X, Control of Airspace, Civil Aviation and Enemy Aircraft.

War Book, Cabinet Division, Cabinet Scentarias, Government of the People's Republic of Bangladesh 1977 (revised in 2004), Chapter X, Control of Airspace, Civil Aviation and Enemy Aircraft.





Chittagong but needs to establish Area Control at Chittagong with two-way communication facilities. BAF has already inducted Augusta Westland AW-139 helicopters capable of providing SAR facilities at deep sea. If CAAB can introduce surveillance, navigation and communication facilities, then they will be able to take over the control of all international routes over Bay of Bengal including L-507 and P-646. About 45 airlines are now operating in and out of the country and about 51 States signed bilateral agreements with Bangladesh.12

Airspace is further subdivided into a variety of areas and zones, including those where there are either restrictions or complete prohibition of flying activities. Over Bangladesh Airspace, there is one Terminal Control Area at Dhaka, two Control Zone located at Chittagong and Dhaka, 14 domestic Aerodromes, 17 Restricted Areas, 16 Danger Areas and 2 Prohibited Areas in Bangladesh airspace.

Restricted Areas are earmarked for BAF aircraft to conduct training missions. Danger Areas are used by BA, Bangladesh Navy (BN) and BAF for firepower practice. There are 15 Domestic Routes and 10 International Routes over Bangladesh Airspace. 13

# Requirement of ADIZ

There were numerous cases of air space violation including corridor violation by the civil and military aircraft of different nations. This number of violation is increasing day by day. Due to absence of ADIZ, many international civil aircraft crisscross Bangladesh Airspace without informing their position and intended route therefore creates flight safety hazard. At the same time, Bangladesh is losing revenue from those



Map 2: Danger, Restricted and Prohibited Areas over Bangladesh Airspace



Map 3 and 4: International and domestic Routes and Region, Different Zones and Aerodromes over Bangladesh Airspace



tion Publication (AIP) of Bangladesh, CAAB.



aircrafts. ADIZ implement Air Defence Clearance (ADC) procedure so that any aircraft coming close to demarcated ADIZ boundary, takes clearance and fly with specific ADC number. ADIZ will be conducive in ensuring proper identification of all flying object and shooting down unauthorized aircraft posing threat to the nation. Out of 28 Gas Fields at deep sea of Bay of Bengal, Bangladesh got legal ownership of 21 blocks.14 Moreover, over 90% of planets living and non-living resources are found within a few hundred kilometers of the coasts. More than 32 million people live in the coastal zone and another 4 million directly involved with the sea fishing.15 Implementing ADIZ over the Bay of Bengal will ensure monitoring so that living and non-living resources of EEZ are not extracted by unauthorized person or organization. ADIZ would restrict signal/intelligence activities of enemy thus ensure security and sovereignty of Bangladesh Airspace. Finally, enforcing ADIZ during peace time would ease up implementing ADP and ACO during emergency and would help for smooth transition from peace to war. That is why, in the War Book of Bangladesh, it is mentioned that, ADIZ will be established to regulate all aircraft operating within territorial airspace of Bangladesh for imposing air restrictions.16 But due to speed, height and reach of airpower, demarcation of ADIZ boundary of Bangladesh went beyond territorial airspace due to reaction time required to neutralize any aerial threat coming from sea.

# ADIZ for Bangladesh

#### Background

The concept of ADIZ was developed during the Cold War on 27 December 1950, the US declared the world's first ADIZs during Korean War to reduce the risk of a surprise attack from the Soviet Union. Today, the US has five ADIZs (East Coast, West Coast, Alaska, Hawaii, and Guam) and operates two more jointly with Canada.17 In total 47 states have established ADIZ including Bangladesh, China, India, UK, France, Russia, Germany, Japan, Norway, Pakistan, South Korea, Myanmar, Taiwan and the United Kingdom.

Bangladesh took first initiative of establishing ADIZ over Bangladesh Airspace on 30 September 1976 by Wing Commander Mamunur Rashid, Director of AD (DAD), BAF, giving a proposal in writing to Director General Civil Aviation. 18 But due to many limitations, the proposal could not be materialized. Again, the initiative was taken to establish ADIZ over Bangladesh Airspace on 27 March 2017 by DAD, BAF, giving a proposal in writing to Armed Forces Division (AFD) after making a thorough feasibility study by a team of professionals from Air Defence Weapon Controller branch. Main consideration for establishing ADIZ were the increased number of border violation and the paradigm shift in human

<sup>18.</sup> ADIZ Proposal Letter Reference: Air HQ/558/Air Def. dated 30th September, 1976.



<sup>14.</sup> Professor Dr. Md. Hossain Mansur, "Bangabondha's Visions in the field of Energy and Government's Success", The Duily Star, 09 August 2012.

15. "Bangladesh's Maritime Challenges in the 21st Century", Commodore Mohammed Khurshod. Alam. ( C.), ndc., psc., BN (Retd.), Pathak Shemaboth Bangladesh, 2004, Page-5.

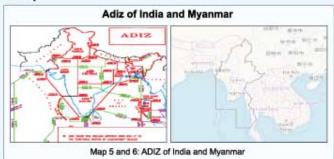
16. War Book, Cabinet Division, Cabinet Secretarist, Government of the People's Republic of Bangladesh 1977 (revised in 2004), Chapter X., Imposing Air Restriction.



security threat where civil aircrafts are being used as WMD by the terrorist groups. AFD agreed in Principle (AIP) to establish ADIZ over Bangladesh on 29 June 2017. To ascertain rules and procedure of ADIZ over Bangladesh Airspace, a technical committee was formed on 20 July 2017 comprising 19 members from 15 organizations headed by DAD. The Joint Technical Committee submitted rules and procedure of ADIZ of Bangladesh on 31 August 2017. Rules and procedure of ADIZ of Bangladesh was approved by the Government on 20 November 2017. The procedure of ADIZ of Bangladesh was published in Aeronautical Information Publication (AIP) on 07 December 2017. ADIZ over Bangladesh Airspace was effective from 01 February 2018.

#### Definition

An ADIZ is a publicly defined area extended beyond national territory in which unidentified aircraft are liable to be interrogated and if necessary, intercepted for identification before they cross into sovereign airspace. ADIZ is the area of airspace over land or water, extending upward from the surface, within which the ready identification, the location, and the control of aircraft are required in the interest of national security. <sup>21</sup>



# Setting up of ADIZ

In order to ensure that no unauthorized flight over Bangladesh takes place, there must be a clear ADC procedure. The following points are to be remembered while setting up ADIZ:

- ADIZ boundary must be within air defence surveillance coverage of a state.
- Two-way communication is mandatory for communication with aircraft from ground flying within ADIZ boundary.
- Fighter aircraft must be capable of intercepting, shadowing and force landing unauthorized aircraft flying in the furthest point of ADIZ boundary.

<sup>19.</sup> Proposal Letter of Director of Air Defence, Air HQ, BAF to AFD dated 27 March 2017.

<sup>20.</sup> AIP SUPP 01/18, 01 Feb 2018.

<sup>21.</sup> https://aviationglossary.com/sir-defense-identification-cone/

 SAR helicopter must be capable of SAR missions within ADIZ boundary. If ADIZ boundary is extended over sea, BN/Coast Guard ship must be catered with SAR facilities.<sup>22</sup>

Identification Procedure. In ADOC, Movement Identification Officer (MIO) is primarily responsible for identifying all flying objects within ADIZ boundary of Bangladesh airspace. Based on FPL and information from all flying bases, all flying objects are being identified. AD surveillance radars play very important role in detecting flying objects.

Procedures for Operation within Bangladesh ADIZ. Pilot-in-Command (PIC) submit flight plan (FPL) to Briefing Office of Civil Aviation Authority of departed airfield before takeoff. This FPL is sent to Bangladesh Flight Information Center (FIC) and Briefing Office through Aeronautical Fixed Telecommunication Network (AFTN). Air Defence Notification Center

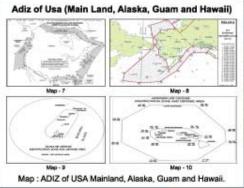
(ADNC), Bangladesh provides Air Defence Clearance (ADC) Number if the aircraft has the clearance to fly over ADIZ of Bangladesh based on foreign aircraft clearance procedure. If PIC fails to get the ADC number before takeoff for any genuine reason, there is provision of getting ADC number from air before entering ADIZ. The procedure for operation within Bangladesh ADIZ is mentioned below.

 All flights shall obtain ADC number from the FIC, Dhaka 10 minutes prior to entering Bangladesh ADIZ.

 Unless otherwise approved by appropriate ATS unit, aircraft shall fly along the ATS Routes within Bangladesh ADIZ and shall report at the reporting points.

- Any aircraft while flying on International Routes L-507, P-646, N-895, M-770, L-524, L-301, L-759 and W-112 over the sea shall not require to obtain ADC number as ATS services of those routes are provided by Kolkata FIR but if PIC wants to fly towards the land mass of Bangladesh, he/she has to take ADC number from Dhaka FIC.
- Aircraft approaching Bangladesh ADIZ off the ATS Routes shall provide the estimated time over the ADIZ boundary at least 10 minutes in advance.
- If unable to establish and maintain radio communication with appropriate ATS unit, the PIC shall contact the nearest ATS Unit on specific frequency for positive identification prior to entering Bangladesh ADIZ.
- · ADC number shall be valid for the entire route, irrespective of

22. Sqn Ldr (now Gp Capt) Md. Mamunur Rashid, "Peace Time Airspace Management of Bangladesh", 56 JCSC Course, 1998, p.7-9.

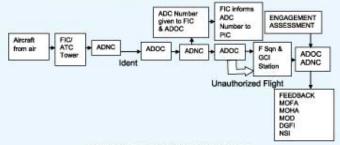






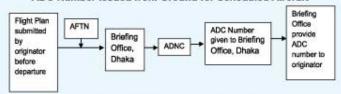
intermediate halts for flight originating in and transiting through the Bangladesh ADIZ/Dhaka FIR. The flow diagram of providing ADC number and reinforcement is shown below:

#### ADC Number Issued in Flight for Scheduled Aircraft



Note: PIC stands for Pilot-in-Command Diagram 1: ADC Number Issue in Flight Flow Chart

#### ADC Number Issued from Ground for Scheduled Aircraft



Note: AFTN stands for Aeronautical Fixed Telecommunication Network Diagram 2: ADC Number Issue on Ground Flow Chart

Enforcement of ADIZ. An ADIZ is of most valued and easy to enforce if ADIZ boundary over land and water are reasonably deep. They are of less valued and difficult to enforce if ADIZ boundary over land and sea are fairly narrow. The Government of Bangladesh has declared the whole airspace of Bangladesh including airspace over the Bay of Bengal as

ADIZ boundary of Bangladesh. The most contested ADIZs of the world that overlaps other countries ADIZs are shown in map below.

Rules of Engagement. In a period of increased national security threats, it is important to be aware of the possibility of being intercepted by military aircraft, particularly if entering Bangladesh airspace from abroad without prior permission. Pilots of intercepting and intercepted aircraft should be familiar with intercept procedures, and be prepared to readily comply. Non-compliance may result in the use of force. Interception procedure has already been laid down in ICAO Doc 9433. In case of violation, unidentified aircraft are liable to be interrogated and if necessary, intercepted for identification before they



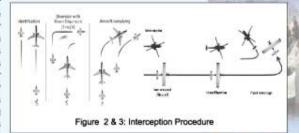
Map 11: ADIZ of Taiwan, Japan, China and South Korea Overlapping Each Other

cross into sovereign airspace. Air Defense Operation Center (ADOC) monitors air traffic and give scramble order for interception of unauthorized flight for national security. Interception during peacetime are vastly different than those conducted under increase state of readiness. The interceptors may be fighters or rotary wing aircraft. The reasons for aircraft intercept include, but are not limited to:

- · Identify an aircraft;
- · Track an aircraft:
- · Inspect an aircraft;
- · Divert an aircraft;
- · Establish communications with an aircraft.

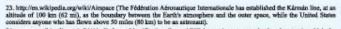
In all situations, while intercepting civil aircraft, the interceptor pilot will consider safety of flight for all concerned throughout the intercept procedure. The interceptor pilot(s) will use caution to avoid startling the intercepted crew or passengers and understand that maneuvers

considered normal for interceptor aircraft may be considered hazardous to other aircraft. If subjected to a intercept, military it is incumbent on civilian aviators understand their responsibilities and to comply with ICAO standard signals relayed from the intercepting aircraft. Specifically, aviators are expected to contact ATC



without delay (if able) on the local operating frequency. Noncompliance may result in the use of force. The maneuver for visual identification is conducted in phases such as Phase I (Approach), Phase II (Identification), Phase III (Post Identification). Maneuvers for navigational guidance, attracting attention by visual means, guidance of an intercepted aircraft and provision of information for landing is done subsequently.

Demarcation of ADIZ. The airspace of Bangladesh is the airspace horizontally above land area of Bangladesh including territorial water vertically extended up to 100 km.<sup>23</sup>To implement ADIZ over any country's airspace especially over sea, the demarcation of ADIZ will go beyond territorial water. ADIZ of many countries of the world at sea has been extended up to 400 nm from baseline. ADIZ boundaries extend beyond a country's airspace to give the country more time to respond to hostile aircraft.<sup>24</sup> The authority to establish an ADIZ is not given in any international treaty nor prohibited by international law and is not



<sup>24.</sup> www.en.wikipedia.org/wiki/Air\_Defence Identification\_Zone. ADIZ is an airspace over land and water in which the identification, location and combrol of civil aircraft is required in the interest of national security





Bangladesh (Yellow Marking)

regulated by any international body.25 ADIZ boundary will not be limited within land territory and territorial water. It may go beyond subject to requirement of nation imposing ADIZ. As per the convention of International Civil Aviation (Chicago Convention), every state has complete and exclusive sovereignty over the airspace above its territory.26 This can be ensured greatly by imposing ADIZ. Though ICAO regulations do not have such provision, BAF may identify all flying object and conduct interception on unauthorized aircraft within ADIZ boundary shown in Map 12. Shooting down of unauthorized aircraft possessing threat may be done over national airspace. The ADIZ boundary of Bangladesh over land and sea is shown in red lines in the Map 12.

#### Air Defence Clearance (ADC) Procedure

ADC is provided to any flight based on diplomatic clearance, flight plan, track behavior and electronic means. Diplomatic clearance of a foreign aircraft is given following foreign aircraft clearance procedure. Flight plan submitted by the originator on ground comes to Briefing Office of Dhaka through Aeronautical Fixed Telecommunication Network. When aircraft is picked up by BAF AD radars, based on track behavior and Identification Friend or Foe (IFF) mode and code, identification is given by ADOC, BAF. ADNC, BD gives ADC numbers based on all these mentioned above. The ADC Procedure is explained below:

Foreign Aircraft Clearance Procedure. The basic principles and procedures governing the clearance of foreign aircrafts flying over, take-off and landing in Bangladesh has been laid down by CAAB, Ministry of Communication in 1977.27 For landing, take-off and over-flying Bangladesh airspace by foreign aircraft, CAAB and Air Head Quarters (Air HQ) are primarily involved in provisioning Technical Clearance. For formulating, reviewing and upgrading the policies in this aspect, at present four ministries namely, Ministry of Civil Aviation and Tourism (MCAT), Ministry of Defence (MOD), Ministry of Home Affairs (MOHA) and the Ministry of Foreign Affairs (MOFA) are concerned. However, the security of Bangladesh airspace is to be ensured by BAF through surveillance and AD Counter-measures. For this, security agencies that is National Security

Mary Steel Mary 18

<sup>25.</sup> It is airspace of defined dimensions withis which the ready identification, location and control of airbone vehicles are required Airspace Control, Theatre Airspace Management and Control Course, Fighter Controller Training Unit, BAF, March 2012, page-3-3.

https://www.icao.int/publications/Documents/7300\_9ed.pdf
 CAAB, Ministry of Communication, Letter No. CA-4(6)74-438(II) dated 10-1-1977.

and Intelligence (NSI), Director General Forces Intelligence (DGFI), Special Branch (SB) of Bangladesh Police and Directorate of Air Defence (DAD), Directorate of Air Intelligence (DAI) of Air HQ are consulted before any foreign aircraft is permitted to operate over Bangladesh Airspace. All foreign flights are categorized under Scheduled Civil Flights, Non-Scheduled Civil Flights, Para-Military, Police and Customs Flights, Civil/Military Flights Carry Head of States/Governments and State Guests and Aircraft to be based in Bangladesh category. The process of providing ADC to foreign flights in different category is different from one another. Diagram below shows the process of foreign aircraft clearance procedure.

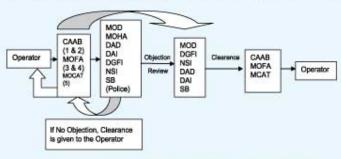


Diagram 3: Foreign Aircraft Clearance Procedure Flow Chart

#### Note:

CAAB processes Scheduled Civil Flights (1), Non-Scheduled Civil Flights (2), MOFA process Para-Military, Police and Customs Flights (3), Civil/Military Flights carry Head of States/Governments and State Guests (4) and MOCAT processes Aircraft to be based in Bangladesh (5)

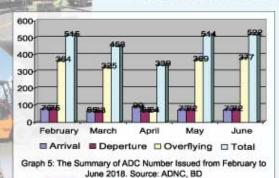
#### Role of ADOC in Enforcing ADIZ

ADOC, BAF is the nerve center of all AD activities where the total air situation is monitored by the AD Commander and Battle Staff. Air surveillance data of all AD radars are projected in ADOC for identification, threat evaluation and finally engagement. During peace time, Duty Controller of ADOC remains vigilant in assessing the air surveillance and supervising correct identification of all detected flying object. ADOC also supervises ground controlled interception (GCI) conducted by AD radar Units and fighter aircrafts on unauthorized aircraft. Finally engagement assessment is done after completion of interception mission. ADOC is responsible to challenge any civil traffic violating Bangladesh airspace or deviating from prescribed route without proper cause as per ICAO rules, regulation and procedure. This is how ADOC indirectly contribute in earning revenue if civil traffic crisscross or deviate from track over Bangladesh airspace without giving call to FIC to save fuel and time. ADOC also alert search and rescue (SAR) helicopters and assist SAR helicopter to proceed to aircraft crash or force landing site. ADOC plays pivotal role in enforcing ADIZ over Bangladesh Airspace.

28. Letter of Directorate of Control and Reporting dated 25 January 1977.



# Air Defence Notification Center (ADNC), Bangladesh



enforce ADIZ over To Bangladesh Airspace, ADNC was established. ADNC Ops Room is collocated to FIC. Air Defence Weapon Controllers working in ADNC, maintain liaison with FIC for issuing ADC number to all flight operating within Bangladesh ADIZ boundary in coordination with ADOC, BAF. Average ADC number issued per day to all aircraft from February to June 2018 is shown in a graph 5.

# AD Cell at MOFA, MOD and MOHA

To coordinate foreign aircraft clearance and implement ADIZ procedure, BAF may think of AD Cell in concern ministries. AD Cell would be very effective if it is established at MOFA, MOD, MOHA and MCAT for enforcing ADIZ over Bangladesh airspace. AD cell in different ministry would be responsible for coordinating in providing foreign aircraft clearance and ADC to all foreign civil and military flight. In case of interception of foreign aircraft, this cell will be providing all kind of information in reasoning of engagement. As shooting down of foreign aircraft creates diplomatic outrage, this cell will explain the details of interception with legal aspects. BAF may plan for establishing AD Cell in four ministries for effective coordinating in enforcing ADIZ of Bangladesh.

# Revenue Earned by ASM and its Impact on Economic

Revenue Earned. Aviation is one of the significant worldwide transportation networks, which is essential for global business and tourism. It plays a vital role in facilitating economic growth. The main earning of any Government in aviation sector are from aeronautical and non-aeronautical charges, taxes and tariffs from her airports. In

Bangladesh, the major earning comes from two ways; they are Aeronautical Charges and Non-Aeronautical Charges. Main challenge for Bangladesh will be to grab the future opportunities and meanwhile create the suitable field for investment. If CAAB can meet the requirement of Federal Aviation Authority (FAA), then western airlines would start operating in Bangladesh Airspace which would subsequently allow huge revenue Revenue Expenditure - Net Profit in Crore Tata from aviation market. Moreover Bangladesh has all the opportunity to

Figure 4: Net Profit Earned by ASM

THE RESERVE OF THE



grab the market of Bhutan and Nepal as

both the countries are land locked and do not have any sea port. Their most of the cargo transportation takes place through air, or by road through India. If Bangladesh can do it effectively, air transportation market especially for cargo will expand in many fold. This in turn will enhance our national economy. Bangladesh has to take the responsibility of making aviation a front-runner in the growth of national economy. The net income by CAAB from FY 2005-06 to 2015-16 in both aeronautical and non-aeronautical field in taka is shown in a Figure 4.<sup>29</sup>

#### Conclusion

ASM during war and peace time is a very demanding task as the number of user and management authorities are many. Due to mistake in identification and engagement, many states had to face embarrassment. Mistakes in shooting down aircraft brought states into diplomatic stalemate close to war. Due to its sensitivity, all nations of the world take ASM very seriously. The task of ASM has become more challenging as the terrorist groups started using aircraft as WMD. Easy availability of Anti Aircraft Weapons in the hand of separatist groups also made safe flying of civil aircraft very difficult. Due to dynamic change in human security threat related to aviation, it has become dire need to impose ADIZ over national airspace for the safety and security of all airspace users.

Bangladesh did not establish ADIZ over airspace in the past due to limited capability to enforce it practically. But her neighbouring states India and Myanmar implemented ADIZ though Myanmar does not have the capability to enforce it. Gradually, BAF has gained capability to detect, identify and finally engage any unauthorized aircraft violating airspace without prior permission to fly over Bangladesh Airspace. The number of aircraft operating over Bangladesh has increased significantly at the same time, reports on airspace violations have also increased extensively. Considering the safety and security of airspace, BAF has taken the initiative to impose ADIZ over Bangladesh airspace. Enforcing ADIZ over Bangladesh Airspace would reduce airspace violation and also increase revenue earning as many civil aircraft make short cut over Bangladesh territory without giving call not following prescribed route as they are not being challenged at present. Moreover, for the security of blue economy, Bangladesh has imposed ADIZ over sea so that other countries do not dare to extract sea resources taking advantage of the air above it.

To impose ADIZ, BAF and CAAB need to increase surveillance capability especially in the south. CAAB has to establish area control over Chittagong and ensure two way communications with the aircrafts flying over the international routes over Bay of Bengal. BAF took leading role in formulating procedure in establishing ADIZ taking consent of ministries and agencies involved in foreign aircraft clearance, those are MOD, MCAT, MOFA, MOHA, AFD, NSI, DGFI and SB of Police. AFTN

 <sup>10</sup>th National Parliament Permanent Parliamentary Committee Meeting's Paper on Ministry of Civil Aviation and Tourism held on 15.05.2014 page 6





needs to be established at ADNC for smooth communication among all these organs and agencies involved in issuing ADC number. BAF may establish AD Cell in concerned ministries to deal with ADC of all civil aircraft and imposing ADIZ over Bangladesh Airspace. Enforcing ADIZ over Bangladesh Airspace was a paradigm shift in ASM of BD which has ensured reduction of airspace violation since February 2018.

#### Bibliography

#### Book

- Ayub Siddiquee, University of NSW, "The 2015 Russian Sukhoi Su-24 shoot down by Turkish F-16; Events, Context and Dispute", https://avintel.wordpress.com/2015/11/28/the-2015-russian-sukhoi-su-24-shootdown-by-turkish-f-16-events-context-and-dispute.1. www.cnn.com
- 2. Aeronautical Information Publication (AIP) of Bangladesh, CAAB.
- ADIZ Proposal Letter Reference: Air HQ/558/Air Def. dated 30th September, 1976.
- 4. AIP SUPP 01/18, 01 Feb 2018.
- Book, Cabinet Division, Cabinet Secretariat, Government of the People's Republic of Bangladesh 1977 (revised in 2004), Chapter X, Control of Airspace, Civil Aviation and Enemy Aircraft.
- "Bangladesh's Maritime Challenges in the 21st Century", Commodore Mohammad Khurshed Alam (C), ndc, psc, BN (Retd), Pathak Shamabesh Bangladesh, 2004, Page-5.
- CAAB, Ministry of Communication, Letter No. CA-4(6)74-438(II) dated 10-1-1977.
- It is airspace of defined dimensions within which the ready identification, location and control of airborne vehicles are required Airspace Control, Theatre Airspace Management and Control Course, Fighter Controller Training Unit, BAF, March 2012, page-3-3.
- 9. Letter of Directorate of Control and Reporting dated 25 January 1977.
- Proposal Letter of Director of Air Defence, Air HQ, BAF to AFD dated
   March 2017.
- Professor Dr. Md. Hossain Mansur, "Bangabondhu's Visions in the field of Energy and Government's Success", The Daily Star, 09 August 2012.
- Sqn Ldr (now Gp Capt) Md. Mamunur Rashid, "Peace Time Airspace Management of Bangladesh", 56 JCSC Course, 1998, p-7-9.
- War Book, Cabinet Division, Cabinet Secretariat, Government of the People's Republic of Bangladesh 1977 (revised in 2004), Chapter X, Imposing Air Restriction.
- 14. 10<sup>th</sup> National Parliament Permanent Parliamentary Committee Meeting's Paper on Ministry of Civil Aviation and Tourism held on 15-05-2014, page 6.
- 15. 10th National Parliament Permanent Parliamentary Committee Meeting's Paper on Ministry of Civil Aviation and Tourism held on 15-05-2014, page 2-4.



 War Book, Cabinet Division, Cabinet Secretariat, Government of the People's Republic of Bangladesh 1977 (revised in 2004), Chapter X, Control of Airspace, Civil Aviation and Enemy Aircraft.

#### Records

- 17. Ops Record Section, Air Defence Operation Center, BAF.
- 18. Ops Record Section, Air Defence Operation Center, BAF.

#### Wibsites

- 19. http://m.warhistoryonline.com>iran-air
- 20. www.bbc.com/news/world-europe-28357880
- 21. https://worldhistoryproject.org/2001/4/1/the-hainan-island-incident
- 22. http://www.history.com/topics/9-11-attacks.
- http://www.fourstateshomepage.com/news/politics/nato-jet-intercepts-russian-ministers-plane/747591110
- https://www.lawfareblog.com/foreign-policy-essay-chinas-adiz-east-china-sea
- https://aviationglossary.com/air-defense-identification-zone/
- 26. http://en.wikipedia.org/wiki/Airspace (The Fédération Aéronautique Internationale has established the Kármán line, at an altitude of 100 km (62 mi), as the boundary between the Earth's atmosphere and the outer space, while the United States considers anyone who has flown above 50 miles (80 km) to be an astronaut).
- 27. www.en.wikipedia.org/wiki/Air\_Defence\_Identification\_Zone. ADIZ is an airspace over land and water in which the identification, location and control of civil aircraft is required in the interest of national security
- 28. https://www.icao.int/publications/Documents/7300\_9ed.pdf



Group Captain Md. Mamunur Rashid, afwc, psc, was commissioned in ADWC branch of BAF on 03 January 1989. He is an M Phil Researcher of Bangladesh University of Professionals who presently conducting research on "Prospects and Challenges of BAF Contingents in United Nations Peace Keeping Operations". He successfully completed Masters Degree on Political Science and Defence Studies from National University of Bangladesh. He also did Bachelor and Masters Degree on Security Studies from

Bangladesh University of Professionals. At present, he is working as Principal, BAF Shaheen English Medium School, Dhaka.







# Role of Bangladesh Army in the Education Sector

Colonel Md Anwar Latif Khan, BPM, psc

#### Introduction

Education is fundamental to the growth and development of a nation. It is an investment in human development, which in turn can drive forward all other spheres of national life. That is why, since independence, the Education Sector of Bangladesh has received the highest priority as well as maximum resource allocation. Bangladesh Armed Forces, being active in supporting the Government of Bangladesh (GOB) in national development has gradually become an important contributor in furthering education. Although the journey began in a modest manner yet at present Bangladesh Armed Forces has its presence in every tier of the education system and diligently strives to uphold the objectives of the National Education Policy-2010.

There is a numerous of educational institutions where the Armed Forces has its presence. Initially the intent was to provide education to the children of the members of the Armed Forces. Subsequently, the facilities were made available to the citizens at large. With the passage of time the Armed Forces felt the necessity to provide tertiary level of education to its members. Soon after, a period of boom took place and numerous colleges, institutions and a university were raised. At certain point it was also felt that the Armed Forces has sufficient capacity to extend quality education to various corners of the country with the express intention of providing opportunities to those who cannot afford to go to urban-centric educational institutions. This thought process saw the development of education facilities across the country. Currently such endeavours have gained purchase and we are seeing many more facilities being built.

Educational Institutions run by the Armed Forces also attract applicants because of its emphasis on discipline. Besides, relatively modern facilities, secure environment, better governance and good educators has seen the demand for admission rising steadily. As a result, there are as many as three lac students from outside who are pursuing their education in Armed Forces run/administered institutions. Therefore, the contribution of the Armed Forces in furthering education has now become quite significant. This article will focus on the role of Bangladesh Army in the Education Sector and what improvements can be made so that the overall effect coincides with current needs.

# Educational Institutions Administered by Bangladesh Army

Cantonment Public Schools and Colleges. There are 31 Cantonment Public Schools and Colleges across the country. As the name suggests, these are fully army own private institutions. From the beginning the purpose of such institutions had been to provide high standard of schooling not only to the wards of Army personnel located in far flung areas but also to the local population. These schools regularly perform well in national level exams and remain among the top few based on results achieved in their respective regions. The strength of these institutions is their holistic approach to education. They give a lot of importance to co-curricular and extra-curricular activities and so they excel in games, sports and cultural activities. Besides, ethical values, discipline, integrity, loyalty and patriotism training are also imparted to mould the students into good citizens. These institutions have now become much sought after and attract best students across the country. New Cantonment Public Schools and Colleges are also in the pipeline at new cantonments and where the demand is high.

Cantonment Board Schools. There are cantonment board schools in almost all garrisons. These are fully government schools located inside the cantonment. Although the Cantonment Executive Officer supervises all the activities of these schools, yet the Station Commander takes active interest in improving the standard of education. Presently the capacity of Cantonment Board Schools is being enhanced and a lot of investment is being made to bring these at par with the Cantonment Public Schools. Students from both inside and outside of the cantonment can study in these schools. At present there are 39 schools across the country.

English Medium Schools. The major cantonments of the country each have an English Medium School and College to fulfil the demand for studying in English. These are entirely private schools run by the Army. These schools follow both National and International curricula under various education boards and London University. Accordingly, the students of these schools either appear Secondary and Higher School Certificate or O and A level examinations. The popularity of such schools is growing exponentially especially outside of the capital where English Medium Schools are a rarity. Since the management is wholly under the Army these schools are flourishing and proving to be equal to any English Medium Schools outside of the cantonments. Every effort is taken to maintain a congenial learning environment and to develop students' potentiality in curricular, co-curricular and extra-curricular activities. Modern methods and technologies are also incorporated so that the standard reaches international level and the students do well subsequently both in home and abroad. At present there are 22 English Medium Schools that the Army run at various cantonments.

Cadet Colleges. Cadet Colleges are premier educational institutions of the country. Presently there are 12 cadet colleges out of which three are





for the girls'. These colleges provide excellent educational environment, housing facilities, religious, cultural, recreational and games & sports facilities for the students known as cadets. Their performance in academic field over the last few decades is well documented. As quality education providers, the Cadet Colleges are committed to equip the cadets for pursuit of rewarding careers nationally and internationally. Cadet Colleges provide education blended with strong ethical values, discipline, integrity, loyalty and patriotism. They aim at grooming the cadets to become ideal citizens and leaders in their respective fields. Being residential institutions, the Cadet Colleges can influence every facet of a cadet's life thereby grooming them in a manner that is not possible anywhere else. Within this unique system leadership training gets a lot of importance, which bodes well for their alumni. Many ex-cadets are providing leadership in the military, academic, health, judiciary, administration, banking and business sectors.

Military Collegiate School Khulna (MCSK). MCSK is a fully residential educational institution located in Khulna. It is directly administered by the Army through Jessore Area. The institution follows the syllabus of Secondary and Higher Secondary Education Board, Jessore and has both Bengali and English version. The curriculum is so designed that each student is groomed as a good all-rounder in the fields of education, games and sports, culture and leadership. It maintains the same standard as of Cadet Colleges and has achieved an enviable reputation.

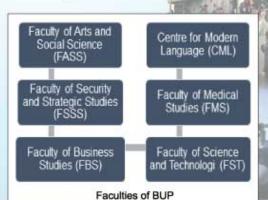
Other Educational Institutions. Army also provides support to various government educational institutions on special demand like Rajuk Uttra Model College, Dhaka Residential Model College, Mohammadpur Model School and College, Barishal Model School and College, Jessore Education Board Model College, Khulna Public College, President Tazuddin School and College, Munshigong, Bangladesh Krira Sikkha Prothisthan (BKSP) etc. These institutions are administered by qualified officers and as a result a considerably high standard is being maintained. Presently students are eager to get admission in these institutions since they have gained a remarkable reputation. Army also place qualified officers on deputation as directors in all the government medical colleges of the country, which is a testament to the Army's ability to manage large scale educational institutions.

Proyash. Children with neuron development disability disorder are considered as impediments to social, cultural and economic development. However, the government is encouraging any step that will help children with special needs to integrate with the society. The Army has been pioneering the concept of providing specialised care and services for special needs children. Proyash is a specialised organisation that values holistic development of all children with special educational needs through multidimensional programmes. Functioning since 2006, 'Proyash' is now a recognised brand in the field of caring for mentally and physically challenged children. The institution also serves as the leading training and research centre for providing service to special needs children. It has become a role model in this regard and is recognised

nationally and internationally. Proyash is a joint project with Ministry of Social Welfare of Bangladesh Government where Saima Wazed Putul, the daughter of our Honourable Prime Minister, is the chairperson of the national steering committee. There are ten Proyash schools all over the country where education and management of special needs children is the focus. Proyash Institute of Special Education & Research (PISER) is a unique institution which imparts high quality training in order to develop professionals capable of dealing with special needs children. PISER is one of the best institutions of such nature in South Asia.

Bangladesh University of Professionals (BUP). Establishment of a university for the Armed Forces was a long-felt need. There are many training institutions where both academic and military studies are conducted. It was felt necessary to integrate all those together under a single authority. This would also permit the Armed Forces to keep pace with the fast-developing world, to create scope for higher studies and to provide opportunity to conduct research. With these in mind BUP was established on 05 June 2008 as 39th public university of the country. BUP is a unique public university run by the Armed Forces with significant contribution from Bangladesh Army. It has 56 existing educational and

training institutions of the Armed Forces under its umbrella and follows the motto "Excellence through Knowledge". BUP promotes leadership and civil-military relationship, facilitates higher education in the Armed Forces and develops intellectual and practical expertise with creativity, strict discipline and ethical value. It also gives out scholarship for poor and brilliant students thereby encouraging intellectual development. About 3900 students are now studying in BUP where civil military ratio is 70:30. There is also a plan to expand it up to 13000 students in future. There are many subjects under following six faculties:



Armed Forces Medical College (AFMC). AFMC is a government medical college trains its students for five academic years in accordance with the syllabus laid down by the Bangladesh Medical and Dental Council (BMDC) for the attainment of MBBS degree. The graduates subsequently become efficient doctors in the service of the Armed Forces and the nation. About 2.8% students pass annually from AFMC. These figures may not be very significant, but it delineates the significance of contribution of Bangladesh Army in the field of national education. The college is affiliated to BUP and recognized by BMDC. The admission is based on merit, keeping in conformity with the Government Order published vide AFMC instruction -1/2003. The objective of Armed Forces Medical College is to teach the subjects traditionally required to meet the responsibilities of providing preventive as well as curative health care to





**B**10.784.855.8

the people of Bangladesh and also to impart those aspects of basic military training as required to turn each cadet into a highly disciplined, physically and mentally fit, morally and ethically upright and professionally dedicated medical graduates capable of providing health care services in adverse physical and psychosocial environment both in and outside the country and during war and peace. Students are imparted with a wide range of knowledge on social and economic condition of Bangladesh with a view to imbuing them the beliefs, values and ideals of the nation and to inspire development of essential character qualities, strong sense of righteousness and a basic desire to serve the suffering humanity.

Military Institute of Science and Technology (MIST). MIST was established as the pioneer Technical Institute of Bangladesh Armed Forces with the guidance of visionary leadership of the Honourable Prime Minister of the People's Republic of Bangladesh, Sheikh Hasina. It is a government organization run by Armed Forces Division under Defence Ministry with significant contribution from the Army. It is now one of the leading engineering institutions of Bangladesh where 13 departments are there under 4 faculties. First Academic Program was launched on 31 January 1999 with a batch of Civil Engineering. Subsequently Computer Science & Engineering, Electrical Electronic & Communication Engineering, Mechanical Engineering, Aeronautical Engineering, Naval Architecture and Marine Engineering, Nuclear Science & Engineering, Biomedical Engineering, Architecture and Environmental Water Resources & Coastal Engineering were incorporated. Its standard is no less than Bangladesh University of Engineering and Technology (BUET). Presently including all category a good number of students are registered

where military and civilian ratio is 20:80. As per the statistics of Institution of Engineers Bangladesh, approximately 4.5% engineers pass from MIST where students from Sri Lanka, Nepal, Maldives, Palestine, Afghanistan, South Sudan and Gambia are included. MIST has well equipped class rooms, laboratories with modern equipment and affiliated

Faculty of Civil
Engineering

Faculty of Science and
Engineering

Faculty of Computer
Science and Engineering

Faculty of Mechanical
Engineering

Faculties of MIST

with BUP and have close cooperation with BUET and Dhaka University. MIST is committed with high-quality teaching aiming to make this institutional leader in science and technology. This is a progressive institution with a focus on innovative research that has real impact and is recognized internationally. MIST follows a rigorous admission and selection process for best possible screening so that they can develop the necessary skills and knowledge to contribute to the modern and global economy. MIST envisages creating facilities for students both from home and abroad and dedicated to pursue standard curriculum. MIST is steadily upholding its motto "Technology for Advancement" and remains committed to contributing to the wider spectrum of national educational arena, play a significant role in the development of human resources and gradually pursuing its goal to grow into a 'Centre of Excellence'.



Army Medical Colleges. There are five Army owned private medical colleges at Chattogram, Cumilla, Jashore, Bogura and Rangpur. These medical colleges were established to increase the induction of medical students in the Armed Forces and to extend the opportunity to receive quality education in medicine to the candidates outside Dhaka. They maintain the same standard as of AFMC and follow similar curriculum. Following the set procedure and BMDC certified academic activities these institutions are devoted to produce quality and dedicated doctors. They also develop essential character qualities, strong sense of morality and ethics in their students so that they can perform their duty with due diligence and highest standard of dedication. Health for all and sustainable quality of life for the people of Bangladesh is the national commitment. The Army through these medical colleges will contribute positively to the attainment this noble commitment.

Army Institute of Business and Administration (AIBA). AIBA are institutions of Business Administration run by the Army under the University Grant Commission (UGC) 2009 Act. It imparts instruction and bestows Bachelor and Master Degrees in Business Administration. At present there are two AIBA institutes, one is at Jalalabad Cantonment, Sylhet and another one is at Savar Cantonment. These institutions follow the UGC academic system with all its distinctive features - semesters. credit hours, letter grades, examination policy etc. All academic programs of AIBA are affiliated with the BUP. They are committed to creating the best learning environment compatible with international standards on academic programs and research. AIBA extend their services to students from both military and civilian background; youths and professionals who are interested in building a prosperous and dynamic career. The AIBA programs are set to provide an integrated learning opportunity for students in mastering the knowledge and skills necessary for managing and leading modern organizations efficiently. AIBAs endeavour to shape their graduates to undertake challenging responsibilities in diverse fields of national and multi-national corporate world.

Bangladesh Army University of Engineering & Technology (BAUET). The Honourable Prime Minister, Sheikh Hasina envisaged the establishment of Engineering & Technological Universities by Armed Forces at rural areas of Bangladesh. Accordingly, three BAUTE were established at Saidpur, Qadirabad and Comilla Cantonment on 15 February 2015 as per the Private Universities Act 2010. These cities are important communication hubs for all adjoining major districts thus allowing opportunities to more number of young men and women to study engineering without traveling to bigger cities causing higher expenses. These are run as per the directives given by the Ministry of Education and University Grants Commission. Department of Civil Engineering, Electrical & Electronic Engineering, Computer Science and Engineering, Information and Communication Engineering are the common subjects. These institutions also teach Business Administration and English. These universities maintain safety, security and congenial educational environment and provide resourceful, qualified and experienced teachers. Being managed by the Army these institutions are devoid of





student politics and session jams allowing the students to concentrate fully in their studies and graduate in due time.

Army Nursing Institute. Army Nursing Institute was established in 2009. At present there are three such institutes. The purpose is to produce highly skilled, disciplined, dedicated and caring nurses with physicall and mental capability to serve both home and abroad. The institutes train students for 4 academic years according to the syllabus laid down by Bangladesh Nursing Council for BSc degree to be awarded by BUP. Students graduating from these institutes are mostly inducted in the Army, while others pursue fulfilling careers outside.

Trust Technical Institute (TTI). The Army took the initiative of establishing TTI at Gazipur in 2009 so that unemployed civilians and retiring soldiers can be trained in different technical trades. This would in turn help in reduction of unemployment in the country. Trainees are also encouraged to open own businesses so that they can employ other people in the spirit of entrepreneurship. It is a full-fledged technical training institute, which develops various trade skills as well as language proficiency. Highly trained and skilled persons who are experienced in their own field conduct the training. The training module follows the guideline of Bangladesh Technical Education Board. Many trainees decide to seek employment abroad after they graduate from TTI. Overall TTI has proven to be a very successful venture for the Army.

# Education for Members of Bangladesh Army

The Army has a favourable stance regarding educating its members. Higher Secondary Certificate has been made compulsory for soldiers, which they acquire during their basic training. After joining their units, they are encouraged pursuing higher education and all support is extended for this purpose. The duration of training of officers has been increased so that they can undergo honours programs on engineering, computer science, business administration, economics and international relations while they are at Bangladesh Military Academy.

During the progression of their service, officers will also acquire master degrees and above from Defence Services Command and Staff College and National Defence College. Any willing member is allowed to pursue post graduate studies from any institution. Study leave is granted in case they want to go abroad for studies. PhD programs are offered by BUP on subjects of choice, but individuals are at liberty to pursue doctorate degrees from other universities as well.

#### Benefits of Army Administered Institutions and Its Education Policy

There are a lot of benefits that accrue due to the proactive policy that the Army has adopted:

 Army administered institutions have a better track record of providing congenial and favourable environment. This is particularly true in case of discipline and timely completion of sessions. This greatly assists curricular activities and enhances learning.

- These institutions do not remain confined to bookish education but encourage co-curricular and extra-curricular activities. This permits the students and trainees to become rounded individuals.
- These institutions pay great attention on developing human qualities and attributes to become a good leader. This paves the way for creating good citizens who can contribute positively towards the development of the nation.
- These institutions always do well in national/board exams, which is a testament of the quality of education being imparted.
- Good results allow students/trainees of Army administered institutions to fare well in their professional lives. As such, they become good ambassadors of the Armed Forces and assist in enhancing its reputation.
- Scope for higher studies encourages Army personnel to develop their hidden talents and fine tune knowledge gained during their service life. Besides, higher education broadens the mind, increases confidence and provides avenues for future employment of Army personnel.
- Research activities of its members are greatly benefitting the Army in modernising and developing itself.
- Proyash has become a beacon for the education of special needs children. It has identified a dormant sector of education and laid the path for its future growth.

# Tailoring Policies to Serve the Nation

Bangladesh Army has come a long way over the past few decades. Initially educational institutions were limited to schools and colleges for the children of its members. Gradually initiatives taken by our predecessors have led the Army to what it is today; a significant contributor in the education sector of Bangladesh. However, if one looks at the institutions that the Army helps to run a pattern emerges. Most of these institutions were established to mainly benefit the Army and later the services were extended to the people outside. The Institutions that have been established recently, such as AIBA and BAUET, however were intended to provide access to quality education to the back trodden. The motive was much nobler and served a higher purposive overall development of the nation. Being an active contributor to nation building, there is a scope of increasing Army's role in this regard. Moreover, if Army is to be more pertinent and beneficial it should extend its support at places and sectors where it is required the most. Following are the probable areas where more emphasis can be given:

- There are places in the country that are still socio-economically backward. The Army can establish more educational institutions in those areas. This will open doors to the people who have lesser opportunities.
- Universities and Colleges are being established all the time. It is technical institutions that are not only lacking but are also looked







down upon. On the contrary technical education has great value as far as employment is concerned both in home and abroad. The Army already has the experience of running TTI, it can increase such institutes and deploy them across the country. This will do great service to the nation by creating a skilled workforce that can easily work abroad and earn greater foreign exchange as against the amount being earned today by unskilled workers.

- Proyash is a unique institution that has a branch in all major cantonments. The experience that the Army has now gained is incomparable and not available anywhere else in the country. The Army can now provide a valuable social service by establishing further branches all over the country and assist the special needs children who are at present neglected. Furthermore, Proyash can expand its arena by looking into managing special needs adults who do not have anyone to care for them. It may take the form of care centres or employment in suitable places.
- Army administered educational institutions presently offer traditional and popular subjects. Subjects that are up and coming and are needed for the growth of the country such as control engineering, mechatronics, developmental studies, climate and environmental studies, urban planning, biotechnology etcetera may be introduced.
- Presently Army run medical colleges are offering MBBS degree.
   Higher study and research on various relevant subjects basing on the country's requirement can be introduced where bio medicine can also be included.
- For an impoverished country it is difficult to extend higher education to all. There will always be talented individuals who cannot afford to continue studying. Army can introduce grants and scholarship for financially challenged students who display good merit and aptitude.
- Technical Institutions can undertake researches that will help address current and future challenges the country may face. Issues like the effect of climate change and mega projects can be given priority. BUP can also focus on social issues that need pragmatic and modern solutions.

#### Conclusion

Bangladesh Army is a vital organ of the state that has always worked tirelessly to assist the country in its journey towards development. Army's contribution towards the education sector is also noteworthy. Initially the purpose was to provide education to its members and their children then gradually it has morphed into something bigger. The Army not only has school and colleges in its repertoire but also universities, engineering institutions, medical institutions and technical institutes. The focus has now shifted to serving the wellbeing of the nation, which it is doing albeit in a modest way.

The time has come for the Army to now invest in a more meaningful manner keeping in view the state of the nation. It needs to extend education services to the neglected and at places where required facilities are not available. New institutions need to be established fulfilling the real and root level requirement and subjects that are topical and needed for the development of the nation.

Bangladesh Army with its dedicated manpower and the desire to serve the people will no doubt be an important contributor in the education sector if policies are tailored according to the proposals made in the paper. Just as the Army was a trailblazer in the education of the special needs children through Proyas, it can also lead the way by venturing into new and exciting avenues yet to be explored.

# Bibliography

#### Book

1. Abahan by Bangladesh Army, December 2016.

#### Journa

2. Bangladesh Army Journal, 58th issue December 2015.

#### Article

Higher Education in Bangladesh Army by Lt Col Md Masud Rana, psc, AEC

#### Interview

- Lt Col Riazul Islam, Assistant Adjutant General Cadet College, AG's Br, AHQ date 23 Feb 2017.
- Lt Col Md Jubayer Rahman, General Staff Officer 1, Edn Dte, AHQ date 23 Feb 2017.
- 6. Col Md Shahidul Alom, SGP, Principal, Prosyash date 1 Mar 2017.
- 7. Col Md Hasan Uz Zaman, afwc, psc, Col Staff, MIST date 6 Mar 2017.
- Dr Engineer Md Rashidul Hasan Associate Professor, Head of Department Civil Engineering, Director P & D and Syndicate Member of BAUET, Qadirabad date 8 Mar 2017.
- Maj Md Anisur Rahman, Deputy Registrar (Estate), BUP date 8 Mar 2017.

# Websites

- 10. http://bup.edu.bd.
- 11. http://afmc.edu.bd
- 12. http://mist.ac.bd
- 13. http://www.aibasylhet.edu.bd
- 14. http://bauet.ac.bd
- 15. https://en.wikipedia.org/wiki/Military\_Collegiate\_School\_Khulna
- 16. www.army.mil.bd
- 17. http://www.aibasavar.edu.bd/











Colonel Md Anwar Latif Khan, BPM, psc was commissioned in the Corps of Infantry with 26th BMA Long Course on 09 Jun 1992. He had various command and staff appointments. Apart from serving in various capacities in number of Infantry Battalions, he served in President Guard Regiment and General Staff Officer (Operations)—2 at Headquarters 24 Infantry Division. He is also a graduate from Defence Service Command and Staff College, Mirpur and obtained Masters in Defence Studies from Bangladesh National University.

He participated United Nations Peacekeeping Operation as Communication Officer of an Infantry Contingent in Sierra Leone and Staff Officer in Force Headquarters at Darfur, Sudan. He attended number of courses. He commanded one Infantry Battalion and three Battalions of Rapid Action Battalion (RAB) Forces.

# **Non-traditional Maritime Security Threats** in the Bay of Bengal: Challenges and Wayout - A Regional Approach

Commander K U M Amanat Ullah, (G), afwc, psc, BN

"Most problems in maritime good order cannot be sorted out merely at the national level, especially when they are strongly linked to what happens on land" -Geoffrey Till

#### Introduction

Beyond the headlines of naval development and sovereignty dispute, for many residents of the region, the day-to-day practice of maritime security remains focused on constabulary issues1. These are otherwise known as the 'Non-Traditional Security' (NTS) threats which include narco-terrorism, gun running, sea piracy, robbery, immigration control, assistance during natural disasters etc and have spawned a multitude of additional and recurrent engagements for the maritime security forces. These have dramatically increased the maritime security challenges in the Bay of Bengal (BoB), same as many other parts of the maritime world. The emergence of Bay of Bengal as a new strategic space2 has increased its geopolitical and geo-economic importance in many folds. Similarly, increase of maritime security threats in 2017 in comparison to 20163 has generated concern for the maritime community. These eventually effects the flow of maritime trade in the region as the trading organizations intends to avoid those shipping routes and region. As such, importance of a secure maritime environment has become an essentiality in the present-day context.

Maritime security is a global concern, but not entirely a dedicated global responsibility. The fundamental responsibility lies with the littoral countries such as Bangladesh, India, Myanmar, Sri Lanka of Indian Ocean; while globalization and inter connectedness heavily influences its security. It is difficult to ensure security of a region by a single nation where sources and destination of threats may differ such as transnational organized crime. As such, managing NTS threats in the BoB require

https://www.hellenicshippingnews.com/recasp-ise-urges-heightened-vigilance-as-total-number-of-incidents-of-piracy-and-armed-robbery-against-ships-in-asia-increased-in-2017/ [Accessed 06 Jun 2018]

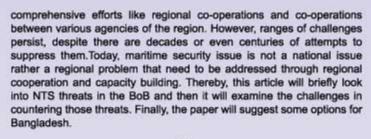


<sup>1.</sup> Daniel K. Inouye - Asia Pacific Centre for Security Studies, 2017. The Indo-Asia-Pacific's Maritime Future: A Practical Assessment of the State of Asian Seas, Available at: https://www.kcl.ac.uk/sspp/policy-institute/publications/Maritime-security-report.pdf, [Accessed 09 September 2017], P. 45

September 2017], P. 45

2. Rajiv, S., 2017. The Bay of Bengal as a New Strategic Space. [Online] Available at: http://carnegicindia.org/2017/02/07/bay-of-bengal-as-new-strategic-space-event-5509 [Accessed 07 Sep 2017]

3. David Lee. (2018). ReCAAP ISC Urges hightened vigilance as Total number of Pirney and Armed Robbery against Ships in Asia increased in 2017 Compared to 2016. Singapore: ReCAAP Information Sharing Centre, Available at: David Lee. (2018). ReCAAP ISC Urges hightened vigilance as Total number of Piracy and Armed Robbery against Ships in Asia increased in 2017 Compared to 2016, Singapore: ReCAAP Information Sharing Centre, Available at:



#### Aim

The aim of this paper is to analyze the non-traditional security threats in Bay of Bengal (BoB) with a view to propose some options for Bangladesh.

# Non-Traditional Security Threats in the BoB

Bay of Bengal connects the people of the littorals including Bangladesh with other countries and the globe as a whole. In this era of

interconnectedness, Moises Naim's "Five wars of Globalization" 4 (drugs, arms, intellectual property, people and money) has become one of the major concerned theory of modern world. In maritime area, the non-traditional security threats include such five issues of Maritime Terrorism, Piracy and Armed Robbery, Transnational Organized Crime (TOC) encompassing people, drugs and arms; Illegal, Unreported and Unregulated Fishing and Environmental Issues (including climate change and natural disasters). These five pillars of threats are existing in the Bay of Bengal, a glimpse of which are show in figure 1,

Maritime Terrorism. Presently, more than 60 countries around the world are facing the challenge of terrorism and Bangladesh is one of them5. However, Bangladesh is yet to face such maritime threats but India and Sri Lanka have faced maritime terrorism by Lashkar-e-Taiyeba Terrorists and LTTE respectively. Figure 2 shows that BoB, littoral countries are under 2<sup>nd</sup> category of vulnerable nations after the red coloured areas.



Maritime Security Threats (Source: (Raju, 2016), accumulated, designed and prepared by Author



Fig 2: Terrorism and political violence Risk-Bay of Bengal Area is under 2nd category possessing

京者 東 一門 月 日 日 日

Naim, M., 2003. Five Wars of Globalization. [Oaline] Available at: http://users.clas.ufl.edu/zselden/Course%20Readings/Naim.pdf[Accessed 09 September 2017].5. Raju, A. S., 2016. Non-Conventional Maritime Threats for Bangladesh Security. [Online] Available at: http://www.banglanews/24.com/open-forum/article/56143/Non-Conventional-Maritime-Threats-for-Banglade sh-Security [Accessed 08 September 2017].

5. Raju, A. S., 2016. Non-Conventional Maritime Threats for Bangladesh Security. [Online] Available at: http://www.banglanews24.com/open-forum/article/56143/Non-Conventional-Maritime-Threats-for-Banglade sh-Security [Accessed 08 September 2017].

6. Risk Advisory, 2018. Terrorism & Political Violence Risk Map 2018. [Online] Available at: https://www.riskadvisory.com/campaigns/terrorism-political-vio noe-risk-map-2018/[Accessed 5 Jun 2018]



Piracy and Armed Robbery. Piracy and Armed Robbery are among the major concerning issues degrading maritime image of a nation. 'Ocean Bay on Piracy (OBP)' report shows detail and updated maritime and armed robbery state of the Asia under regional as well as sub-regional basis. In case of BoB, there is no piracy incident, but the petty thefts and dacoits were engaged in robbery in 2016. However, in 2017-18 the incidents of armed robbery have increased to 15 incidents in the BoB area in comparison to previous year'.



Fig 3: Piracy Incidents in 2016 in South and South East Asia Source: (The State of Maritime Piracy 2016, Assessing the Economic and Human Cost, 2016)



Fig 4: Piracy Incident in 2018 Source: https://lss-sapu.com/

Transnational Organized Crime. Bay of Bengal is situated in the cross road centering Golden Crescent (Pakistan, Iran and Afghanistan) and the Golden Triangle (Myanmar, Thailand and Laos) known to be the two drug trafficking hot spots of the "British Lake". Presently, Yaba is the major drug crisis in BoB region and stateless Rohingya refugees are sucked into booming Bangladesh drug trade<sup>9</sup>. Besides, Myanmar is heavily engaged in drug trafficking while Dhaka has formally requested Naypyidaw to take necessary actions in this regard<sup>10</sup>. Figure 5 shows the

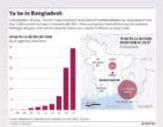


Fig 5: Increased Yaba transferred and seized each year by Bangladesh Source: (Das., 2017)

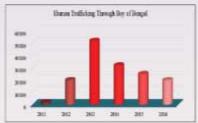


Fig 6: Human Trafficking through Bay of Bengal Source: (Progress Bangladesh, 2016) and consolidated, prepared by author

- David Lee. (2018). ReCAAP ISC Urges hightened vigilance as Total number of Piracy and Armed Robbery against Ships in Asia increased in 2017compared to 2016. Singapore: ReCAAP Information Sharing Centre.
- 8. The Indian Ocean, specifically the Bay of Bengal was known to be the British Lake before the Second World War.
- Das, K. N., 2017. Stateless Rohingya refugees sucked into booming Bangladesh drug trade. [Online]
   Available at: http://in.reuters.com/article/myanmar-rohingya-bangladesh-drugs/
   stateless-rohingya-refugees-sucked-into-booming-bangladesh-drug-trade-idINKBN1662M8
   [Accessed 09 September 2017].
- Bangladesh Sanghad Shanstha, 2016. Dhaka asks Naypyidaw to uproot yaba labs. [Online] Available at: http://www.dhakatribune.com/bangladesh/crime/2016/10/29/dhaka-asks-naypyidaw-uproot-yaba-labs-2/ [Accessed 09 September 20'7].





increasing transfer of Yaba from Myanmar through BoB. Apart from drug trafficking, illegal arms trafficking in BoB is not a new issue while suppliers use maritime ports as transit point. Besides, human trafficking is another trans-national security issue exacerbating socio-political instability.

Illegal, Unreported and Unregular Fishing. Among all maritime security crisis illegal fishing is the most frequent and the most immediate factor that effects economy and nutrition of a country. Bangiadesh is the most victimized country as most of the fishermen of India, Myanmar or even Thailand often poach to EEZ of Bangladesh.

Natural and Man-Made Disaster. Bay of Bengal is the home of natural disasters among which cyclone is a common disaster for the maritime community at sea or in coastal areas. On 29 May 2018, BoB has caused strong flash floods and severe rainfall causing damages to the personnel in Rakhine State of Myanmar. Figure 7 shows the statistics of cyclone in this region. Apart from cyclone, the man-made disasters like oil pollution, dumping, maritime accidents etc often occur in this area. Climate change or the sea level rise is also one of the major crisis which will highly effect Bangladesh, Myanmar, parts of India and Maldives. Figure 8 shows the effects of sea-level rise in the littorals.

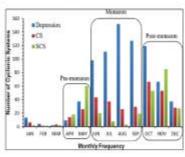


Fig 7: Frequency of Depression and Cyclone. Monthly frequency of cyclonic disturbances in North Indian Ocean region during 1891-2015. Here depression signifies the low-pressure systems, CS is for the cyclonic storms and SCS represents the severe cyclonic storms. Source: (Singh, 2016)11

ST., SHIRLER M. SHIP S.

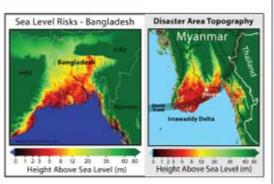
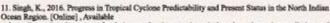


Fig 8: Effects of Sea Level Rise in littorals Source: (The Asian Age, n.d.)13



Ocean Region. [Online], available athings/www.intechopen.com/books/recent-develoments-in-trpical-cyclone-dynamics-prediction-and-detection/progress-in-tropical-cyclone-predictability-and-present-status-in-the-north-indian-ocean-region, [Accessed 09 September 2017]

12. The Asian Age, n.d. 12 Millian Coastal People faces coastal Risks. [Online] Available at: http://dailyasianage.com/print-news/23385



# Challenges in Countering Non-Traditional Security Threats in the BOB

# National Specific Challenges.

Increased Density at Sea and Difficulties in Recognising Maritime Picture. There are 38 states around the Indian Ocean accounting for over 35% of the world population but only over 10% of the world GDP<sup>13</sup>. Having high rate of poverty, the huge number of boats in the coastal area littorals generally do not possess any identification devices/system which remains as the major difficulty that the security forces encounter. Besides, lack of maritime infrastructure such as coastal radars, maritime governance and non-availability of reaction force make it more difficult to ensure security in coastal areas.

Maritime Safety. While natural calamity is a common phenomenon of the maritime environment of this region, the small boasts are also plying on the sea without adequate safety and warning devices - violating national or international rules/safety margin and thereby becoming vulnerable to maritime accidents. At times, it is difficult to check and control huge volume of dispersed boats.

Limitations of Security Force. Present capabilities of the maritime security forces of the BoB littorals are not complementary for countering NTS threats. Nations are concerned and engaged in developing Naval Power for traditional threats and trying to make a balance with the contemporary neighbouring and regional players. In the realm of BoB environment, the states are more integrated with the rest of the world then they are with each other.<sup>14</sup>

Sea Blindness. Sea blindness is a traditional primitive character of the Bays of the Indian Ocean; repeatedly being ruled by western sea farers. After the British rule, this ocean remained as the 'Neutral Ocean' of twentieth century and turning into a zone of interest for the super/regional powers in the twenty first. Therefore, presently much value has been given on the sea by the littorals for exploration activities and in the name of 'Blue-Economy' but very little has been progressed. The 'Whole of Government' approach is necessary as development is discorded. For example, the very intensity and diversity of threats remained as the impediment, while the capabilities of the maritime security forces for countering NTS are yet to be developed as required.

Challenges at Regional Level. The politicians and bureaucrats, of littorals of the BoB, at times, are not aware of the importance of regional maritime security and thereby neglect its necessity. There is a lack in

Menon, S. (2017, Apr 24). Security in the Indian Ocean. Retrieved from http://www.css.ethz.ch: http://www.css.ethz.ch/en/services/digital-library/articles/article.html/bc0d13c3-8948-4477-b660-4cc74d057 4s8/adf







Menon, S. (2017, Apr 24). Security in the Indian Ocean. Retrieved from http://www.css.ethz.ch: http://www.css.ethz.ch/en/services/digital-library/articles/article.html/bc0d13c3-8948-4477-b660-4cc74d057 4u8/pdf.



national policies of individual nation on cooperative maritime security issues. The region is also affected by competing interests of nations over maritime boundary and transboundary resources. Moreover, a few bilateral and trilateral national political issues such as Rohingya crisis, water sharing, land-border killing etc create some seasonal instabilities and remain as a fundamental barrier for cooperative engagements. The absence of a reasonable balance of power is also a challenge of Bay of Bengal region. India's consideration on the Bay as India's backyard and being concerned for growing presence of China in its neighbourhood (Ganapathy, 2017), the increased involvement of other regional and super powers has made it difficult to determine a suitable and acceptable actor to organize cooperative issues at regional level. In other words, involvement of other regional actors and their relationship with the littoral states have made single leadership disputable. Though it was possible to generate a regional approach through various regional forum such as SAARC, BIMSTEC etc, the involvement of extra regional nations and regional politics have reduced their importance on cooperative issue.

# **Options for Regional Countries**

A strong and accepted regional policy, regional organizational structure for cooperative governance, information sharing and implementation of good orders by respective maritime security force will obviously reduce the NTS in comparison to single nation effort. However, there are options at both national and regional level:

National and Regional Maritime Policy. It is essential for the littorals of BoB to formulate National Maritime Policy focusing comprehensive regional approach for countering common non-traditional maritime security threats. The essential aspects of regional cooperation should also be incorporated at policy level. The 'National Maritime Policy' should incorporate all relevant issues of maritime safety, security, protection and engagement for common benefit of all the nations of the region.

'Whole-of Government' Approach. In the race of maritime economy, nation's interest emphasizes infrastructure development for the quest of maritime resources. Reputation of the region or the security environment is one of the vital factors for national or international investment. A 'Whole of Government' approach is essential to prioritize the NTS issues and develop national capacity accordingly both at civil and military levels.

Recognize Maritime Picture through Coastal Surveillance and Positive Identification of all Contacts. It is essential for countering and preventing all illegal activities such as illegal fishing, gun running, human trafficking, terrorism, armed robbery etc. All boats may have a registered automatic identification devices fitted on board. Any vessel without the identification code will be pursued and arrested by maritime Security Force. Integrated coastal surveillance radar may have a coastal surveillance belt with required detection capabilities in the coastal belt of regional countries. It is national maritime requirement to enhance surveillance capabilities and ensure good orders at sea through an effective governance.

Strong and Balanced Security Force. Security environment in maritime region directly contribute to the rhythm of safe maritime communication and attracts world shipping to enter in the region. A strong security or a quick reaction force is essential to detect and pursue or rescue designated threats in order to ensure security. Such force, in case of most of the nations; is not a balanced one — caused from the differences of national interests, capabilities, requirements, relative imbalance etc. Though individual national capabilities are not equal, it may be possible to make regional balanced capabilities through effective contribution of all nations at par.

# Regional Strategy and Proposed Engagement Design

Strategic Environment. Bay of Bengel area is a zone of instability in regard to trust and confidence. Situational change of national attitude by the regional or potential regional powers causes some discomfort for smaller nations and facilitate extra regional powers to take that opportunity. Some of the bilateral issues within the region are long standing dispute generating hindrance to the regional trust. Generosity of all nations including regional power is essential for a common acceptance and to gear an effective regional organ. This may resolve the impediment issues of competing interests, suspicious behavior, extra-regional involvements, suitable actor etc and may generate opportunities to create strong regional organization.

Proposed Design for Regional Engagements. At regional level, BoB littorals need cooperative engagements to counter all common maritime

security threats for achieving or preserving common interests. Figure 9 shows a design action plans where the regional countries need to remove or aside all impedimental issues and find agreed common interests, threats and then come to an agreement to counter those common threats by all capabilities. In this case superior maritime forces need to have more engagements for ensuring overall security of the region. Such strategy may be adopted through bilateral agreements or regional forums like Galle Dialogue, SAARC, BIMSTEC etc. There are two lines of strategic approach in the design schematic for regional cooperation (Figure 9). One is to mitigate the impediment issues and second is to find the ways for cooperative engagements. These two lines of approach are so interconnected that success in one line (cooperation) will reduce the impedimental issues and similarly eradication of other line (impedimental issues) and will assist in cooperation. Presently, a situation persists while nations may follow the gradual



achieve common interests





steps to achieve common maritime interest and enhance maritime cooperation while eventually reducing regional impediments. However, the challenges of extra regional powers stand still. In this regard, geography centric thinking must be avoided as the threats are global phenomenon but actions are to be taken locally or regionally.

#### Conclusion

"We are like islands in the sea, separate on the surface but connected in the deep<sup>15</sup> maritime security is something that has one earth, one medium and national troubles are also connected. The numerous non-traditional security issues like piracy and smuggling, maritime terrorism, marine pollution, disasters etc are the common threats which are added to national troubles. Some of these threats have increased in comparison to the last year, spreading through the nations where source and destination are different. The eradication of such threat need strong national desire, appropriate national maritime policy and governance in one side and active regional ties and involvements of other maritime nations on the other. The changing nature of conflicts/security and NTS issues also demand a multifaceted approach of various organizations within the country. Besides, a cooperative engagement with the regional countries to counter common nontraditional maritime security threats will be most effective options for ensuring a secured maritime environment in the Bay of Bengal.

The challenges to counter NTS threats encompasses issues of increased density of traffic at maritime area while most of them are less concerned about safety and security. Besides, natural calamities, inadequacy or limitation of security forces and above all, the national maritime awareness are the few issues. At regional level the instability of the regional environment, competing interests, suspicious behavior, extra-regional involvements, lack of suitable actor etc are the common impediments for regional cooperation. Today, it is necessary to adopt a strategy that will eradicate or reduce the impediments and contribute to the gradual development for cooperative engagements in order to mitigate common NTS threats of the region. In this regard, a few gradual steps for cooperative engagements may be taken in a coordinated way in order to achieve a common regional objective and enhance the maritime security environment of BoB.

#### Recommendations

Considering various threats and options as mentioned above, followings are recommended for regional countries as well as for Bangladesh:

 A whole-of Government approach may be taken encompassing civil military agencies to ensure maritime security against NTS threats.

 https://www.goodreads.com/quotes/837455-we-are-like-islands-in-the-sea-separate-on-the, quotation of James William accessed on 09 Sep 2017.



- The National Maritime Policy may be formulated, reviewed and finalized covering maritime safety, security, development, protection, cooperation and engagement issues. National Maritime Policy should contain policy guidelines on regional maritime cooperation in order to mitigate NTS threats.
- All ships and boats operating in the coastal areas may be brought under effective governance and control of national maritime surveillance system with automatic identification devices. Nations may have integrated maritime coastal surveillance belt and quick reaction force to pursue suspected vessel.
- Capabilities of concerned maritime security forces may be enhanced based on the perceived threats.
- Gradual steps may be taken through cooperative maritime security engagements (as per proposed design) in order to achieve common maritime interests of BoB region.

### **Bibliography**

- Daniel K. Inouye Asia Pacific Centre for Security Studies, 2017. The Indo-Asia-Pacific's Maritime Future: A Practical Assessment of the State of Asian Seas, Available at: https://www.kcl.ac.uk/sspp/policy-institute/publications/Maritime-security-report.pdf, [Accessed 09 September 2017], P. 45
- Rajiv, S., 2017. The Bay of Bengal as a New Strategic Space. [Online] Available at: http://carnegieindia.org /2017/02/07/b ay-of-bengal-as-new-strategic-space-event-5509 [Accessed 07 Sep 2017]
- David Lee. (2018). ReCAAP ISC Urges hightened vigilance as Total number of Piracy and Armed Robbery against Ships in Asia increased in 2017 Compared to 2016. Singapore: ReCAAP Information Sharing Centre, Available at: David Lee. (2018). ReCAAP ISC Urges hightened vigilance as Total number of Piracy and Armed Robbery against Ships in Asia increased in 2017 Compared to 2016. Singapore: ReCAAP Information Sharing Centre, Available at: https://www.hellenicshippingnews.com/recaap-isc-urges-heig htened-vigilance-as-total-number-of-incidents-of-piracy-andarmed-robbery-against-ships-in-asia-increased-in-2017/ [Accessed 06 Jun 2018]
- Naim, M., 2003. Five Wars of Globalization. [Online] Available at: http://users.clas.ufl.edu/zselden/Course%20Readings/Naim. pdf[Accessed 09 September 2017].5. Raju, A. S., 2016. Non-Conventional Maritime Threats for Bangladesh Security. [Online] Available at: http://www.banglanews24.com/open-forum/article/56143/Non-Conventional-Maritime-Threats-for-Bangladesh-Security [Accessed 08 September 2017].







- Raju, A. S., 2016. Non-Conventional Maritime Threats for Bangladesh Security. [Online] Available at: http://www.banglanews24.com/open-forum/article/56143/Non-Conventional-Maritime-Threats-for-Bangladesh-Security [Accessed 08 September 2017].
- Risk Advisory, 2018. Terrorism & Political Violence Risk Map 2018. [Online] Available at: https://www.riskadvisory.com/campaigns/terrorism-political-violence-risk-map-2018/ [Accessed 5 Jun 2018]
- David Lee. (2018). ReCAAP ISC Urges hightened vigilance as Total number of Piracy and Armed Robbery against Ships in Asia increased in 2017compared to 2016. Singapore: ReCAAP Information Sharing Centre.
- The Indian Ocean, specifically the Bay of Bengal was known to be the British Lake before the Second World War.
- Das, K. N., 2017. Stateless Rohingya refugees sucked into booming Bangladesh drug trade. [Online] Available at: http://in.reuters.com/article/myanmar-rohingya-bangladesh-d rugs/ stateless-rohingya-refugees-sucked-into-booming-banglade sh-drug-trade-idINKBN1662M8 [Accessed 09 September
- Bangladesh Sangbad Shanstha, 2016. Dhaka asks Naypyidaw to uproot yaba labs. [Online] Available at: http://www.dhakatribune.com/bangladesh/crime/2016/10/29/ dhaka-asks-naypyidaw-uproot-yaba-labs-2/ [Accessed 09 September 20'7].
- Singh, K., 2016. Progress in Tropical Cyclone Predictability and Present Status in the North Indian Ocean Region. [Online], Available at:https://www.intechopen.com/books/recent-develoments-in--trpical-cyclone-dynamics-prediction-and-detection/progressin-tropical-cyclone-predictability-and-present-status-in-the-n orth-indian-ocean-region, [Accessed 09 September 2017]
- The Asian Age, n.d. 12 Millian Coastal People faces coastal Risks. [Online] Available at: http://dailyasianage.com/print-news/23385
- Menon, S. (2017, Apr 24). Security in the Indian Ocean. Retrieved from http://www.css.ethz.ch: http://www.css.ethz.ch/en/services/digital-library/articles/article.html/bc0d13c3-8948-4477-b660-4cc74d0574a8/pdf.
- Menon, S. (2017, Apr 24). Security in the Indian Ocean. Retrieved from http://www.css.ethz.ch: http://www.css.ethz.ch/en/services/digital-library/articles/article.html/bc0d13c3-8948-4477-b660-4cc74d0574a8/pdf.





## Emergence of East Bengal Regiments in Liberation War as an Incredible Fighting Force

Lt Col Mohammad Monjur Morshed, psc

#### Introduction

The inception of the East Bengal Regiment (EBR) was a great event in military history for their role in peace and war. Courage, vigour and high standard of military discipline of the EBRs' were trustworthy and proved in many occasions. The EBR emerged as a credible fighting force in the Liberation War of 1971. After the crackdown of 25 March in 1971, five EBRs, located in East Pakistan (out of eight), revolted against Pakistan Army and organised resistance movements in different places. Notwithstanding unpredictable counter offensive of Pakistan Army, regiments retreated to India and retracted after reorganising and adequately equipping themselves. Those regiments, after regrouping, reinforcement and training, launched both conventional and unconventional operations under Z, K, S forces and various sectors. Overwhelming popular support imbued with the spirit of liberation made them invincible in fighting. Blending guerrilla warfare with regular army operations was a decidedly innovative strategy conceived by the EBRs under the headquarters of Bangladesh Force. The intensity of decisive onslaught made the situation absolutely unfavorable for Pakistan army. As a result, Allied Forces launched the offensive with unprecedented success leading to the independence of Bangladesh.

### Integration of Bengali Marshal Vigor in Army

During the British colonial rule, the first recruits of the British East India Company were from Bengali race. With their help the British East India Company created their base of colonial empire in India. This Bengalis remained as the major recruits until the time of Indian Rebellion of 1857 due to their bravery and skill. During this event, some Indian troops (known as Sepoys), particularly in Bengal mutinied but the loyal Sikhs, Punjabis, Dogras, Gurkhas, Garhwalis and Pathans did not join the mutiny and fought on the side of the British Army. From then on, the theory of martial race was used to recruit from those races, whist discouraging enlistment of 'disloyal' Bengalis and high-caste Hindus who had sided with the rebel army during the war. W W Hunter wrote, 'We shut the Musalman aristocracy out of the army because we believed that their exclusion was necessary for our safety. Since that time Bengali as

<sup>4.</sup> W. W. Hunter, The Indian Musalmans, Barnalipi Mudron, Dhaka, 1975, p. 148.



<sup>1.</sup> Shirin Hossain Osmany, Evolution of Bangladesh, A.H. Development Publishing House, Dhaka, 2014, p.574.

The first locally recruited unit of the East India Company's forces in Bengal, raised in 1757 and present at the Battle of Plassey, was known as the Galliez Battalion (named after one of its first Captains) and called the Lai Puttan (Red Battalion) by its locally recruited members.

<sup>3.</sup> https://en.wikipedia.org/wiki/Bengal\_Native\_Infantry.

a race was absent in military units until the First World War, when few troops were permitted to participate. The need of a military unit consisting of Bengali soldiers was eminent. Bengali Muslims actively fought during the Second World War with the Allies in Middle Eastern, African and European front in various conflicts and services. The British having been convinced of their potentials decided to raise two pioneer companies for the British Indian Army comprised of all Bengali Muslims and numbered them 1256 and 1407 Pioneer Companies. After the end of the war, these two pioneer companies were concentrated at Jhalna in the Indian Pioneer Corps Centre under the command of Colonel Moriatti. The EBRs had a proof of glorious past which caused passionate admiration and interest among the broad majority of the population of Pakistan as to how the Bengalis could ever join the armed forces. After the emergence of Pakistan as a new nation in 1947, Maj M A Ghani, a young Bengali officer, pioneered the idea of creating an infantry regiment solely composed of Bengali Muslims. The proposal was accepted and approved by the then Pakistan Government due to the active patronization of the first C-in-C of Pakistan army, Maj Gen Masservy. Thus, the East Bengal Regiments came into being.

### Organising the EBRs

In a solemn ceremony, the then British Indian Governor of East Bengal, Sir Frederick declared the birth of the East Bengal Regiment. In August 1947, Maj Ghani along with Captain S U Khan was tasked with reorganizing the Muslim dominated Pioneer Companies 1256 and 1407 into a battalion group. In September 1947, on receipt of the approval of the government of Pakistan, Maj M A Ghani and Captain S U Khan who were commanding those two companies concentrated and organized them at Kurmitola, Dhaka which later formed the nucleus of the 1 East Bengal Regiment, known in the army as Senior Tiger being first to be formed. On the 15 February 1948, the most glorious chapter of military history was initiated. On this day, the First East Bengal Regiment was raised at Kurmitola, Dhaka under Lt Col V J E Patterson as commanding officer. Quaid-e-Azam Mohammad Ali Jinnah reviewed the first battalion of the regiment on 12 March 1948. Maj M A Kazi raised the second battalion on 07 February 1949 at Kurmitola, Dhaka, while Lt Col M Zahiruddin MBE took over the command in October 1949. Subsequently, East Bengal Regimental Centre was raised on 01 June 1950 taking elements from these two battalions placing Maj Kazi Abdul Khaleque as the first commandant and Papa Tiger.

### The EBRs in Pakistan Army

Pakistan army was dominated by the west part of Pakistan where Bengali's marshal vigor was undermined due the physical construction, size and military background. Hardship of military training coupled with tough and disgusting treatment imposed to the Bengali recruits by the West Pakistani instructors could hardly scare away Bengali soldiers. They stuck to the profession, trained themselves up, learnt the art of warfare and came into the front rows of soldiers of repute.<sup>5</sup> Instead of

Maj Gen K M Safiulish, Bangladesh at War, Academic Publishera, Dhaka, 1989, p. 12.







raising Bengal regiments, Bengalis elements had no visible existence in the Pakistan army. The EBRs, since their inception in 1948, received a step-motherly treatment from the Pakistan army. While Punjab and Baluch regiments crossed their 40th battalions and Frontier Force and Azad Kashmir their 30th after the war of 1965, the EBRs had reached their 8th only.6 The 7th and the 8th battalion of the EBRs had just seen the light of day in 1969 and 70, yet to be manned, organised and trained fully.7 Being in absolute minority, they were subjected to adjunct treatment by their West Pakistani destiny makers.8 Bengali nationalism provided the moral fiber to the young Bengali troops to stand out in the rank and compete with the West Pakistani soldiers in their professional performance. The glorious chapter of this regiment may be attributed to one major event of military history of this subcontinent. In a rare feat of battle performance, the fearless and undaunted 'tigers' of the regiment, inflicted unprecedented damage and casualties on the Indian side in the Indo-Pak War of 1965. In recognition of their sacrifices, the First EBR was awarded with the highest number of gallantry awards.9

### Liberation War Movement and EBRs

The political development during 24 years of united Pakistan gave rise to Bengali nationalism which emboldened the Bengali soldiers. <sup>10</sup> The East Bengal personnel closely observed the political incident developing in March 1971 through media and other information channels. <sup>11</sup> Pakistani high command kept Bengali armed forces member completely unaware about their intentions. But, curious EBR personnel remained vigilant about the development of the situation. <sup>12</sup> It was becoming clear from the routine activity in the headquarters of the Eastern Command. <sup>13</sup> Bengali Officers no longer enjoyed the trust and confidence of the West Pakistan military rulers. They were being constantly shadowed and watched. <sup>14</sup> Intelligence agents sneaked around every office and dwellings of Bengalis in pursuit of preparing their dossiers and painting them white, grey and black, the three colours they chose to determine their loyalty and fidelity to Pakistan.

### Events of March 71 and EBRs

Although roaring March of 1971 incidents created dilemma in the hearts and minds of every EBR personnel, they remained vigilant and within military norms showing neutrality. As a result of the atrocities, the methodical protest by the East Pakistani people paralysed the government

K M Mohsin, Rafiqual Islam, History of Bangladesh, (1704-1971), vol. I, Sirajul Islam ed. (Asiatic Society of Bangladesh, 1997), p. 628.

<sup>7.</sup> Ibid, p. 1

<sup>8.</sup> Lieutenant General M Harun-ar-Rashid, BP, Journey to Freedom, Shahitya, Prakash, Dhaka, 2013), p. 69.

<sup>9.</sup> History of Bangladersh Army, Published by (Directorate of Education, Bangladesh Army, 2015, vol 1, p. 37.

<sup>10.</sup> K M Mohsin, Rafiqual Islam, op. cit.

Colonel Safayet Jamil (Reld), Liberation War 1971: Bloodshed at Mid-August and Conspiracy in November 1975, Sahitto Prokash, Dhaka, 2016, p.16.

<sup>12.</sup> Brian Cloughley, A History of the Pakistan Army, Oxford University Press, Karachi, 2000, p. 168.

<sup>13.</sup> Maj Gen K M Safiullah, op. cit., p. 7.

Interview with Col Oli Ahmed, BB, PhD (rebt), who served various EBRs and Z force, BDS-71, 18 August 2012, Dhaka.

machinery.15 As the political events progressed in March 1971, military solution to the constitutional stalemate came to the forefront among generals in Pakistan army. When the power was not transferred to the leader of the majority party in March, as announced by the president, there was a sudden wave of disappointment amongst the East Pakistani soldiers as well which gradually turned into bitterness against military hierarchy."16 They chalked out a detail military plan to crash the political movement in East Pakistan. Hasan Zaheer, in his book 'The Separation of East Pakistan: The Rise and Realization of Bengali Muslim Nationalism, asserts that even he had negotiations with Awami League, 'Yahiya Khan was visiting army installations and meeting army officers in the cantonment... after every visit and meeting he came back with a more aggressive attitude towards political resentment and with an over simplified view of the army's capability to control affairs. He was heavily influenced by the top brass that he did not need or should not concede too much to the politicians." It was difficult for the armed forces of any nation, whatever disciplined they might be in normal times, not be affected by tumultuous events in their country.15 Considering the all factors when 'Operation Searchlight' was launched as tool of forced solution, Bengali members of East Bengal Regiments joined liberation war.19

### Revolt against Pakistan Army and Joining the Liberation War

The year 1971 saw the EBRs in its finest glory, as the historic regiments, which spearheaded the liberation war of Bangladesh in 1971. Heroes of those regiments reacted instantly against the brutal killing and evil design of the Pakistan occupation Army to crush national identity. Armed rebellion against the barbarous hordes of Pakistani forces was started by 1st East Bengal from Jessore, 2rd East Bengal from Joydevpur, 3rd East Bengal from Saidpur, 4th East Bengal from Comilla and 8th East Bengal along with East Bengal Regimental Center (EBRC) from Chittagong.20 The EBRC had about 2500 troops, mostly recruits, all Bengalis, commanded by a Bengali Brigadier and some Bengali officers and junior commissioned officers. Brigadier Majumdar, the center commandant, was patiently watching the developments and removed from his command.21 Colonel Shigri, a West Pakistani, was the deputy commandant. His chief instructor, Lt Col M R Chowdhury was another Bengali officer, who kept his curious eyes to the political developments and informed other Bengali officers. On 25 March 20 Baluch Regiments carried out a massive attack killing most of the EBR recruits including Lt Col M R Chowdhury. Few recruits could escape and join the resistance movement with 8 EBR and others forces.

<sup>21.</sup> K M Mohsin, Rafiqual Islam, op. cit., p. 630.



Lieutenant General A.A.K. Niazi, The Betrayal of East Pakistan, Oxford University Press, Karachi, 1998, p. 51.

Lt Gen Kamal Motinuddin (Retd), Tregedy of Error, Welldalls Pub, Lahore, 1994, p. 221.
 Lt Gen JFR Jacob, Surrender at Dacca, Birth of a Nation, The University Press Ltd, Dhaka, 1997, p. 33

<sup>18.</sup> Lt Gen Kamai Motinuddin (Retd), op. oft., p. 222,

Raftqual Islam, BU (Msj. Refd), op. cit., p. 75.
 Interview with Maj Gen Md Anwar Hossian, BP (refd) who served at 3 EBR during revolt in 1971, BDS-71, October 2012.



### Resistance with Mass People

The resistance by the EBRs, immediately after the crackdown, caused little attrition to the Pakistan army. However, after effectively handling the shock of the onslaught, forces could successfully organize a retreat. Understandably, the initial resistance called for survival than fighting. Thus, success was rather indirect but impacted later developments. 'The option for fighting against a superior enemy was not an easy one in the absence of political directives, clearly spelt out orders and compatible military outfits with logistic support. The resistance war began instantaneously without coordination under the leadership of handful of military officers and soon assumed the character of an organized war of attrition.'22

### Liberation War and EBRs

After quick reorganisation, EBRs launched operations both unconventional and conventional in nature. Guerrilla operations forced the occupation forces to remain confined at posts, garrisons, strong points and fortresses. Some conventional operations created frustrations among Pak military decision makers. On the other hand, success and failure of those maneuvers gave chances to re-evaluate strengths and weaknesses of EBRs. Apart from causing casualties, enemy lines of communications were continuously disrupted, more forces were engaged, up-to-date information was obtained and the stage for the decisive onslaught was slowly but surely ready. Until the final offensive, operations were mostly organized across the Indian border. As the guerrilla operations started gaining impetus, the task of the erstwhile Pakistan Army increasingly became difficult. As the guerrilla menace grew, the commanders of the Pakistan Army generally preferred to stick to their bases and did not risk their command.23 The patrolling in the bordering areas had been relaxed correspondingly. This was evident in the operations like Dharmadaha area, Belonia Bulge, etc. Considering the querrilla warfare, the operations were well timed. Process of gradual attrition through protracted guerrilla action in the middle of 1971 and conventional undertakings including naval commando operations immediately before the final offensive met ultimate design. The final offensive launched in the dry season took full advantage of Allied mobility while rendering the positional Pakistani defences ineffective.

### Convetional Operations

A clear and detailed planning was chalked out after retreat from initial resistance when EBRs took refuge in India. As a part of greater operational plan a training strategy was set up to meet requirements of fighting strength. War courses were also designed to meet up the requirements of EBR officers and as a consequence a training camp was established near Bhutan- Indian border at Murtee valley. First batch passed out on 09

<sup>23.</sup> Siddiq Sailk, op. cit., p.101.



Major General Md Sarwar, BSP, SGP, ndc, hdmc.psc.PhD, 1971: Resistance, Resilience and Redemption, Mowle Brothers, Dhaka, 2018, p.119.

October 71 after 14 weeks of intensive training and they were posted to various regiments of regular brigades.<sup>24</sup> Leadership of EBR personnel, devotion, training to unarmed civilian, liaison with Indian forces, capitalizing populous support, participating battles both conventional and unconventional brought a brilliant success on 16 December 1971. Thus, Bangladesh emerged in the map of the world as an independent country. 'The indomitable courage, high sense of patriotism and tremendous morale were their only strength.' <sup>25</sup>

### Contributing Factors for the Activities of EBRs

Professional competence and morale values of EBR military leaders were noteworthy. Though mid-level officers of erstwhile Pak army mostly organized the revolt and subsequent war, but they played significant role in assessing political developments and acted correctly. The Hamoodur Rahman report blamed professional incompetence and moral degradation of the senior officers for the breakup of the East Pakistan whereas comparative EBR junior officers proved competence in the battle. EBR personnel had highest degree of morale, courage and patriotism that was unparalleled in the history. They lived with minimum ration and payment during war.<sup>26</sup> There were many reasons, which contributed to the victory of the EBR forces. However, amongst all, a noble cause, popular support, speed, surprise of the offensive, flexibility of operations at all levels, combined and effective use of conventional and guerrilla tactics can be listed as some of the driving factors for victory.

After initial setbacks EBRs took shelter in India and their reviewed tactics were outlined by the Bangladesh Force Headquarters in the following manner;

"To avoid set-piece attacks and conventional operations as these will be costly to own forces. Instead, to destroy the enemy by well-planned and bold raids and ambushes carried out with surprise and concentrated fire power, to inflict the maximum destruction and disruption on the enemy, and then disengage and speedily withdraw to own raid bases and hide-outs which must be frequently changed to avoid detection and enemy air action. While conventional defensive battles will be avoided, effective defensive measures will be taken for the security of patrol bases, hide-outs and bases with particular reference to camouflage, all round protection and out-posts/look-outs/ambushes covering approaches to such bases."

\*Keeping the above policy in view, reconnaissance and aggressive fighting patrols combined with ambushes on the enemy's land and river lines of communication, raids on posts and attacks on posts which are weak, shall be vigorously conducted daily on planned basis. Plans for these operations shall be formulated in conjunction with designated Indian Army Sector/Formation Commanders, who

Interview of Maj Hafiz Uddin Ahmed, BB (Retd) who served in 1st EBR during revolt of the 1st EBR, BDS-71, 28 September 2012.







<sup>24.</sup> K M Mohsin, Rafiqual Islam, op. cit., Vol.I, p. 682.

<sup>25.</sup> Ibid, p. 628.



are responsible for coordinating plans. Particular attention will be given to night operations and all training concentrated on attaining the highest standard in operating by night with the utmost silence, maintaining direction and control." <sup>27</sup>

EBRs and associated forces created bases inside country or bordering areas by sending small guerrilla bands that successfully harassed Pak army inflicting considerable casualties till final offensive on 03 December 71. The broad strategy adopted by the Allied high command was to bypass the Pakistani forces, outflanking them, then encirclement and compartmentalization. <sup>28</sup> To match up with broader plan EBRs and associated forces bypassed Pak strong holds with small arms as they knew the areas and Indian forces contained the Pak army from the front with heavy weapon, subsequently continued advance. <sup>29</sup> Those proved effective where EBRs created free zones earlier like North Bengal, Brahmanbaria, Sylhet and other areas. For instance, only one EBR could successfully halt actions of Pak 14 Division at Ashuganj.

In many occasions EBRs suffered heavy casualties; battle of Kamalpur was one of them. C-in C wrote a letter expressing his concern about casualties and gave guidance for subsequent course of actions. Whilst at Delhi, I learnt about heavy casualty incurred by your force in an action in which Capt Salahuddin, who had recently come back and joined 1 E Bengal, and a large number of Tigers were killed at the end of July 71. We were all much grieved and perturbed to hear at. On return today I am writing this immediate letter. You had very clear instructions from me to the following effect. 30

Guerrilla warfare is essentially a weapon of civilians and not highly trained regular soldiers who have been taught to adhere to certain guiding principles of warfare. 31 Clausewitz terms these guerrilla activities as arming the whole nation. 32 During liberation war EBRs successfully blended guerrilla tactics with conventional warfare though modern guerrilla warfare has gone much beyond the concept of hit and run. During Bangladesh liberation war various guerrilla groups were formed to carry out effective small scale attack on numerically superior enemy utilizing mass support. 33 They formed small band of armed groups to harass superior Pak army. 34 Principle of guerrilla warfare are maintenance of objective, offensive action, secrecy, alert shifting,

Headquaters Bangladesh Forces documents, Commander-in-Chief wrote to Mejor Zisur Rahman, p.s.c, E Bengal, Commader 11 Sector. Bijoy Keton Museum. Dhaka Centontonment, Dhaka.

<sup>28.</sup> J N Dbtt, Liberation and Beyond, The University Press Limited, Dhaka, 1999, p.93.

General M.A.G. Osmany, psc (MNA), MCA, The Dainik Bangla (04-09 December 1972), Bangladeah Liberation.
 War Documents, ed. Hasen Haftzur Rahaman, Information Ministry, People's Republic of Bangladeah, vol. II, 2003, p.582.

Headquaters Bangladesh Forces documents, Commander-In-Chief wrote to Commader 11 Sector. 05 August 71, Bijoy Keton Museum, Dhaka Cantontonment, Dhaka.

<sup>31.</sup> Capt S K Garg ( Retd), Spotlight : Freedom Fighters of Bangladesh, Academic Publishers, Dhaka, 1984, p. 55.

<sup>32.</sup> Clausewitz, Carl Von, On war, (Colonel JJ, Graham, Routlege & Kegan Paul ltd, London, vol.I, II, III, 1968).

<sup>33.</sup> General M A G Osmany, psc (MNA), MCA, op.cit., p 559.

Lt Gen Mir Sawkat All (Reitd), BU, Quoted from Shamsul Huda Chowdhury, Ekattorer Ronangan, Ahmed Publishing House, Dhaka, 2009, p.308.

exploitation of environment, speed, deception, cooperation, morale, intelligence. Many of those had a match with the guerrilla actions of EBR fighters. As it is a defensive form of warfare against superior and organized enemy,35 resemblance to the guerrilla tactics were followed during the war of liberation. Mao expressed three guidelines for guerrillas in his 'Strategic Programme'38 which has six features; strategic protractedness, interior line in support of regular armies, exterior line in support of regular armies, strategic defensive and strategic offensive, interior and exterior line of operations, absence of tactical rear. Mao's concepts of operation must pass three stages viz guerrilla defensive, attrition and strategic stalemate, and strategic counter-offensive. During liberation war guerrillas created virtual hell for marauding Pakistani troops by launching raids, ambushes all over the country, especially in the bordering areas by knocking out power houses, raiding ordnance factory, damaging bridges and attacking Pak moving patrols. Regular troops in the bordering areas and inside the country wearing plain cloths and disguised as poor villagers carried out activities in small bands of 3-4 men. American newspaper New York Times37 reported Mukti Bahini were everywhere- in hotels, banks, shops, foreign consulates, and business and even in government offices. The biggest achievement of the activities was that the flame of freedom was kept burning. So, the freedom movement and the local population never gave up hope. They achieved ultimate aim and objective, creating ground for large scale conventional operations destined to capture Dhaka, eventually long awaited independence. EBRs activities can be summarized with the categories like; propaganda and psychological warfare, deception, collection of battle intelligence, political and diplomatic actions, sabotage and subversion, guerrilla and conventional warfare.

The guerrillas, however, had numerous problems; inside the country no organization for coordinating guerilla activities were existed. They had political agitation, emotional outbursts and occasional terrorist activity in many places. It was left to the chance and local indigenous leadership to fight as they could. A large number were not fully motivated or politically indoctrinated, instead personal gain guided them. The struggle was waged against time, generally without secure bases and with weak and numerically limited military leadership. EBR troops faced acute shortage of arms, ammunition and explosives, especially throughout initial days till the Indian replenishment reached.

### Conclusion

The personnel of the EBRs formed the hard core of the Bangladesh liberation force in 1971. It was from this hard core that the leadership and training were provided to the thousands of freedom fighters during the war of liberation. Their fighting strength as infantry, courage and the

Capt S K Garg ( Retd), Spotlight : Freedom Fighters of Bangladesh, Academic Publishers, Dhaka, 1984.
 p.130.



<sup>35.</sup> Maj Gen D K Palit, The Essentials of Military Knowledge, Palit and Dutt, Dehradun, 1970, pp.153-154.

<sup>36.</sup> Mao Zedong, On War, The English Book Depot, Dehradun, 1986, pp.78-81.



highest standard of military discipline were unveiled in various actions which ushered expected success. The EBRs were imbued with the noble cause of liberating the country from the crunch of Pakistan forces. For that, their morale was very high which motivated them to face any odds in the battle achieving long desired independence. After the liberation these EBRs formed the backbone of Bangladesh Army.

### **Bibliography**

- 1. Shirin Hossain Osmany, Evolution of Bangladesh, A H Development Publishing House, Dhaka, 2014, p.574.
- The first locally recruited unit of the East India Company's forces in Bengal, raised in 1757 and present at the Battle of Plassey, was known as the Galliez Battalion (named after one of its first Captains) and called the Lal Pultan (Red Battalion) by its locally recruited members.
- 3. https://en.wikipedia.org/wiki/Bengal\_Native\_Infantry.
- 4. W. W. Hunter, The Indian Musalmans, Barnalipi Mudron, Dhaka, 1975, p. 148.
- Maj Gen K M Safiullah, Bangladesh at War, Academic Publishers, Dhaka, 1989, p. 12.
- K M Mohsin, Rafiqual Islam, History of Bangladesh, (1704-1971),
   Vol. I, Sirajul Islam ed. (Asiatic Society of Bangladesh, 1997), p. 628.
   Ibid, p. 11.
- 8. Lieutenant General M Harun-ar-Rashid, BP, Journey to Freedom, Shahitya, Prakash, Dhaka, 2013), p. 69.
- 9. History of Bangladersh Army, Published by (Directorate of Education, Bangladesh Army, 2015, vol 1, p. 37.
- 10. K M Mohsin, Rafiqual Islam, op. cit.
- 11. Colonel Safayet Jamil (Retd), Liberation War 1971: Bloodshed at Mid-August and Conspiracy in November 1975, Sahitto Prokash, Dhaka, 2016, p.16.
- 12. Brian Cloughley, A History of the Pakistan Army, Oxford University Press, Karachi, 2000, p. 168.
- 13. Maj Gen K M Safiullah, op. cit., p. 7.
- 14. Interview with Col Oli Ahmed, BB, PhD (retd), who served various EBRs and Z force, BDS-71, 18 August 2012, Dhaka.
- 15. Lieutenant General A.A.K. Niazi, The Betrayal of East Pakistan, Oxford University Press, Karachi, 1998, p. 51.
- Lt Gen Karnal Motinuddin (Retd), Tragedy of Error, Wajidalis Pub, Lahore, 1994, p. 221.
- 17. Lt Gen JFR Jacob, Surrender at Dacca, Birth of a Nation, The University Press Ltd, Dhaka, 1997, p. 33
- 18. Lt Gen Kamal Motinuddin (Retd), op. cit., p. 222.
- 19. Rafiqual Islam, BU (Maj, Retd), op. cit., p. 75.
- Interview with Maj Gen Md Anwar Hossian, BP (retd) who served at 3 EBR during revolt in 1971, BDS-71, October 2012.
- 21.K M Mohsin, Rafiqual Islam, op. cit., p. 630.

- 22. Major General Md Sarwar, BSP, SGP, ndc, hdmc,psc,PhD, 1971: Resistance, Resilience and Redemption, Mowla Brothers, Dhaka, 2018, p.119.
- 23. Siddiq Sailk, op. cit., p.101.
- 24. K M Mohsin, Rafiqual Islam, op. cit., Vol.I, p. 652.
- 25. Ibid, p. 628.
- 26. Interview of Maj Hafiz Uddin Ahmed, BB (Retd) who served in 1st EBR during revolt of the 1st EBR, BDS-71, 28 September 2012.
- 27. Headquaters Bangladesh Forces documents, Commander-in-Chief wrote to Major Ziaur Rahman, p.s.c, E Bengal, Commader 11 Sector. Bijoy Keton Museum, Dhaka Cantontonment, Dhaka.
- 28 . J N Dixit, Liberation and Beyond, The University Press Limited, Dhaka, 1999, p.93.
- General M A G Osmany, psc (MNA), MCA, The Dainik Bangla (04-09 December 1972), Bangladesh Liberation War Documents, ed. Hasan Hafizur Rahaman, Information Ministry, People's Republic of Bangladesh, vol II, 2003, p 562.
- 30. Headquaters Bangladesh Forces documents, Commanderin-Chief wrote to Commader 11 Sector. 05 August 71, Bijoy Keton Museum, Dhaka Cantontonment, Dhaka.
- Capt S K Garg ( Retd), Spotlight: Freedom Fighters of Bangladesh, Academic Publishers, Dhaka, 1984, p. 55.
- Clausewitz, Carl Von, On war, (Colonel JJ, Graham, Routlege & Kegan Paul Itd, London, vol.I, II, 111, 1968).
- 33. General M A G Osmany, psc (MNA), MCA, op.cit., p 559.
- Lt Gen Mir Sawkat Ali (Retd), BU, Quoted from Shamsul Huda Chowdhury, Ekattorer Ronangan, Ahmed Publishing House, Dhaka, 2009, p 308.
- Maj Gen D K Palit, The Essentials of Military Knowledge, Palit and Dutt, Dehradun, 1970, pp.153-154.
- Mao Zedong, On War, The English Book Depot, Dehradun, 1966, pp.78-81.
- 37. Capt S K Garg ( Retd), Spotlight: Freedom Fighters of Bangladesh, Academic Publishers, Dhaka, 1984, p.130.









Lieutenant Colonel Mohammad Monjur Morshed, psc was commissioned in Army Education Corps with 13th Special Course. He has obtained his Honours and Masters of Arts in History from the University of Chattogram prior to joining Army. He has served in different inctructional appointments in BMA and ASEA. He was the Head of History Department in BMA. He has also served as a Grade-2 Staff in Headquarters Logistics Area and BMA. Apart from mandatory courses, he did a number of voluntary courses including Senior Staff Course

in Educational Management, Project Management Course, and courses on Media and Public Relation etc. He has completed the Masters on Defence Studies (MDS) from Defence Services Command and Staff College, Mirpur. He did his UN mission as a military observer in MONUC (DR Congo). He has also served as Principal in Adamjee Contonment Public School, Dhaka. He has deposited his PhD work on 'The East Bengal Regiments in Liberation War 1971' in Jahangimagar University and this article is a derivative of his PhD academic programme. At present, he is serving as General Staff Officer Grade-1 in Education Directorate, Army Headquarters.



## Roles of Armed Forces in Disaster Management

Kazi Abdul Hakim

Bangladesh is a disaster prone country in the South Asian region with intensive vulnerabilities to various manmade and natural disasters. It is surrounded by over 300 rivers and 58 trans-boundary rivers. A complex weather system is formed by the Himalayan range to the North and the Bay of Bengal in the South. Sea borne natural disasters in the form of cyclone and tidal surge are common natural phenomenon to us. Distressing tropical cyclones hit the coastal areas and off shore island very frequently causing massive loss of lives and property. Besides, foremost natural calamities are floods, tornadoes, river bank erosions, earthquakes, landslide, epidemic, drought, famine, storm surge etc. And manmade or artificial disasters are major accidents, civil unrest etc. According to Kates (1980) approximately 90% of the world's disasters are due to floods (40%), tropical cyclone (20%), drought (15%), and earth quakes (15%).

A huge number of people live in the vulnerable areas in the southern part of the country. The susceptibility is so despondent that they must resettle in the newly accreted land in the Bay of Bengal and its surrounding areas which are occasionally hit by tidal bores or shocking cyclones. The undesirable impacts of these natural hazards affecting the socio-economic condition need to be reduced for sustainable development. The Government of Bangladesh has undertaken a lot of plans and programs for disaster reduction through disaster management. The Bangladesh Armed Forces not only preserves the sovereignty of the country but forms an integral component of nation building, provides rewarding careers to young and serves as a dependable force in times of national crisis. Armed Forces Division (AFD) plays a vital role in disaster management as part of our overall national strategy to cope with disaster.

We have a comprehensive set of standing orders for disaster management (SOD), delineating the role and responsibility of all concerned agencies in disaster management. The Food and Disaster Management Ministry is the prime Government organ on whose request, AFD works primarily in aid to the civil power to mitigate the crisis. The prime role of AFD is to coordinate the employment of Armed Forces in disaster management and the overall relief operation. Army, Navy and Force personnel deployed down to sub district level who are engaged in the relief operation. A monitoring cell is established to coordinate with all concerned ministries of the government, which includes MOFA, MOHA, Civil Aviation, MOFDM, Ministry of Health and of course friendly Armed Forces.

In recent past during the severe disasters, military organizations worked alongside with Civil Administration. The contribution which the armed forces can make in dealing with such disaster need not be over







emphasized. This contribution has usually been made under some form of official arrangement, as laid down in the standing operating procedures. Experience has shown that military forces are fully effective in counter-disaster role. The flexible organizational structure, capability of sustained operation in all weathers by day and night and well trained management system of the armed forces make them particularly well-suited for effective disaster relief operations. Thus armed forces can offer assistance to the victims with invaluable support in engineering, communications, transport, rescue, emergency medical services, field sanitation, water supply and so on. The disaster management cycle consists of six stages: Prevention, Mitigation, Preparedness, Response (Rescue and Relief), Rehabilitation and Reconstruction. However, the armed forces are traditionally called to assist in the response stage of the disaster management cycle for search, rescue and relief. This is also the stage where losses can be minimized and lives saved by rescuers acting swiftly and in a professional manner.

Armed Forces provide transportation of relief goods by Air Force assets (Helicopter and Fixed Wing Air Craft) through road and river route using Army and Naval and Civil assets, augment civil health care services by Armed Forces Medical Teams, clearing of roads and restoration of road communication and assist in restoration of telecommunication.

Cyclones are the worst killer. The severe cyclone of November 12, 1970 took a tool of 0.3 million human lives in Bangladesh and put property damages to more than one billion US dollars (Carter, 1991). Yet another worst cyclone which hit Bangladesh coast on April 1991 killed 0.14 million people and property damages were more than two billion US dollars. The cyclone of 1876, 1919, 1961, 1963, 1965, 1985 and 1988 were also of severe nature. Of them, cyclone of 1985 and 1988 and Great Cyclone of 1991 are remarkable. It is well remembered that on May 25, 1985 the ferocious cyclone accompanied by tidal waves devastated Urirchar and badly affected Swandip and Hatia. On November 29, 1988 another devastating cyclone rolled over Bagerhat, Satkhira, Khulna and Sundarban areas. The cyclone that crossed the Bangladesh coast on April 29-30, 1991 can only be described as a 'Great Cyclone'. All these cyclones caused indescribable damage to the lives, livestock, crops and properties of the affected areas. The destruction of property caused by 1991 cyclone alone was estimated to be about \$4 billion (US).

Floods are other devastating recurring phenomena in Bangladesh. The floods of 1987 and 1988 that inundated about 39.9% and 67% of the land area respectively were also unprecedented in the history of Bangladesh. The flood of 1988 during August-September inundated 89,000 sq. km. areas of 52 districts of the country and caused loss of 1517 human lives, The 1998 flood in Bangladesh with unprecedented duration of 65 days inundated 53 districts covering about 100,000 sq.km. areas and it took lives of 918 people. The severe floods of 1922, 1954, 1955, 1974, 1984 and 1987 are worth mentioning. The entire international community was not sure how Bangladesh will overcome this disaster. But by the grace of Almighty, the Govt. could tackle the situation

within very short period of time in an organized manner. The military organization earned confidence nationally and internationally. Total 350 camps were established to carry out relief activities. Tornadoes during pre-monsoon period hit Bangladesh and caused localized devastation, both in terms of lives and properties. Tornadoes of April 14, 1969, April 11, 1974, April 01, 1977 and April 26, 1989 are noteworthy.

Drought is another severe natural phenomenon which at some intervals visits Bangladesh and causes disastrous crop failures. In 1979 the country was hit by a severe drought, which was termed by many as the worst in the recent past. Droughts of 1957 and 1972 were of severe nature.

The Cyclone SIDR is one of the severest cyclones. SIDR struck our south western coast at 1900 hrs on November 15, 2007 with unprecedented fury with a wind speed of 250 km/hr and water surge up to 8 feet. That had swept across our whole southern part taking away thousands of human lives, crushing their houses, damaging their property, leveling the paddy fields, killing large number of cattle, destroying workplaces, schools, markets and everything that came in its way. Millions have been rendered shelter less who were languishing under the open sky being mercilessly whipped by hunger and thirst. The cyclone affected 161 Sub Districts out of 173 in 24 Districts. It had severely damaged paddy and vegetable cultivation in the area. The death toll was 3334. Though the death toll is low compared to other major calamities we suffered in the past, the unbearable sufferings of survivors have much overwhelmed the death figures.

Immediately after the cyclone warning orders were issued by the Govt. to all the services Headquarters, to undertake anticipated relief and rescue operations, Armed Forces provided the following support during the cyclone.

The Armed Forces quickly mobilized troops and moved them to the cyclone affected areas by the naval vessels, boats, other available water crafts along with the relief goods, medicine, drinking water etc. They rescued the affected families. They helped sinking tube-wells and re-excavated ponds for pure water where necessary. A good number of small medical teams with life saving drug were deployed in affected areas to treat the injured persons. They established radio communication between the affected areas and concerned headquarters. They prepared temporary shelters and rendered assistance in restoring the public services. Army engineers with the assistance of Roads and Highway and Railway authorities repaired bridges and culverts as well as roads within the shortest possible time. Bangladesh Air Force (BAF) employed substantial number of its air assets for dropping food into the cyclone affected areas. During disaster BAF keep a constant watch over cyclone/flood situation, furnish any additional meteorological information gathered through own resources to supplement the information of Weather Department and provide same to the concerned authorities, keep all transport aircraft and helicopters ready for flight to undertake the rescue operation and to assess the damages due to cyclonic storm. They





also evacuated serious patients to the base hospital. Bangladesh Navy was mainly deployed in Chittagong and Khulna area. Her sailors had been working day and night to provide emergency assistance to relief and reconstruction operations. Therefore, whenever Bangladesh faces any natural disaster it becomes imperative for the Armed Forces to respond quickly with its own management, communications and administrative machineries to assist the civil authorities to provide humanitarian relief to prevent further loss of lives and property.

Bangladesh Navy (BN) can reach the destitute soon after the disaster for conducting rescue operation and provide all kinds of assistance and relief. A large amount of resource of this agency has been earmarked for dealing with the natural and manmade natural disasters. Requisite training programme are also conducted regularly to prepare human resources for this task. Bangladesh Navy carried out various relief operations after cyclone 'ROANU' in 2016, cyclone 'MAHASEN' in 2013, 'AILA' in 2009, 'SIDR' in 2007 at home. BN also carried relief to Colombo during 'ROANU' in 2016 (by BNS BANGABANDHU), Maldives in 2014 (by BNS SOMUDRAJOY), Philippines in 2013 (by BNS SOMUDRAJOY), Colombo 'Tsunami' in 2005 (by BNS TURAG and BNS SANGU), which are noteworthy.

The new disaster threat which has developed since World War-II besides the traditional disaster threat need to be considered and dealt with as a challenge with more effectively. The new disaster threats, may cause endless sufferings win far-ranging effects, and at the same time be difficult to counter. Some of these kinds of disasters are social violence like hijacking, terrorism, communal riots, civil unrest and conflicts with conventional arms that affect many nations. The Armed Forces can help the government to remove such social violence. In recent, on the night of July 1, 2016, five militants took hostages and opened fire on the Holey Artisan Bakery in Gulshan. Very early on July 2, 2016, it was decided that the Bangladesh Armed Forces would launch a counter assault named 'Operation Thunderbolt.' The operation was led by 1st Para-Commando Battalion of Bangladesh Army. Within 12 to 13 minutes, they took control over the area. The rescue operation lasted around 50 minutes.

Armed Forces have specialized training institutions to impart training to their members on various fields. They have expert hands such as doctors, engineers and other professionals to meet the different need. These experts become extremely necessary to meet any emergency and for conducting relief and rehabilitation work. The role of the Armed Forces in various disaster management fields is of immense importance. The Armed Forces are quite capable of rescuing water bound people from flood affected areas using different kinds of water transport and also helicopter. Members of the Armed Forces with their better mobility can reach at every corner of the country rapidly to start relief and rehabilitation work in disaster and crisis ridden areas. Members of Army Medical Corps immediately start providing all kinds of emergency and general medical services including vaccines and setting up of sanitation facilities through active participation, wherever possible of the affected people. The Armed Forces are assigned the task of ensuring the supply

of water by water trailers. Besides, they also assist in sinking tube-well for this purpose. Restoration of normal communication becomes a very important task of the Armed Forces in flood affected and cyclone hit areas. They also perform this important task in areas where sabotage or subversive activities are carried out. Members of the Signal Corps undertake this responsibility and urgently rebuild the communication system. The Corps of Engineers of the Armed Forces undertake emergency repair and reconstruction work of the roads and bridges damaged by flood, tidal bore and help restore effective and workable communication system. Armed Forces also at times participate in construction of shelters in areas severely hit by natural disaster. Mostly this is done through the active participation of the affected people. Armed Forces render great help in transporting relief materials to the affected areas. For this purpose, they quickly use their different kinds of transport vehicles and may be employed for loading- unloading and guarding of food grains and relief materials at sea and river ports.

The surprise and shocking character of natural catastrophes calls for a immense coordinated reaction at short notice. Humanitarian relief is increasingly a core task for armed forces. While the prime responsibility for disaster response lies with civilian agencies at local, state and federal levels, only the military has the manpower, equipment, training and organization necessary to gather the relief effort required during catastrophic incident recovery. However, in recognition of the fact that humanitarian relief should continue to be a predominantly civilian function, international norms place limitations on the use of foreign military assets. The international guidelines on the use of military and civil defence assets in disaster relief (Oslo guidelines), created in 1994 to provide an international normative and practical framework for disaster response, call for military foreign humanitarian aid as a 'last resort.' There are areas where armed forces unquestionably can offer unique capabilities, primarily in transport, logistics and the ability to deploy immediate help.

According to the 2008 report 'The Effectiveness of Foreign Military Assets in Natural Disaster Response', published by the Stockholm international peace research institute in cooperation with the UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, the main reason to employ militaries is timeliness. "The military a clear, effective, and coordinated response capability, even though it made improvements after Katrina." UN Under-Secretary General for humanitarian affairs and emergency relief coordinator John Holmes said: "Coordination between civilian and military actors is essential during an emergency response. The increasing numbers and scale of humanitarian emergencies, in both natural disaster and conflict settings, had led to more situations where military forces and civilian relief agencies are operating in the same environment." Time, at this stage, is always at a premium. Hence, this is the most crucial stage of the "Disaster Management Cycle" and timely and effective employment of the armed forces in search, rescue and relief operations can pay rich dividends in terms of limiting damage and saving lives.





The Government of Bangladesh has outlined the duties and responsibilities of the various Governmental institutions and of different ministries including Standing Orders on Disasters (SOD) (Revised in 2010), National Disaster Management Plan (2010-15), the Allocation of Business, Bangladesh Climate Change Strategy and Action Plan 2009 and the Armed Forces in two Standing Operating Procedures (SOP). One of the SOP is 'emergency standing orders for flood' and another one is 'standing order for cyclone'. Armed Forces establish effective contact and ensure continuous liaison with CCDR, NDRCG and MoFDM and ensure necessary and appropriate preparedness along with the necessary equipments of the three services to extend all supports required with regards to the security/evacuation/rescue purposes of the people especially in the disaster prone areas before the season starts. They arrange training on disaster management for task force and form a group of Armed Forces for emergency deployment for relief, rescue, and evacuation work effectively; develop a plan and ensure necessary budget allocation for disaster emergency operation with a view to respond to the demand and emergency; keep budgetary provision for disaster preparedness and management affairs. Armed Forces undertake planning in cooperation with the DMB, DM&RD for the use of the Armed Forces in aid to the civil authorities on the basis of requisition and request; training for the Task Force Commander in emergency response, relief and recovery; ensure safety and security of installations, equipment, personnel and resources, and prepare a contingency plan.

Disaster Management and Relief Activities Co-ordination cell operates at the Prime Minister's Office with support from Armed Forces Division. The cell functions under the direction of the Honorable Prime Minister. Principal Staff Officer of the Armed Forces Division acts as the Chief Coordinator of all relief and rehabilitation activities through this cell. All the three services, i.e. Army, Navy and Air Force are ordered by this Division prior to an anticipated disaster. Based on the new concept of disaster management, the GOB has given equal importance to both structural as well as non-structural mitigation measures keeping in view the aspect of better coordination within overall disaster management system. It is rather strongly believed by the GOB that non-structural mitigation measures need to be complemented by structural mitigation measures in order to modify or reduce some disaster effects. As part of structural measures, the GOB with its own and external resources has so far constructed 1,841 cyclone shelters and 200 flood shelters for evacuation of people exposed to impending cyclone as well as floods. In addition, during the last four decades 482 small, medium and large water and flood control projects have been implemented. Of these, more than 400 projects were implemented after the war of liberation in 1971 with the assist of civil as well as military administration.

The multiplicity, complexity and the dynamics of the natural disasters of Bangladesh need a sophisticated system, giving caution well ahead of time. But the people of Bangladesh will have to survive through fighting with the natural calamities along with the other organizations. Bangladesh has an obvious example of facing the disaster in 1971,

where the Armed Forces took the pivotal role. The members of the Armed Forces are selected personnel, disciplined and are well trained in leadership qualities. They are great organizers of any specified task with honesty, sincerity, co-operation, discipline and above all patriotism. The well planned organization and management system of the Armed Forces make them capable to effectively knob, manage and tackle natural calamities and disasters under any serious circumstances to lessen the sufferings of the unfortunate people of Bangladesh and set up firm base of a nation to survive with peace, prosperity and happiness along with due pride, honour and dignity.



Kazi Abdul Hakim was born in 1984 in Bagura district. He completed his BSC (Hon's) and MS in Applied Mathematics form University of Dhaka. He Joined Rangpur Cadet College as a Lecturer on 2011. He has a keen interest on the disaster management of Bangladesh. At present, he is serving as the lecturer of Rangpur Cadet College.



# আলোকচিত্ৰে সশস্ত্ৰ বাহিনী



### যে অতীত আমাদের প্রেরণার উৎস

১৯৭১ সালে মৃক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সেক্টর কমাভারগণ

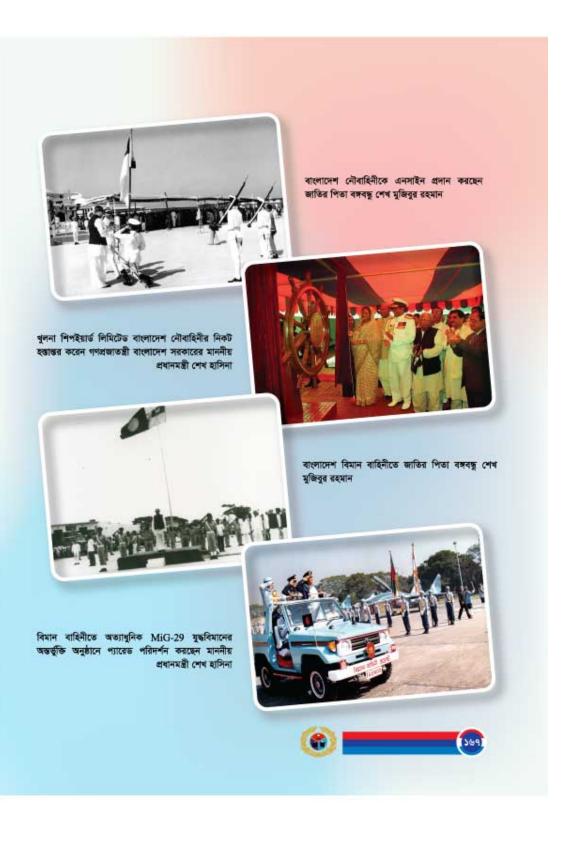
১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন মুক্তিব ব্যাটারি গানার্সদের অপারেশনে অংশগ্রহণের দৃশ্য

> জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃমিল্লা সেনানিবাসে আনুষ্ঠানিক প্যারেডে সালাম গ্রহণ করছেন

পার্বত্য শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরের পর অস্ত্র সমর্পণ অনুষ্ঠানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী





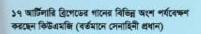


## সশস্ত্র বাহিনীর প্রশিক্ষণ

## সেনাবাহিনীর প্রশিক্ষণ কার্যক্রম

গ্রীমকালীন প্রশিক্ষণ পরিদর্শনে সেনাবাহিনী প্রধান

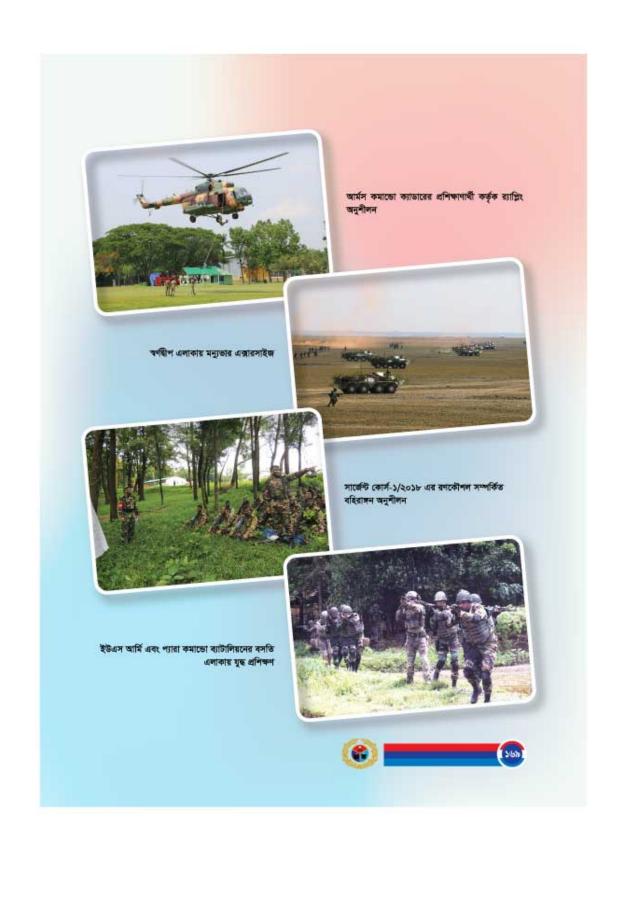
শীতকালীন প্রশিক্ষণ ২০১৭/১৮ এ নারী সেনাসদস্যবৃন্দ



শীতকালীন প্রশিক্ষণ ২০১৭/১৮









বাংলাদেশ নৌবাহিনী ও বিদেশি যুদ্ধজাহাজের সমন্বয়ে বিশেষ সমুদ্র মহভার একটি দৃশ্য

বঙ্গোপসাগরে মহ্ডারত বাংলাদেশ নৌবাহিনীর সাবমেরিন

> বঙ্গোপসাগরে বাংলাদেশ নৌবাহিনীর বাংসরিক সমুদ্র মহড়ার যুদ্ধজাহাজ 'দুর্জয়' হতে মিসাইল উৎক্ষেপণ

বাংলাদেশ নৌবাহিনীর বিশেষায়িত ফোর্স সোয়াভস এর প্রশিক্ষণ মহড়া

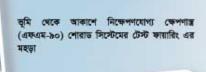


## বিমান বাহিনীর প্রশিক্ষণ কার্যক্রম



মিগ-২৯ যুদ্ধবিমান উভ্চয়ন শেষে বিমান বাহিনী একাডেমির ক্যাভেটদের সাথে আলাপরত বিমান বাহিনী প্রধান

বিমান বাহিনীর যুদ্ধ বিমানসমূহের ফরমেশন ফ্লাইং



প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণরত বিমান বাহিনীর হেলিকন্টার



## সশস্ত্র বাহিনী বিভাগের আয়োজনে যৌথ প্রশিক্ষণ

সশস্ত্র বাহিনী বিভাগে সাইবার সিকিউরিটি সম্মেলনে অংশগ্রহণকারী সদস্যবৃন্দ

সশন্ত্ৰ বাহিনী বিভাগে Training on General Awareness and Capacity Building for Custom Officials এ অংশগ্ৰহণকারী সদস্যবৃদ্ধ



সশস্ত বাহিনী বিভাগ পরিদর্শনে এনডিসি সদস্যবৃদ্দ

REGIONAL BASIC ASSISTANCE AND PROTECTION COURSE OPEN 04-26 NAMESH 2015, DHAKA, BANGLAGESH

সশস্ত্র বাহিনী বিভাগে Regional Basic Assistance and Protection Course এ অংশগ্রহণকারী সদস্যবৃদ্দ



## দেশ গঠনে সশস্ত্র বাহিনী

## সেনাবাহিনী

মেরিন দ্রাইভ সভ্কে ভাঙন প্রতিরোধে ট্রেট্রাপভ এর

আলীকনম-জালানিপাড়া-কুরুকপাতা-পোয়ামূহুরী সড়ক নির্মাণ কাজে বাংলাদেশ দেনাবাহিনী

> মুদীগঞ্জ জেলার লৌহজং উপজেলায় পরা সেতুর নদী শাসনের কাজ

থানচি-রিমাক্রি-মদক-লিকরি সড়ক প্রকঙ্কের কাজের দশ্য



290

## নৌ এবং বিমান বাহিনী

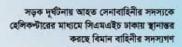


মা ইলিশ' সংরক্ষণ অভিযানের অংশ হিসেবে বানৌজা কর্ণফুলী কর্তৃক বিপুল পরিমাণ অবৈধ কারেন্ট জাল আটক করে বাংলাদেশ নৌবাহিনী

মিরানমার হতে কলপূর্বক বাস্কুচ্যত মিরানমার নাগরিকদের পুনর্বাসনের লক্ষ্যে ভাসান চরে নৌবাহিনীর ভরারধানে নির্মিত আধারন প্রকল্প



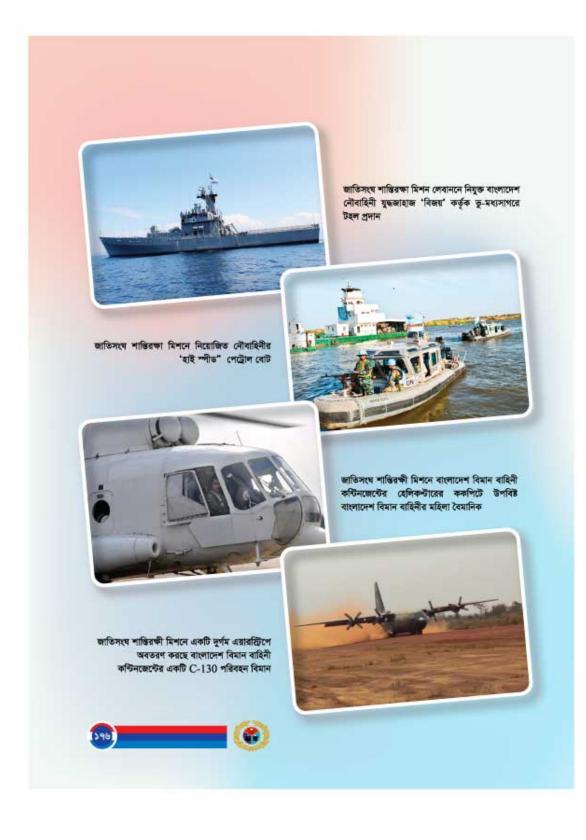
বান্তুচ্যুত মিশ্বানমার নাগরিকদের সাহায্যার্থে বিভিন্ন দেশ থেকে আসা ব্রাণ-সামন্ত্রী বিতরণ কার্যক্রমে সহযোগিতা করছে বিমান বাহিনীর সদস্যগণ





## জাতিসংঘ শান্তিরক্ষায় সশস্ত্র বাহিনী





## সশস্ত্র বাহিনীর সেবামূলক কার্যক্রম



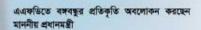


## সশস্ত্র বাহিনীর গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠান/সফর



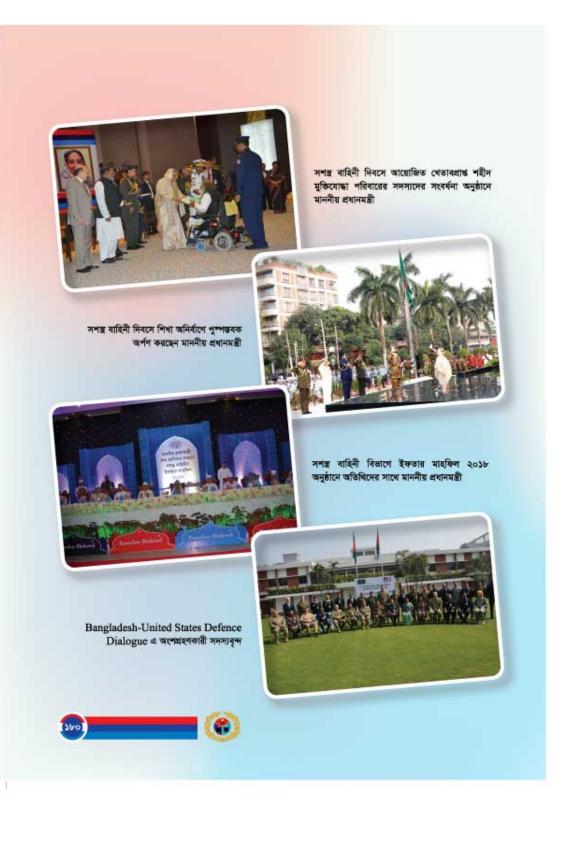
শান্তিরক্ষী দিবস ২০১৮ উদ্যাপন অনুষ্ঠানে মিশনে নিহত শান্তিরক্ষীর নিকটআত্মীয়কে সম্মাননা প্রদান করছেন মহামান্য রাষ্ট্রপতি

সশস্ক বাহিনী দিবসে শিখা অনির্বাণে পুস্পস্কবক অর্পণ করছেন মহামান্য রাষ্ট্রপতি



সশস্ত্র বাহিনী দিবসে সেনাকুঞ্জে আয়োজিত সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

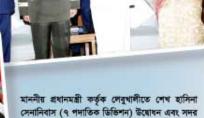






পিজিআর এর ৪৩তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে মহামান্য রাষ্ট্রপতি

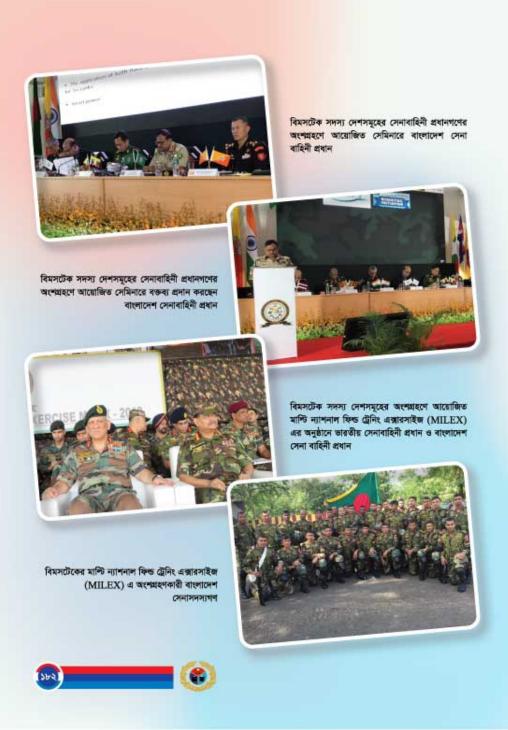
মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উপস্থিতিতে নবনিযুক্ত সেনা বাহিনী প্রধানকে জেনারেল ব্যাংক ব্যান্ত পরিয়ে দিচ্ছেন নৌ ও বিমান বাহিনী প্রধানগণ



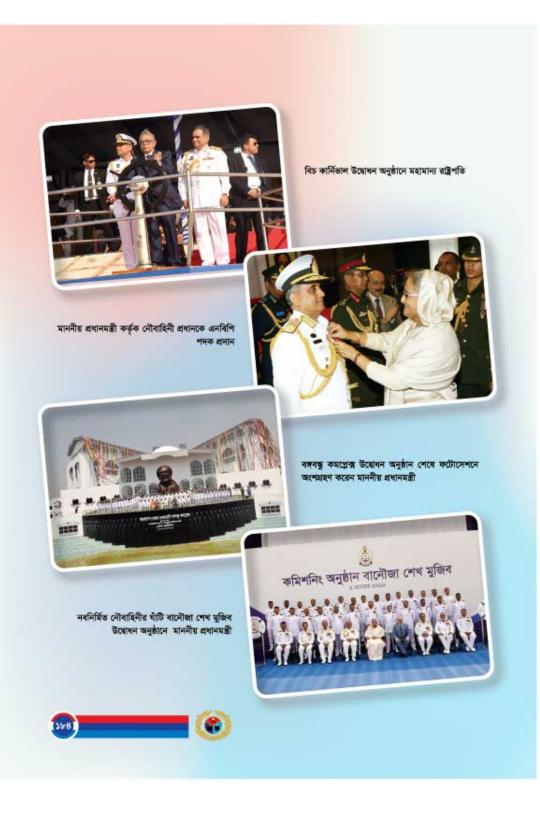
মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক লেবুখালীতে শেখ হাসিনা সেনানিবাস (৭ পদাতিক ডিভিশন) উদ্বোধন এবং সদর দক্তর ৭ পদাতিক ডিভিশনসহ ১১টি সদর দক্তর ইউনিটের পতাকা উত্তোপন

বিজয় দিবসের প্যারেডে অংশগ্রহণকারী বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর মহিলা কনটিনজেন্ট





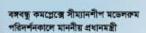






IMMSAREX-2017 এর উদ্বোধন অনুষ্ঠানে নৌবাহিনীকে ন্যাশনাল স্ট্যান্ডার্ড প্রদান করছেন মহামান্য রাষ্ট্রপতি

বিএন ডকইয়ার্ডকে ন্যাশনাল স্ট্যান্ডার্ড প্রদান করছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী



ইরানে অনুষ্ঠিত ৬৪ IONS-2018 এ অংশগ্রহণকারী সকল দেশের নৌপ্রধানদের সাথে বাংলাদেশ দৌবাহিনী প্রধান

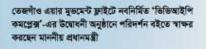






বিমান বাহিনী একাডেমির বঙ্গবন্ধু কমপ্রেক্স ও ১০৫ এয়াভভাঙ্গত ক্রেট ট্রেনিং ইউনিট-এর উদ্বোধন এবং এয়ারম্যান ট্রেনিং ইনস্টিটিউট-এর ফলক উন্মোচন অনুষ্ঠান উপলক্ষে আয়োজিত ফ্লাই পাস্ট প্রত্যক্ষ করছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

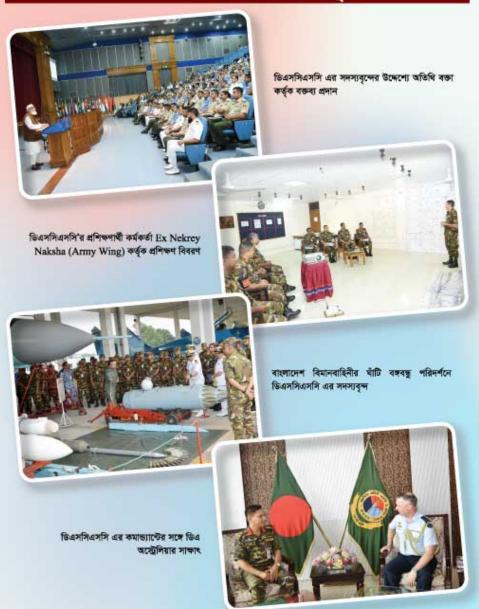
বাংলাদেশ বিমান বাহিনী ঘাঁটি বাণারে ভিভিআইপি কমপ্রেক্স উদ্বোধন করছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী



তেজগাঁও এয়ার মূতমেন্ট ফ্রাইটে নবনির্মিত 'ভিভিত্তাইপি কমপ্লেপ্ত'-এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মাঝে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী



# সশস্ত্র বাহিনীর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ







# সশস্ত্র বাহিনীর সামাজিক অনুষ্ঠান



দিলশাদ নাহার আজিজ বিআইএসসি, নির্বর, ঢাকা সেনানিবাসে পহেলা বৈশাখ ১৪২৫ এর অনুষ্ঠানে একটি স্টল পরিদর্শন করছেন



বহুড়া এরিয়ার 'সাঁজোয়া নীড়' সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান





বিজয় দিবস উপলক্ষে কুমিল্লা চিলদ্রেন ক্লাবের চিত্রাংকন প্রতিযোগিতা

যশোর চিলফ্রেন ক্লাব আয়োজিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান



কেন্দ্ৰীয় প্ৰয়াসের এক যুগ পৃতি অনুষ্ঠানে প্ৰধান পৃষ্ঠপোষক দিলশাদ নাহার আজিজকে অভ্যৰ্থনা জানাচ্ছে প্ৰয়াসের একজন শিকাৰ্থী

কেন্দ্রীয় প্রয়াসের এক যুগ পূর্তি উপলক্ষে আয়োজিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে প্রধান পৃষ্ঠপোষক দিলশাদ নাহার আজিজ



### নৌবাহিনী



গরীব ও দুছ্ শীতার্তনের মাঝে শীতবন্ত্র বিতরণ করেন নৌ পরিবার কল্যাদ সংখের প্রেসিডেন্ট বেগম নাঞ্জমুন নিঞ্জাম

বিএন ছুল এড কলেজ ঢাকার আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ও শহীদ দিবস উপলক্ষে আয়োজিত ঢাকা নৌঅঞ্চলের আন্তর্গিকা প্রতিষ্ঠানসমূহের শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে চিত্রাংকন প্রতিযোগিতা পরিদর্শন করেন নৌবাহিনী প্রধান



বাংলা নববর্ধ-১৪২৫ এর তত উলোধন করেন প্রেসিডেন্ট বিএনএফডব্লিউএ ও নৌবাহিনী প্রধান



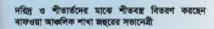
ভিটামিন 'এ' গ্লাস ক্যাম্পেইন ২০১৮ উপলক্ষে শিশুদের ভিটামিন 'এ' ক্যাপসূল খাওয়াচ্ছেন প্রেসিভেট বিএনএফভঞ্জিএ





বিদায়ী সেনাবাহিনী প্রধানের সম্মানে ডাইনিং-আউট নাইটে বিদায়ী সেনাবাহিনী প্রধানকে বভেচছা জানাচ্ছেন বিমান বাহিনী প্রধান

বাঞ্চন্ত্রার বৃন্ধরোপণ অভিযান শেষে মোনাজাত করছেন বাঞ্চন্ত্রা সভানেত্রী ও অন্যান্যরা



মহান একুশে কেব্রুয়ারি ও আন্তর্জাতিক মাতৃতায়া দিবস উপদক্ষে আয়োজিত চিত্রাংকন প্রতিযোগিতায় একজন বিজয়ীকে সনদপত্র প্রদান করছেন বাফওয়া আঞ্চলিক শাখা বঙ্গবন্ধুর সভানেত্রী





# সশস্ত্র বাহিনীর ক্রীড়া কার্যক্রম

# সেনাবাহিনী



বাংলাদেশ সেনাবাহিনী রাগবি প্রতিযোগিতা ২০১৭

বন্ধড়া এরিয়া এর <mark>আন্তঃইউনিট ভলিবল প্রতিযোগিতা</mark> ২০১৮



व्यातकाती वनुगीनम





### নৌবাহিনী

ইন্দোনেশিয়ায় এশিয়ান গেমস-২০১৮ এ অংশগ্রহণকারী বাংলাদেশ সুইমিং ফেভারেশনের সাঁতারুদের সাথে সভাপতি সুইমিং ফেভারেশনের সৌজন্য সাক্ষাৎ



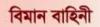
আন্তঃবাহিনী কাবাডি প্রতিযোগিতা ২০১৮ চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করে বাংলাদেশ নৌবাহিনী কাবাডি দল

> ঢাকা সিটি এফসি দিঃ ১৪তম জাতীয় সামার এ্যাধদেটিক্স প্রতিযোগিতা ২০১৮ এর বিশেষ মুহূর্ত



ঢাকা সিট এফসি লিঃ ১৪তম জাতীয় সামার এ্যাথলেটিজ্প প্রতিযোগিতা ২০১৮ এর চ্যাম্পিয়ন বাংলাদেশ নৌবাহিনী এ্যাথলেটিজ্প দল

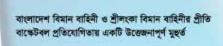






আন্তঃঘাঁটি লন টেনিস প্রতিযোগিতায় বিজয়ী দগকে ট্রফি প্রদান করছেন বিমান বাহিনী প্রধান

আন্তর্মাটি ভলিবল প্রতিযোগিতায় একটি উত্তেজনাগূর্ণ মৃহর্ত



আন্তঃখাঁটি ব্যাভমিন্টন প্রতিযোগিতায় একটি উত্তেজনাপূর্ণ মুহুর্ত





### 'সশস্ত্র বাহিনী দিবস' উপলক্ষে রচনা ও চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতায় সেনা, নৌ ও বিমান বাহিনী কর্তৃক পরিচালিত স্কুল/কলেজ সমূহের পুরস্কারপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীগণ

### রচনা প্রতিযোগিতা-২০১৮

### সেনাবাহিনী

#### কঞ্চপ - ছাদশ শ্ৰেণি



শানিচ্ছাতুল কুৰবা নিম (১ম খ্বন) জালানাৰদ আখনমেন্ট প্ৰনিক স্কুল ও বলেম



উন্দে তাবনিনা জেৱীক মিণ্ড (২ছ খুন) নোনেনশাহী ক্যাউনমেন্ট পাৰনিক স্কুল ও কলেজ



মোঃ সাকিল <mark>সরকার (০য় স্থান)</mark> ইম্পাহানী পাবনিক সুন ও কলেজ



তানজিনা তাৰাসৃসুম (৪ৰ্থ স্থান) আনমনী কাউনমেউ কলেন

### খঞ্চপ – নবম হতে দশম শ্রেণি



সাবিকুন নাহার সানজিদা (১ম স্থান) কাউনমেউ বোর্ড হাই জুল, সেমেনগাই



নিরা ইক্তেশার বেন্দেন (২ছ স্থান) সহলমতি ইক্যারল্যাশনাল স্থুল



আনিকা মাধ্যম্পেনিন (তা ছান) থাসইল ক্যাণ্টনমেণ্ট পাথনিক ভূল ও কলেজ



তামানুা **আকার জে**রিন (৪**র্থ স্থান)** শবীন বীর উত্তম লে, আগোয়ার গালগ বলেজ





#### গঞ্চপ – অষ্টম শ্রেণি



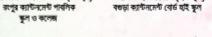
রারধানা সবিধা আজিজী (৪র্থ ছান) বধড়া ক্যাণ্টনমেন্ট বোর্ড ঘাই ছুল



নোঃ ফেরদৌস অসিক সরকার (১ন হান)



সানজিলা হাসান নিলি (২র হান) বধড়া ক্যান্টনদেট বোর্চ হাই স্থুল



### নৌবাহিনী

#### কঞ্চপ – দশম হতে একাদশ শ্ৰেণি



**ফারিয়া নুর রিয়া (৩য় স্থান)** বিএন স্কুল ও কলেজ চ**ট**গ্রাম



রিতা আকার রিয়া (২য় খান) কিবল সুল কান্তাই



আকরোজা সুলতানা (৩র স্থান) জালালাবদ ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক

সুল ও কলেজ

### খগ্ৰুপ – ৬ষ্ঠ হতে ৮ম শ্ৰেণি



আসমিতা হক নিশা (৩য় স্থান) বিএন কলেজ ঢাকা



সাদিয়া ইয়াসমীন রিপা (১ম ছান) विधान कटलक छाका

তাসনিম আরা চ্ছোডি (১ম স্থান) বিএন কলেজ ঢাকা



মোহান্দন সদমান শাহরিয়ার (সিরাম) ২য় স্থান বিএন স্থুল ও কলেজ চটগ্রাম



### বিমান বাহিনী

#### ক গ্ৰুপ – নবম হতে একাদশ শ্ৰেণি



সানজিলা ইসলাম (১ম স্থান) কিএএফ শাহীন কলেজ পাহাড়কাঞ্চনপুর



মাহরিন সাবাবা (২য় ছান) বিএএক শাহীন কলেজ বংশর



কৃষ্টিমা আকরোন্ধ (৩র স্থান) বিএএফ শাহীন কলেন্দ্র কুমিটোলা

#### খঞ্জপ – সপ্তম শ্রেণি



তৌকিক আল নাহিয়ান (১ন খ্বন) বিধনত শাহীন অলেল চেকা



**অরিয়ান অহুমেন (২য় খ্বান)** কিওয়ক শাহীন কলেজ ভাকা



তাশনিম হক নিঝুম (৩য় খ্বন) কিএএত শাহীন কলেজ যশের

# চিত্রান্ধন প্রতিখোগিতা ২০১৮

### সেনাবাহিনী

#### ক গ্ৰুপ - নৰম হতে দ্বাদশ শ্ৰেণি



সায়ৰা আৰিৱা (১ম স্থান) শহীন বীর উত্তম দে, আনেৱার পার্শন কলেজ



সামসাদ লায়লা (২য় স্থান) ঘটাইল ক্যাউনমেট পথলিক ভূল ও কলেজ



বিনেল বোৰ (০য় স্থান) সাভার ক্যান্টালমেট পাবলিক স্থান ও বলেজ



আমেলা আকার নীম (৪**র্থ** স্থান) ক্যাটন্দেট বের্ড বালিকা উচ্চ ফিনানয়, কুনিরা

### খঞাপ – ষষ্ঠ হতে অষ্টম শ্ৰেণি



আটিয়া আগতার আনিকা (১ন স্থান) কাণ্টনদেই বোর্চ ছুল ও কলেজ, রজশহী



নাঞ্জা তাবাস্সুন (২য় খান) পলগ ইংদিশ ভূল



আরফোত মাহি (৩য় স্থান) সন্ধান ক্যাউনমেউ বোর্ড বানক উচ্চ বিদ্যালয়



জাবিন ফালন স্লেখ্য (৪র্থ স্থান) রংপুর ক্যান্টান্দেন্ট পাবলিক ছুল ও কলেজ



